আওরংজেব

(নাটক)

এজাহারুল হক

আওরংজেব

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

এজাহারল হক প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৯৩৫

নিবেদন।

এই নাটকের ভিত্তি সম্পূর্ণ ইতিহাসের উপর; কল্পনার উপরে নহে। ইতিহাস না পড়িয়া জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সাধারণতঃ সম্রাট আওরংজেবের চরিত্র গল্প গুজবের সময় সপক্ষে এবং বিপক্ষে সমালোচনা করা হয়। এই পুস্তকে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ধারাবাহিকরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাই পুস্তকের আকার নাটক হিসাবে কিছু বড় হইয়া গেল। ইহাতে আওরংজেবের দোষগুণ সবই রহিয়াছে—পাঠকগণ বিচার করিবার সুযোগ পাইবেন আশা করি। নিবেদন ইতি—

গ্রন্থকার

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	৭	উদয	বেগম
৪৪	১৬	কিম্বা	কিবা
৪৪	১৬	অভিরুগি	অভিরুচি
৮৪	১১	ফুটিল	কুটিল
৯২	৩	খাবা	ধারা
১১১	১০	কবলে	কবাল
১১৭	২০	দাদাবে	দাবাবে
১২২	৬	করিয়াছ	করিয়াছে
১৩০	১১	লইলে	নইলে
১৮৭	১৪	আছয়ে	আছ যে

ভূমিকা

(সম্রাট শাহজাহান পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন—মাঝে মাঝে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ রটিতেছে। তখন দারাসেকো লাহোরের সুবাদার কিন্তু রাজধানীতে সম্রাটের নিকট আছেন। সুজা, আওরংজেব এবং মোরাদ নিজ নিজ সুবায় রহিয়াছেন; কিন্তু পিতার মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন)।

প্রাসাদ কক্ষ—শিখি সিংহাসন শূন্য। সুজা আওরংজেব এবং মোরাদ তরবারি হস্তে সিংহাসনের প্রতি দূর হইতে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দারাসেকো তরবারি হস্তে সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যেন ভ্রাতাদের আক্রমণ ব্যাহত করিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এমন সময় ফকির গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন :—

দিল্ দরিয়ায় পাগ্‌লা হাওয়ায়
উঠ্‌ল তুফান তাল-বে-তালে
তখ্‌তে তাউস কর্‌ল বেহুস্
রাগ মানে না প্রাণের পালে।
ছুট্‌ল তরী উজান হাওয়ায়
করিয়ে লক্ষ্য আশায়-আলেয়ায়
যায় কি না যায় ঐ কিনারায়
ঘর্‌ছে যে হায় ঘোর তাফালে।
মাৎসর্য্য যার হয় গো সোয়ার
অন্ধ দু'টিহ নয়ন তাহার
চাঁদনী দেখায় অমানিশায়
কুসুম ফলায় শুক্‌ন ডালে

সৈয়দ আলম	সুজার সেনাপতি
বাকি খাঁ	সোলেমানের সেনাপতি
রাজা পৃথ্বী	পার্ব্বত্য প্রদেশের সামন্ত রাজা
মেদিনী সিংহ	ঐ পুত্র
নাদিরদিল	খোজা গোলাম
মালিক জিয়ান	বেলুচি সর্দ্দার

ফকির, সাধুবাবাজি, গুরুজি, জ্যোতিষী,
খাজাঞ্চি, সৈনিকগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রীগণ)

জাহানারা	শাজাহানের কন্যা
নাদিরা	দারার বেগম
রেণুকা	রাজা পৃথ্বী কন্যা

বাঁদী, সেবিকা, গণিকা ইত্যাদি।

ঔরংজেব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগ্রা-প্রাসাদ-শয়ন কক্ষ

(পীড়িত শয্যায় শায়িত)

শাজাহান—জীবনের দীর্ঘ পথ করি' অতিক্রম
আসিয়াছি নদী-পারে,
পারের আশায়,
বসে আছি এবে।
যৌবন-মাৎসর্য্যে হায়,
লক্ষ্যহীন বালকের প্রায়
সৌধপুঞ্জ কত বিশ্ব-বিমোহন
করিনু নির্ম্মাণ।
শিখি-সিংহাসন করিনু রচন,-
কি কারণ নাহি জানি!
সিন্ধু-বক্ষে হায়, যথা ধায়

চপল তরঙ্গ-মালা উদ্দাম নর্ত্তনে,
দিক-দিগন্তের পানে,
তেমতি এ হৃদে মম
ছুটিয়াছে এক দিন
লক্ষ্যহীন উন্মাদ-বাসনা-পুঞ্জ,
অনন্ত কামনা পানে।
আজি সংযত বাসনা-রাজি!
সন্ধ্যা-সমাগমে,
বিস্তারিয়া পক্ষ-পুট অনন্ত-গগনে
বিহঙ্গ যেমন
ফিরে যায় আপন কুলায়
তেমতি তেমতি হায়,
পরাণ আমার
ছুটিয়াছে এবে এক অজানা দেশের
নিত্য-নিকেতন পানে।

জাহানারা— (শিয়রে বসিয়া পরিচর্য্যায় রতা)
পিতঃ! মৃত্যু ত জীবের অনিবার্য্য গতি :
কিন্তু, পিতঃ! মরণেরে করিলে কামনা,
"না-শোকরি" মহাপাপ পরশে মানবে।
হের পিতঃ, উর্দ্ধে অই অনন্ত গগন—
চন্দ্রাতপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল ;
নিম্নে হের এই ধরণী শ্যামল—

ফল পুষ্প ভরা।
এই বিশ্ব-নিকেতন
বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন ;—
শুধু মানবের শান্তি-প্রীতি সুখের কারণ।
অবহেলি ধাতার এ স্নেহ-দান
মরণ-কামনা নহে বাঞ্ছনীয়।

শাহ্‌জাহান—জাহানারা, জননি আমার,
সত্য বটে এ সংসার
করি' সুখের-আধার
ক'রেছে সৃজন ধাতা ;
সত্য বটে,
সম্ভোগ-সম্ভার ভরা এ বিশ্ব ভাণ্ডার।
কিন্তু আর যে সহে না,
স্থবির এ দেহে—
দুরন্ত ব্যাধির দারুণ এ জ্বালা!
তাই মরণ মঙ্গল জ্ঞানে
মরিতে বাসনা এবে
চিতে মম জাগে অবিরত।

জাহানারা— নিদাঘ-আতপে, পিতঃ!
না দহিলে নর,
চিনিত না কভু সুখদ শরতে।
না থাকিত অমা-নিশা যদি,

বুঝিত না নর
পূর্ণিমা-রজনী, পিতঃ, কত মনোহর।
দুঃখের সৃজন
সুখের মহিমা শুধু করিতে বর্দ্ধন।
রোগ-শূন্য দেহ
কি অপূর্ব্ব দান বিধাতার,
বুঝিত না নর
যদি না সৃজিত বিধি ব্যাধি নর-দেহে
তাই কহি, ধৈর্য্য ধর;
বিধির কৃপায়,
অচিরে যাতনা তব হবে নিরাময়।

(দারাসেকোর প্রবেশ)

শাহ্‌জাহান—আসিয়াছ, বৎস!
ব'স হেথা;
কহ শুনি রাজ্যের বারতা।
অহো!
আজীবন যেই কার্য্য করিতে সাধন
করিনু যতন,
এ জীবনে তাহা হ'লনা পূরণ।
ইচ্ছা ছিল মম,—
কান্দাহার করি' পদানত
প্রদানিব ঔরংজেবে।

মগ-দস্যু-গণে দলিয়ে চরণে
শান্তিরাজ্য ব্রহ্মে করিব স্থাপন
রাজপদে করিব বরণ
সুজাবে সেথায়।
করিয়া বিজয় বল্‌ক তুর্কিস্থান
পাঠাইব মোরাদেরে করিতে শাসন
ইচ্ছাছিল মম,—
ভারতেরএকছত্র অধীশ্বর করি'
শিখি-সিংহাসনে,
নির্ব্বিরোধে বসাব তোমায়।
যা'ক বৎস, নাহি প্রয়োজন
উন্মাদ—প্রলাপে আর;
কহ শুনি
সাম্রাজ্যের কিবা সমাচার।

দারা— পিতঃ!
পাছে মনস্তাপে
পীড়া তব হয় বিবর্দ্ধিত,
তাই এতদিন,
করি নাই নিবেদন
সাম্রাজ্যের কোন বার্ত্তা
তব সন্নিধানে।
কিন্তু,

আর নহে বিলম্বে উচিত
জানাতে তোমায়—
যেই ঘোর ষড়যন্ত্র চলিছে চৌদিকে।
অমাত্য সকলে
আর নহে বিশ্বস্ত তেমন।
প্রকাশ্যে মোরাদ
উড়ায়েছে বিদ্রোহ কেতন।
স্বেচ্ছাধীন করিছে বর্দ্ধন
সৈন্য সংখ্যা ঔরংজেব।
প্রধান সচিব ধূর্ত্ত মিরজুম্লা
হয়েছে সহায় তার।

সোলেমান—(প্রবেশ এবং দারা প্রতি)
পিতঃ! গুপ্তচর মুখে
পারিনু জানিতে
মধ্যম পিতৃব্য মম
আসিছেন, আগ্রা আক্রমিতে,
লক্ষ্যাধিক সৈন্য সহ।

দারা— শোন পিতঃ কি কহিছে সোলেমান।

শাহ্জাহান—শুনিয়াছি, শুনিয়াছি, বৎস!
হায়! যেই ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব রুদ্ধ করিবারে
করিলাম আজন্ম প্রয়াস

জীবনের শেষাঙ্কে আমার
বুঝি তার হয় অভিনয়।

জাহ্‌নারা—পিতঃ! কেন এত বিচলিত
এ তুচ্ছ সংবাদে?
দিল্লীশ্বর শা'জাহান,
যবে বিধির কৃপায়
হ'য়ে নিরাময়,
বসিবেন সিংহাসনে,
এ বিদ্রোহ-ভাব হবে অন্তর্ধান,
প্রভাত-কুহেলি যথা অরুণ পরশে।
আশু প্রতিকার হেতু
সামান্য সৈনিক সহ
সোলেমান গতি-রোধ করুক সুজার।

দারা—কি কহিছ জাহানারা!
সামান্য সৈনিক
লক্ষাধিক সৈন্যসনে কেমনে যুঝিবে?

জাহ্‌নারা—যুদ্ধ হেতু নহে এই অভিযান;
শুধু গতিরোধ করিতে সুজার।
(জনান্তিকে—দারার প্রতি)
চিন্তিয়া বিশেষ কর কার্য্য—
না পাইতে
ঔরংজেব মোরাদের বিহিত সংবাদ,

নহে সমীচীন কোন মতে
দূর বঙ্গে হেন কালে
অভিযান বহু সৈন্য সহ।

দারা—প্রথম বিদ্রোহী সুজা হ'লে পরাজিত,
অপর বিদ্রোহিগণ—
ভয়ে নত-শির হইবে আপনি।
হয় যদি পিতার আদেশ
পাঠাইব ভেটিতে সুজায়,
সেনাপতি জয়সিংহে
যথাযোগ্য সৈন্য সহ।

শাজাহান—সম্রাট নন্দন হয়েছে বিদ্রোহী ;—
জয়সিংহ নহে তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।
জয়সিংহ সহকারে
সোলেমানে পাঠা'বে নিশ্চয়।
সোলেমান! প্রাণাধিক, যাও রণে।
কিন্তু, বৎস, রেখো মনে—
সুজা তনয় আমার,
পূজ্য-পাদ পিতৃব্য তোমার।
পিতৃব্য শোণিতে
নাহি যেন হয় তব অসি কলঙ্কিত।
অগ্রে তায় কহিবে বিনয়ে
ফিরে যেতে বিনা রণে আপন সুবায় ;

একান্তই যদি দিতে হয় রণ
কোন মতে অসম্মান তার
নাহি হয় যেন।

সোলেমান—জাঁহাপানা!
যথাসাধ্য আদেশ তোমার
করিব পালন। (প্রস্থান)

শাহজাহান—নির্ব্বাণ, উন্মুখ
আজি মম জীবন প্রদীপ!
দুশ্চিন্তার ভার
পারিব না আর করিতে বহন!
বৎস! যাও, ব'স গিয়া সিংহাসনে।
ধর এই রাজ-দণ্ড।
কিন্তু মনে রেখো কি দিয়ে গঠিত ইহা।
প্রেম-প্রীতি ভক্তি করি' আহরণ
প্রকৃতি পুঞ্জের হৃদি স্থল হ'তে
ন্যায়ের সলিলে মথি'
করেছি গঠন ইহা,
রেখেছি উজ্জ্বল
কঠোর কর্ত্তব্যে সদা করিয়ে মার্জ্জিত।
জানি আমি
বিলাস পঙ্কিলে
হবে না মলিন ইহা তব করে।

(স্বগতঃ)

মুক্ত ! মুক্ত আজি আমি !

যৌবনের উদ্দাম বাসনা

চূর্ণ আজি বার্দ্ধক্যের অমোঘ সঙ্ঘাতে

পিতার বিরুদ্ধে করি শির উত্তোলন

আসমুদ্র হিমাচল করি' আলোড়ন,

করেছি গ্রহণ যেই রাজদণ্ড

তৃণখণ্ড সম তাহা করিনু নিক্ষেপ

স্বেচ্ছাধীন আজ !

অদ্ভুত ! অদ্ভুত হায় !

যৌবনের উন্মাদ তাড়না !!

দারা—পিতঃ ! নত শিরে

দান তব করিনু গ্রহণ

কিন্তু রাখিব গোপন

যতদিন ভ্রাতৃবৃন্দ মোর

বশ্যতা আমার না করে স্বীকার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দাক্ষিণাত্য—আওরংজেবের কক্ষ

ঔরংজেব—নাহি জানি, কোন দোষে,
পিতৃ-পাশে দোষী আমি!
যেই দিন হ'তে,
জ্ঞানের সঞ্চার হ'য়েছে আমার,
পিত্রাদেশ কদাচন করিনি লঙ্ঘন।
কঠিন কঠোর-তম যে আজ্ঞা যখন,
করেছি পালন,
অম্লান বদনে আমি।
প্রাণের মমতা ত্যজি'
করেছি গমন কান্দাহার অভিযানে;—
পিত্রাদেশ শুধু করিতে পালন।
করিয়া জীবন পণ
করেছি বিজয় বল্‌ক তুর্কিস্থান।
কোন মতে প্রাণ ল'য়ে যেই
আসিনু ফিরিয়ে,
অমনি আদেশ—"যাও দাক্ষিণাত্যে"!
হায়! যেথা প্রাণ ল'য়ে খেলা,
মরণের বিভীষিকা যথা,

"ঔরংজেব যাও তথা !"
হেথা দারাসেকো,—
সম্রাটের স্নেহের নন্দন,
লোলুপ নয়নে,
চাহি সিংহাসন পানে,
রয়েছে বসিয়ে
পিতৃ-স্নেহ-স্নিগ্ধ-ছায়াতলে !
শুধু মম বাহু বলে,
সাম্রাজ্যের সীমা আজি বর্দ্ধিত দ্বিগুণ ;-
সদা পাই তার প্রতিদান
তীব্র তিরস্কার পূর্ণ সুদীর্ঘ ফর্‌মান !
মনে পড়ে যেই
পিতার সে পুরস্কার দান,
ঘৃণা আসে জীবনে আমাব !
হায় ! সোলেমান !
সামান্য বালক আজিও সে ;—
তার তরে স্বর্ণ-সিংহাসন !
সামান্য ভিক্ষুক সম
তুচ্ছ অর্থ-দানে তুষ্ট করি,
পিতা মোরে করিল বিদায়।
পিতার এ ব্যবহার করিলে স্মরণ,
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে ত্যজি' পিতৃ-রাজ্য
চ'লে যাই দেশান্তর।

বেগম—(প্রবেশ) প্রাণেশ্বর! শুনি লোক-মুখে
যাবে না কি তুমি
পুণ্য মক্কা-ভূমি করিতে দর্শন ?
ঔরং—নহে দরশন হেতু ;
হতেছে বাসনা,—করিতে সেথায়
চিরতরে বসতি স্থাপন।
বেগম—বুঝিতে না পারি
অসময়,
কেন হেন বৈরাগ্য উদয়!
ঔরং—নহে ত স্বেচ্ছায়!
হের, প্রিয়ে, কোথা কান্দাহার,
কোথা বল্ক, কোথা তুর্কিস্থান,
কোথা এই দাক্ষিণাত্য!
মরণ-বাগুরা যথা রয়েছে বিস্তৃত
পিত্রাদেশে সদা
উল্কা সম, সেথা আমি করি ছুটা ছুটি!
নিগূঢ় উদ্দেশ্য এক
উপ্ত আছে ইহার ভিতরে।
নিষ্কণ্টক করিবারে দিল্লী সিংহাসন
দারাসেকো তরে,
কৌশলে চাহেন পিতা বিনাশ আমার।
যে পিতার হেন মনোভাব,

তাঁর রাজ্যে বাস,—
ফাঁসি-পাশ গলে পরি' খেলার সমান।
বিশেষতঃ,
দারাসেকো সিংহাসনে বসিবে যে দিন,
মম মর্ত্ত-বাস অবসান
সে দিন নিশ্চয়।

বেগম—প্রেমময়! যে মস্তকে রাজনীতি
অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে করিছে বসতি
শুধু বিভু-স্তুতি
তার তরে কভু না সম্ভবে।
যেই করে খেলে অসি,
ত্রিভুবন-ত্রাস করিয়া সৃজন
শুধু জপ-মালা সেথা শোভে কি কখন
তেঁই নাথ,
রাজ-নীতি করিয়া সম্বল
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কর ভারত মাঝার।
অত্যাচার অবিচার
নাশ, নাথ, অসির সজ্ঘাতে।
ইস্‌লামের শিক্ষা নাথ ভুলিছ কেমন ?
তব ধর্ম্মে বৈরাগ্যের স্থান—
অতি নিম্ন-স্তরে।

(প্রস্থান)

ঔরংজেব—(স্বগত)

রমণীর বাণী,
উদ্ভাসিত করি' এক নবীন আলোক—
নব পন্থা করিছে নির্দ্দেশ!
সিংহাসন যোগ্য জন তরে;
জন্মগত অধিকার সেথা
ইস্‌লামের নহে নিরূপিত।
ধর্ম্মহীন দারাসেকো
সিংহাসনে হ'লে প্রতিষ্ঠিত,
ইস্‌লামের জ্যোতিঃ চিরতরে
হবে নির্ব্বাপিত হিন্দুস্থানে।
পিতা যদি হ'য়ে থাকে বিগত জীবন
যোগ্যতার নির্ব্বাচন
হ'ক তবে সম্মুখ সমরে।

পত্র বাহক—(প্রবেশ)

শাহাজাদা! বহু চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু জনাবের আদেশ মত স্বচক্ষে সম্রাটের চরণ-দর্শন কর্‌তে পার্‌লেম না। অবশেষে যুবরাজের শরণাপন্ন হলেম এবং কাতরে সম্রাট চরণ-দর্শন প্রার্থনা কর্‌লেম; কিন্তু যেই তিনি জান্‌তে পার্‌লেন আমি দাক্ষিণাত্য হ'তে গিয়াছি অম্‌নি আমাকে আগ্রা পরিত্যাগ কর্‌তে আদেশ

দিলেন। অগত্যা চ'লে আস্‌তে হল। আগ্রাতে যেরূপ কড়া পাহ্‌ড়ার ব্যবস্থা হয়েছে তা'তে সত্য নির্ণয় করবার উপায় নেই। কেও বলে সম্রাট সুস্থ হচ্ছেন; কেও আবার কাণাকাণি করে বলে সম্রাট আর জীবিত নেই। তবে আমার বিশ্বাস হল সম্রাট জিন্নত বাসীই হ'য়েছেন। জনাবের পত্রের উত্তর বহু কষ্টে আন্‌তে পেরেছি।

ঔরং—

দেহ লিপি;

বারান্তরে ভেটিবে আমায়।

(অভিবাদন করিয়া পত্র-বাহকের প্রস্থান)

ঔরং—(পত্র পাঠ করিয়া)

সত্যই কি পিতা মম বিগত জীবন?

দিল্লী সিংহাসন

সত্যই কি দারাসেকো ক'রেছে গ্রহণ?

এ রহস্য উদ্‌ঘাটন

কিসে হবে বুঝিতে না পারি।

যা'ক, যা হবার হবে;

অযথা চিন্তায় নাহি প্রয়োজন।

পিতৃ-দরশন তরে,

আগ্রা-অভিমুখে হব আগুয়ান;

দুশ্চিন্তার হ'ক অবসান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ পথ

শাহবেজ—(রাস্তায় যাইতে যাইতে স্বগতঃ)
বুদ্ধিতো একটা ঠিক কর্‌লেম কিন্তু শেষটায় যদি টের পায় তবে তো গিয়েছি—আর টেরই বা কিসে পাবে? সাহস না কর্‌লে, বিপদ হবে ভেবে চুপ ক'রে বসে থাক্‌লে দুনিয়ায় কোন একটা বড় কাজই হয় না—

কুতুব— (প্রবেশ) কি হে ভায়া! মনটা এত ভার ক'রে মাটির দিকে চাইতে চাইতে কোথায় চলেছ বল দেখি?

শাহবেজ— এঁ্যা—ও কুতুব—বলি তুমি কোথায় চলেছ বল দেখি?

কুতুব— শাহাজাদা তলব দিয়েছে যে—

শাহবেজ— আমাকেও যে ডেকে পাঠিয়েছে।

কুতুব— তোমাকেও ডেকেছে নাকি? তা' এমন অসময়ে আমাদের ডাকিয়ে পাঠালে ক্যান বল দেখি?

শাহবেজ— আর কি জন্য ডাক্‌বে, তখ্‌তে তাউস কি ক'রে দখল করা যায় তারই একটা পরামর্শ কর্‌বে আর কি।

কুতুব— যদি তাই হয় তবে কি পরামর্শ দেবে?

শাহবেজ— কি পরামর্শই ব। দেই—বেটা ন'কে খাঁর যন্ত্রণায় কোনটাতেই যে বড় সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে। সম্রাট পীড়িত হয়েছেন শুনে যেই শাহজাদাকে একটু তাল দিলেম যে শাহজাদাই সম্রাট হবার উপযুক্ত অম্‌নি বেটার কি তীব্র ভ্রুকুটি !

কুতুব— বাস্তবিক, ভাই, শাহাজাদা মোরাদকে যদি একবার দিল্লীর সম্রাট কর্‌তে পার্‌তেম তা' হ'লে আর আমাদের পায় কে! আচ্ছা ন'কে বেটাকে একবার কোন প্রকারে সরিয়ে দেওয়া যায় না? (কিঞ্চিত চিন্তার পর) আচ্ছা শাহাজাদা তো সম্রাট হতে বেশ ইচ্ছুক হয়েছেন; এখন এই গুজরাটে এই ন'কে বেটাই তাঁর একমাত্র অন্তরায়, আর এ বেটা দারার পৃষ্ঠ পোষক এই টুকু যদি শাহাজাদা প্রমাণ পায় তবে সে বেটা নিশ্চয়ই একটা হেস্ত নেস্ত'র মধ্যে পড়বে ; কেমন নয় ?

শাহবেজ— তা তো পড়তে পারে—কিন্তু কি করে তা' করা যায় ?

কুতুব— আরে উপায় আছে—উপায় আছে। (এদিকে ওদিকে চাহিয়া) শোন না—তোমার কাণটা একটু এগুয়ে নিয়ে এস—শোন। (কাণে

কাণে কথন)। ঐ খোজা বেটাকে বাধ্য করতে পারলেই হয়।

শাহবেজ— খোজা বেটা কে বাধ্য করতে পারবো তবে লিখবে কে?

কুতুব— আঃ, তা কি আর বাঁকি আছে! এই দেখনা (একখানা পত্র প্রদর্শন)

শাহবেজ— (পত্র দেখিতে দেখিতে) তা' দেখছি তুমি আগে থেকে তৈয়ার হয়ে এসেছ। হাঁ' দস্তখত টা ঐ বেটার মতই হয়েছে বটে। কিন্তু ভাই খুব সাবধান!

কুতুব— সাবধান বলতে সাবধান! যদি কোন ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে তো বুঝতেই পারছ পরিণামটা কি হবে।

শাহ— তা'হলে কাজ সুরু করতে হয়। কেমন?

কুতুব— যখন এতদূর অগ্রসর হয়েছি তখন আর দেরি করলে সব নষ্ট হতে পারে।

শাহ— তবে চল—দরবার শেষ করে এসেই খোজা বেটার পিছে লাগা যাক,.এখন চল।

চতুর্থ দৃশ্য

মোরাদের দরবার গৃহ

(মোরাদ, নকি খাঁ, শাহবেজ, কুতুব উদ্দিন)

মোরাদ— নকি খান!
হের এ ফর্‌মান্।
দারাসেকো বাতুল অগ্রজ মম,
করেছে আদেশ,
ত্যজিয়ে গুজরাট
যাব আমি বেরার সুবাতে।
যেন আজ্ঞাধীন ভৃত্য আমি তার!

নকিখাঁ— শাহাজাদা!
হের তব পিতার স্বাক্ষর
রয়েছে ফর্‌মানে!

মোরাদ— মূর্খ তুমি!
দারার চাতুরী তাই বুঝিবে কেমনে!
পিতা মম স্বর্গ হ'তে
করেছে কি স্বাক্ষর ফর্‌মানে?
আছে যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান,

হেরি এ ফর্ম্মাণ
বুঝিবে নিশ্চয়
পিতা মম নাহিক ধরায় !
পিতার মরণ বার্ত্তা করিয়ে গোপন
সিংহাসনে আরোহণ
ধূর্ত্ত দারাসেকো
এতদিনে করেছে নিশ্চয় ।
আমিও সম্রাট নন্দন ;—
সিংহাসনে সম অধিকার
রয়েছে আমার ।
আর নহে ; শুন শাহবেজ,
আজ হ'তে
অর্থ আহরণে
সর্ব্বশক্তি করহ নিয়োগ
কুতুবুদ্দিন !
সেনাবল করহ বর্দ্ধন ।
সিংহাসন করিব গ্রহণ
ছিন্ন করি' দারার চাতুরী-জাল
বাহু-বলে ।
নকিখান !
রাজকোষে অর্থ-সংখ্যা
করিয়ে নির্ণয়

অবিলম্বে জানাও আমায়

নকি—যথা আজ্ঞা, শাহাজাদা।

(প্রস্থান)

কুতুব—অর্থাভাব হয় যদি দূর
অধম কুতুব ভাবেনা কখনো
সেনাবল করিতে বর্দ্ধন।
বিশেষতঃ,
সিংহাসন করিতে গ্রহণ
সেনাবল যদি চাহে করিতে সংগ্রহ
শাহজাদা হেন দানবীর,
সারা হিন্দুস্থান
হবে উৎকণ্ঠিত লভিতে আশ্রয়
শা'জাদা পতাকা-তলে।
বাস্তবিক, শাহ্‌বেজ!
সম্রাট-নন্দন মাঝে
শা'জাদাই যোগ্যতম
সিংহাসনে করিতে বরণ।
হের কি সুন্দর দেহের গঠন;
বিধি যেন
শিখি-সিংহাসন তরে করেছে সৃজন।
দানে মুক্ত হস্ত,
উদার হৃদয়

হেন গুণগ্রাহী-রসময়
ভুবনে বিরল।
পক্ষান্তরে, রণক্ষেত্রে
ভীমবাহু সেনানী যেমন,
দুর্জ্জয় সাহসী সুচতুর সেনাপতি
তেমতি আবার।
শা'জাদা সমান
সর্ব্বগুণময় পুরুষ প্রধান
মম চক্ষে পড়েনি কখনো।
শাহাজাদা!
অর্থহেতু ভাবিবার নাহি প্রয়োজন।
পাই যদি তব অনুমতি,
মালব-প্রদেশ করিয়ে লুণ্ঠন
অচিরে করিতে পারি পূর্ণ রাজকোষ
রজত কাঞ্চনে।
মম ইচ্ছামত অর্থদানে,
বাধ্য হবে ধনাঢ্য বণিককুল
সুরত বন্দর যদি করি অবরোধ।
মোরাদ—আমি চাহি অর্থ, চাহি সেনাবল ;
ন্যায়ান্যায় বিচারের নাই অবসর।
আজ্ঞামতে কার্য্য-ক্ষেত্রে হও অগ্রসর।
(শাহবেজ ও কুতুবের প্রস্থান)

নর্ত্তকিগণ—(প্রবেশ)

গান

শাহাজাদা বাদশা হবে লো।
দিল্লী আগ্রার বিলাস-ভবন মোদের হবে লো
আমরা সই রূপের হুর
রঙ্গ মহল হবে ভরপুর
ঝুমুর ঝুমুর বাজ্‌বে নূপুর দিবানিশী লো।
লাল সিরাজি ভারে ভার
সিরাজ হ'তে আস্‌বে আবার
শা'জাদার হবে বাহার (মোরা) প্রসাদ পাব লো।

(২য় গান)

ভাবনা কি হেন ভাব প্রাণধন
বল সখা বল খুলে—
লোলুপ নয়ন পিয়াসা জ্ঞাপন
কেন গো গিয়েছে ভুলে।
চুম্বন-ব্যাকুল ওষ্ঠ মরি
নীরব নীরস যে নেহারি
হৃদয় মোদের জ্বলে—
মরি পরাণ গলে ॥

মোরাদ—সখিগণ !
রাজকীয় এক নিগূঢ় চিন্তায়
হয়েছি বিমনা আমি।

নৃত্য-গীতে তাই আজ
মম চিত্ত বিনোদন হলনা সাধন।
হের অই নিশা অবসান প্রায়
যাও সবে বিশ্রাম আলয়।
উষা সমীরণ করিতে সেবন
যাই আমি প্রমোদ-উদ্যানে।

পঞ্চম দৃশ্য

বিহার—সুজার শিবির।

(সুজা ও তাঁহার সেনাপতি সৈয়দ খান)

সুজা—সেনাপতি ! বুঝেছি নিশ্চয়,
পিতা মম নাহিক ধরায়।
সিংহাসনে আপনারে
করিবারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত,
হের এই জাল-লিপি
পাঠায়েছে অগ্রজ আমার
পিতার মরণ-বার্ত্তা করিয়ে গোপন।

সেনাপতি—শাহাজাদা !
তব অনুমান নহে অযৌক্তিক।
হের সোলেমান
নহে তত যুদ্ধ অভিলাষী।
ইচ্ছা তার ফিরাতে তোমায়
বঙ্গদেশে বিনা রণে।

গোলাম—(প্রবেশ)
জাহাপানা !
প্রস্তুত নর্ত্তকিগণ।

সুজা— প্রের ত্বরা-; আদেশের কোন প্রয়োজন।

নর্ত্তকিগণ— (গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গান।

আজি, ফেলেছি ভূষণ খুলিয়া
আজি ফেলেছি ভূষণ খুলিয়া।
নাগরের সনে আসিয়াছি রণে
সমর সাজেতে সাজিয়া
(ওগো) চাচর চিকুর তুলিয়া।
চরণে নূপুর বাজে ঘুর্ ঘুর্
সমর বাজনা জিনিয়া।
নিতম্ব বিশাল দুরভেদ্য ঢাল
রেখেছি কটিতে বাধিয়া
অধরের হাসি সুধা মাখা অসি
এনেছি বিশেষ শানিয়া।
কামানের গুলি বাঁধিয়ে কাঁচলী
গোপনে দিয়েছি রাখিয়া।
সম্মোহন বাণ হানিবে নয়ান
সময়ে সুযোগ বুঝিয়া।
নৃপতি মর্দ্দিনী আমরা স্বজনী
আমাদের সনে কে আছে ভুবনে
উঠিবে সমরে আটিয়া॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

গুজরাট—প্রমোদ উদ্যান।

(মোরাদ)

মোরাদ— অসম সাহসে করিয়ে নির্ভর,
একা আমি হব অগ্রসর ;
কিংবা ঔরংজেব-উপদেশ মতে,
উভয়ে মিলিয়া
দারারে নির্ম্মূল করি'
সাম্রাজ্য লইব মোরা বণ্টন করিয়া।
বুঝিতে না পারি,
কোন্ পথে হব অগ্রসর।
কেন্দ্র শক্তি নহে নিতান্ত দুর্ব্বল!
মম অর্থ বল, সেনাবল
হবে কি প্রচুর
যুঝিবারে কেন্দ্র-শক্তি-সনে ?
না, না, ঔরংজেব, আমি ;—
উভয়ের মিলিত বাহিনী
কেন্দ্র-শক্তি করিলে বিধ্বস্ত,
সুযোগ বুঝিয়া
ফুৎকারেতে ঔরংজেবে দিব উড়াইয়া।
একে একে শত্রু-নাশ হবে সমীচীন।

উদ্দেশ্য করিতে সিদ্ধ
ঔরংজেব-সনে অচিরে মিলিব আমি।

(একজন খোজাকে ধৃত অবস্থায় দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্রহরী—জাহাঁপনা! এই ব্যক্তি একখানা পত্র নিয়ে আজ শেষ রাত্রে চোরের মত রাজধানী অভিমুখে যাচ্ছিল। আম্‌রা সন্দেহ করে তা'কে ধরেছি।

২য় প্রহরী—ব্যাটা পত্র কি দেয়? জোর করে কেড়ে নিয়েছি। এই সে পত্র।

(মোরাদকে পত্র প্রদান)

মোরাদ—কে তো'কে এই পত্র দিয়েছিল?

পত্র বাহক—হুজুর! নকি খাঁ, হুজুর! আমার কাছ থেকে তারা পত্র কেড়ে নিয়েছে হুজুর! হুজুরের পত্র, হুজুর। আমি খুব সাবধানে নিয়ে যাচ্ছিলেম, হুজুর। বরাবর যেম্‌নি দিয়েছি, হুজুর, তেম্‌নি হুজুর আমি সোজা গিয়ে দিতেম হুজুর—আমি কোন দিনও হুজুর কাউকেও পত্র দেখাই নেই হুজুর—তারা পত্র কেড়ে নিয়েছে হুজুর।

মোরাদ—বরাবর কা'কে পত্র দিস্‌?

পত্রবাহক—হুজুরের যেম্‌নি আদেশ, হুজুর! যুবরাজ দারা সেকোকে হুজুর।

মোরাদ—আমি তো'কে কবে আদেশ দিয়েছি।

পত্রবাহক—না, হুজুর, হুজুরের আদেশ হুজুর!
মকি খাঁর মুখে শুনেছি হুজুর।

মোরাদ—আচ্ছা, তুই কতবার পত্র নিয়ে গিয়েছিস্?

পত্রবাহক—মনে নাই হুজুর। যতবার নিয়ে গিয়েছি তত্তবার ভুলে গিয়েছি হুজুর।

মোরাদ—তবু'ও আন্দাজ?

পত্রবাহক—আন্দাজ,—হুজুর, আন্দাজ আমার নাই হুজুর!

মোরাদ—সত্য কথা বল—নইলে এখনই গর্দ্দান যাবে।

পত্রবাহক—(নিজ গর্দ্দান দুই হাতে ধরিয়া) গর্দ্দান! না হুজুর ৩ বার হুজুর না, ৪ বার, না না ১০ দশ বার হুজুর।

মোরাদ—(পত্র পাঠ)

"শাহান্‌শাহ্ সম্রাট দারা সেকো
বাহাদুর,

জাহাঁপনা! সুবার অবস্থা ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছি। সম্প্রতি শাহাজাদা মোরাদ বক্‌স অতি সত্বর দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্যবল ও অর্থবল সংগ্রহ করিতেছেন। এখানে যে সৈন্য আছে তাহা জাহাঁপানার অনুগত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। হুজুরে নিবেদন। ইতি—

খাকছার বান্দা
নকী খাঁ।

মোরাদ—আরে ! আরে ! নরাধম, বিশ্বাস ঘাতক !
এতদিন তোরে,
ধর্ম্ম-ভীরু, কর্ত্তব্য-কঠোর জ্ঞানে,
করেছি মার্জ্জনা !
আজ তোর ঘৃণিত স্বরূপ
হয়েছে প্রকাশ !
(২য় প্রহরীর প্রতি) যাও ত্বরা,
কহ নকি খানে—আদেশ আমার
এই দণ্ডে হেথা প্রমোদ উদ্যানে
মম সনে ভেটিবে নিশ্চয়।

(২য় প্রহরীর প্রস্থান ও নকি খাঁ সহ পুনঃ প্রবেশ)

নকি খান ! কহ শুনি,
কোন্ শাস্তি সমুচিত
প্রভু-দোহী বিশ্বাসঘাতক যেই
হয় প্রতিপন্ন প্রভু সন্নিধানে ?

নকি— মৃত্যু-দণ্ড সমুচিত তার প্রতি
ন্যায়ের বিধানে।

মোরাদ—নরাধম ! বিশ্বাস ঘাতক !
কহ এই লিপিকা কাহার ?

(পত্র প্রদর্শন)

নকি— শাহাজাদা !

বুঝিলে না আজো তুমি
কেবা তব হিতাকাঙ্ক্ষী,
বৈরী কে বা তব।
স্বার্থান্বেষী নীচাশয়গণ
ভুলায়ে অসার চাটুবাক্যে
যে বিপদে ফেলিছে তোমায়
অচিরে বুঝিবে
ফল তার কিবা বিষময়।

মোরাদ—হারে! দুরাচার।
মম হিত করিতে সাধন
দারা সনে করিছ গোপনে
হেন পত্র ব্যবহার?
মরণ মঙ্গল তোর!
তোরই ব্যবস্থা মতে
মর তবে ঘৃণিত পামর!!

(নকি খাঁকে বর্শাঘাত ও তাহার পতন)

নকি— ওহো! প্রাণ যায়!
শাহাজাদা! নির্ব্বোধ বাতুল!
বিনা দোষে প্রাণ মোর করিলে হরণ!
কুহেলিকা লিপিকার
ব্যক্ত করিবার
অবসর দিলে না আমায়।

শঠের ছলনে মোহ মুগ্ধ হ'য়ে
রচিছ সম্মুখে তুমি রম্য-উপবন
কিন্তু দেখিছ না ফিরে
হাসে তব পশ্চাতে শমন।
কর্ম্ম-জীবনে আমার--
একমাত্র আছিল সাধনা
কিসে হবে মঙ্গল তোমার।
মূর্খতুমি—বুঝিলে না, চিনিলে না মোরে!
স্বার্থপর নীচমনা, পাপাশয়গণ
স্নুবর্ণে রঞ্জিয়া,
হলাহল ধরিছে সম্মুখে,
অজ্ঞান শিশুটি সম
পান তুমি করিছ আনন্দে ;—
সুস্নিগ্ধ শরবত জ্ঞানে!
নহে দিন দূর!
বুঝিবে বর্ব্বর!
কালকুট প্রতিক্রিয়া কত ভয়ঙ্কর।
অবিচারে প্রাণ মোর করিলে হরণ ;
রাখিও স্মরণ
বিচারক আছে একজন!
"মজলুমের" দীর্ঘ-শ্বাস
মিশে না পবনে তার

যাবত না হয় পূত
জালেমের বক্ষের শোনিতে।
মৃত্যু কালে কহি—
লিখি নাই হেন পত্র দারার সমীপে।
দৃষ্টি হীন তুমি ;—
নাকরি' বিচার—
হত্যা মোর করিলে সাধন।
অবিচারে! অবিচারে!!
বিভোঃ দয়াময়! হাকিম!!!

ফকির—(প্রবেশ) গান।

অবিচারে কত মরে কে করে তার ঠিকানা
বড়র বিচার ছোটর উপর—এই দেখ তার নমুনা।
যতই তোষ বড়র মন পানের থেকে খস্‌লে চুন,
নাই কো কভু মার্জ্জনা।
ছোটর রস চুসে খেয়ে, বড় বসে বড় হয়ে,
পেট্‌টা করি' ঢাকের পানা।
পশুরাজের জোটে গ্রাস, মৃগ বেটার সর্ব্বনাশ,
শশকে তার পেট ভরে না।
পাখী ভায়া ছোব্‌ল দিয়ে, ফরিং টারে পায়ে নিয়ে
গাছে গিয়ে ঝাড়ে ডানা।
জলের তলে চুণ পুটী বোয়াল ভায়া খাচ্ছে লুটি
চুপি চুপি কেও দেখে না।
ছুনিয়ার এই তো হাল্ দেখে শুনে হও সামাল
বড়র কাছে কেও থেকো না।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য

বিহার—সোলেমানের শিবির।

(সোলেমান।)

সোলেমান—সমাগত নিশা!

নিদ্রামগ্ন সেনাপুঞ্জ মম
নিশ্চিন্তে শিবিরে।
কিন্তু,
গুরুভার মস্তকে আমার!
কালি হবে রণ—
আজি এ নিশীথে
সুপ্তি নহে আমার কারণ।
পিতৃব্য-সদনে বিনয় বচনে
নিবেদিয়া সম্রাট আদেশ
করিয়াছি সম্পাদন কর্ত্তব্য আমার।
কিন্তু নিষ্ফল হয়েছে সব।
এবে রণ বিনা নাহি গত্যন্তর।

বাকি খাঁ—(প্রবেশ) কুমার!

কুরহ প্রস্তুত
সেনা বৃন্দ তব,

আক্রমিতে অবিলম্বে অরাতি-বাহিনী।
নৃত্য-গীতে কাটাইয়ে সারাটি রজনী
সবে পড়েছে ঢলিয়ে
শা' সুজা আপনি মদালসে।
বিশৃঙ্খল বাহিনী তাহার
রয়েছে এখন।
কর আক্রমণ
শক্র-পক্ষ এবে ভীম বেগে।
অন্যথায় রণজয় হবে না সম্ভব।

সোলেমান—বাকিখান!
এত নহে কভু বীর ধর্ম্ম;—
অতর্কিতে আক্রমিতে শত্রু সেনা!

বাকিখান—কুমার!
ক'রোনা দ্বিরুক্তি!
আত্ম-দ্রোহী পিতৃদ্রোহী যেই জন,
কোন্ প্রয়োজন
তার সনে বীর-ধর্ম্ম করিতে পালন।
ধর উপদেশ মম;
অন্যথায়,
পরাজয় তব সুনিশ্চয়।
করহ স্মরণ গত রণে;—
কি গর্জ্জনে দেগেছে কামান

শত্রু ব্যূহ হ'তে।
বঙ্গ-বীরগণে
কি অব্যর্থ সন্ধানে ছাড়িয়াছে তীর।
কুমার !
একবার হারালে সুযোগ,
আসিবেনা আর।

সোলেমান—এ যে সমস্যা মহান
সমাধান কিবা করি !
চল জয়সিংহ পাশে,
সুধাইব তারে,—অভিমত কিবা তার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিহার প্রদেশ—সুজার শিবির।

(সুজা শায়িত—রণবাদ্য শ্রবণে জাগরণ।)

সুজা— অকস্মাৎ কেন বাজে সমর-দামামা
শিবির চৌদিকে মম !
বিশৃঙ্খল কেন সেনাবৃন্দ
ছুটিছে চৌদিকে।
এ কি ! এ যে শত্রু-সেনা !

আরে ! আরে। সোলেমান ! ভীরু কাপুরুষ !
তস্কর সমান
আক্রমণ করিয়াছ বাহিনী আমার ?
রহ, প্রতিফল তার
দিব সমুচিত।
(প্রস্থান এবং অস্ত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ এবং
পলায়িত সেনার গতিরোধ করিয়া)
কোথা যাও ; তিষ্ঠ ক্ষণকাল ;
অবশ্য জিনিব রণ ;
শত্রুগণ জয়-আশে হইয়ে নিরাশ
হীন দস্যুর সমান
করিয়াছে আক্রমণ নিশীযোগে।
বীরগণ ! বারেক দাঁড়াও ফিরে’
দেখাও অরাতি কুলে
ভীরু নহে বঙ্গের সন্তান।
বিনা রণে যদি কর পৃষ্ঠ-প্রদর্শন,
হে বীরেন্দ্রগণ !
বল, কেমনে দেখাবে মুখ স্বজন-সদন।
বারেক দাঁড়াও ফিরে পশ্চাতে আমার।
অচিরে তাড়াব দূরে
দস্যু অরিকুলে, ভীম প্রহারণে।
(সসৈন্যে সোলেমানের প্রবেশ)

সোলেমান। মূঢ়, লজ্জাহীন,
লজ্জা নাহি হ'ল তোর,
পরি যুদ্ধ-সজ্জা,—বীরের বাঞ্ছিত বেশ,
ঘৃণ্য তস্কর সমান,
অন্ধকারে ঢাকি তনু
পশিতে শিবিরে মোর ?

সোলেমান—তাতঃ! রণ ক্ষেত্র নহে বিলাস-মন্দির।
নৃত্য-গীতে যার হেন অভিরুচি,
সমর-বাসনা তার শোভা নাহি পায়।
আসিয়াছ সমর-প্রান্তরে,
রণ অভিলাষে;
নিশারণে তবে কেন এত ভীত ?
বিশেষতঃ তুমি পিতৃ-দ্রোহী,
নিশারণ নহে হেয় পিতৃ-দ্রোহ হ'তে।
তাতঃ! পুনঃ কহি শুন;—
তব পিতার আদেশ—
ফিরে যাও আপন সুবায়;—
অন্যথায় দেহ রণ।

সুজা—আরে! আরে! বাচাল বালক!
রণসাধ মিটাব তোমার;—
ধর অস্ত্র, মূঢ়মতি!

(যুদ্ধ করিতে সুজার ভূমীতে পতন ও পলায়ন।)

তৃতীয় দৃশ্য

ধর্ম্মত সমর ক্ষেত্রে যশোবন্ত সিংহের শিবির

(ঔরংজেব ও যশোবন্ত)

ঔরংজেব—মহারাজ !

পিতৃ-দরশন আশে মম আগমন।

পিতা মম অন্তিম শয্যায়,

পিতার চরণে নিতে অন্তিম বিদায়

যাব আমি আগরা নগরী।

হেন শুভ কার্য্যে, মহারাজ,

বাধা কেন দিতেছ আমায়।

যশোবন্ত—পিতৃ-দরশন যদি অভিপ্রায়,

সেনাবল এত

সঙ্গে তব কেন, শাহাজাদা ?

ঔরং—বাহুবল করিতে প্রয়োগ,

পুণ্য ব্রতে মম

যদি কেহ হয় অন্তরায়।

যশোবন্ত—শুন, শাহাজাদা !

কহি পুন সম্রাট আদেশে—

ফিরে যাও আপন প্রদেশে,

অন্যথায়,

বিদ্রোহী কুমার বলি' গণ্য হবে তুমি।
আমি রাজ-সেনাপতি ;
বিদ্রোহী দমনে কভু হব না বিমুখ।

ঔরংজেব—নিতান্তই তবে দিতে হবে রণ ?
হবে না পূরণ
পিতৃ-দরশন আশা মম
বিনা রণে ?
শুন, মহারাজ !
রণ ভয়ে ভীত নহি আমি।
কিন্তু ভেবে দেখ মনে,—
কোন্ কার্য্য হেতু এই রণ অভিনয় !
হিন্দু তুমি, তব শাস্ত্রে কয়,—
পিতা ধর্ম্ম পিতা কর্ম্ম
পিতার তুষ্টিতে তুষ্ট দেব সমুদয়।
হেন পিতা মম অন্তিম শয্যায়।
অজ্ঞানে চরণে তাঁর
করিয়াছি কত অপরাধ,
জনমের শোধ
ক্ষমা-ভিক্ষা মাগিতে চরণে
আকুল বাসনা প্রাণে,
তাই, মহারাজ ! করি অনুরোধ
পন্থা-রোধ করো না আমার ॥

যশোবন্ত—অযথা প্রলাপ তব না চাহি শুনিতে।
স্পষ্ট কহ, শাহাজাদা,
ফিরে তুমি যাবে কিনা আপন সুধায় ;
কিংবা ফিরাতে তোমায়
সেনা বল হবে প্রয়োজন।

ঔরং—যশোবন্ত সিংহ!
তুমি রাজ সেনাপতি ;
তাই বুঝি বাক্য তব
তপ্ত বালুকা সমান ?
শুন স্পষ্ট তবে ;—
যাব আমি আগরা নগরে ;
ইচ্ছা—পিতৃ-দরশন ;
যদি তব থাকে প্রয়োজন
বাধা তবে করিও প্রদান।

(উভয়ের পৃথক দিকে প্রস্থান)

(দৃশ্য পরিবর্তন)

ঔরংজেব—(পুনঃ প্রবেশ)
উভয় সঙ্কটে নিপতিত আমি আজ।
ফিরে যদি যাই,
ঘৃণাভরে উপহাস করিবে সকলে।
কহিবে হাসিয়া,
যশোবন্ত ভয়ে ভীত ঔরংজেব।

মরণ মঙ্গল ইহা হ'তে !
যুদ্ধ করি' আগ্রামুখে
যদি হই আগুয়ান।
হ'ব প্রতিপন্ন রাজদ্রোহী
পিতৃ সন্নিধান,
পিতা যদি থাকেন জীবিত।
বুঝিতে না পারি—
কোন পন্থা করিব গ্রহণ !

(মোরাদের প্রবেশ)

এস, ভ্রাতঃ, প্রাণাধিক স্নেহের অনুজ।
তব প্রতীক্ষায়—
আছি আমি উদ্‌ভ্রান্তের প্রায়।
"শোকর" সে মহান খোদার,
করুণায় যার
হেন সন্ধিক্ষণে
তব সনে হল সম্মিলন।

মোরাদ—দেব ! দীর্ঘ অদর্শনে,
সহসা সে দিন
প্রাণ মম উঠিল কাঁদিয়া
তব পুণ্য দরশন আশে।
হেন কালে লিপি তব
হস্তগত হইল আমার।

তাই স্মরিতে এসেছি ছুটি'।
কহ, দেব, রাজধানী সমাচার।
পিতা কি মোদের আছেন জীবিত?

ঔরং—কেমনে কহিব ভ্রাতঃ।
আগরার কোন বার্ত্তা নহি অবগত।
তাই সত্যোদ্ধার আশে
চলে ছিনু আগরায়।
কিন্তু, যশোবন্ত সিংহ
রাজ সেনা সহ
পন্থা করি' রোধ রয়েছে দাঁড়ায়ে।
করি অনুনয়
বারবার কহিনু তাহায়
ছেড়ে দিতে পথ মোর।
কিন্তু কোন মতে,
হলনা সম্মত সে দুর্ম্মতি।
এবে কহ শুনি,—কিবা [illegible] তব।
যুদ্ধ করি' যদি হই অগ্রসর
রাজদ্রোহী গণ্য হব [illegible]।
ফিরে যদি যাই
অপমানে, [illegible]
নারিব দেখাতে মুখ [illegible]
সেনানী সৈনিকগণে। [illegible]

মোরাদ—দেব! জানহ নিশ্চয়
পিতা মম নাহিক ধরায়।
রাজধানী-দ্বার
রুদ্ধ তাই আমাদের তরে।
রাজা নাই;—
রাজদ্রোহী তবে কেন হব মোরা।
যুদ্ধ করি' মোরা হব অগ্রসর।
কিন্তু, দেব! কহ শুনি,—
যদি সিংহাসন মোরা করি অধিকার
সাম্রাজ্যের কি ব্যবস্থা করিবে তখন।

ঔরংজেব—সত্য যদি হ'য়ে থাকে
পিতা মম বিগত জীবন,
সত্য যদি সিংহাসন করি অধিকার,
শুন তবে প্রতিজ্ঞা আমার;—
ইস্‌লামের ঘোর শত্রু
কাফের দারারে করি বিতাড়িত
সাম্রাজ্যের সীমা হ'তে
সাম্রাজ্য বাঁটিয়া লব আমরা দুজনে।
সাম্রাজ্য লালসা,
ক'রেনি উদ্বুদ্ধ মোরে এমহা সময়ে।
দারাশেকো হয় যদি ভারত সম্রাট
ইস্‌লাম নির্ম্মূল হবে

হিন্দুস্থানে চিরন্তরে।
তাই মোর এই অভিযান।
শুন হেঁ ধীমান!
ইস্‌লামের ভিত্তি
দৃঢ়তর হয় যদি
তোমা হতে হিন্দুস্থানে
ভারত সাম্রাজ্য—
আনন্দে তুলিয়া দিতে পারি তব করে।

মোরাদ — তবে তাই হবে।
বৃথা কালক্ষয়ে আর নাহি প্রয়োজন।
আগামী প্রত্যূষে
আগ্রামুখে হব আগুয়ান।
যশোবন্ত কত শক্তিমান
বুঝে লব সম্মুখ সমরে।

ঔরং—তাই হ'ক তবে।
এবে,
পরিশ্রান্ত, তুমি ;
চল, ভ্রাতঃ!
বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে তোমার।

চতুর্থ দৃশ্য

আগ্রা—দারার শয়ন কক্ষ।

(নাদিরা।)

নাদিরা— গান

আশার লতা আজি মুকুলিতা
সুখ-মলয়া বহিছে ধীরে।
তবু অদূরে করুণ সুরে
কে গাহে গান দুঃখ তিমিরে॥
পূর্ণ আমার বাসনা-রাজি
সুখের সীমা (হাতে) পেয়েছি আজি ;
তবু কি লাগিয়া অধীর হিয়া
আছে ডুবিয়া বিষাদ-নীরে॥
(দারার—প্রবেশ)
হৃদয় আমার উতলা সিন্ধু
তরঙ্গ-তালে নাচে ক্ষবন্ধ ;
প্রাসাদ-আলো যেন কে নিবা'ল
আঁধার কালো আসে যে ঘিরে॥

দারা—প্রিয়ে!

আমি দিল্লীশ্বর, দিল্লীশ্বরী তুমি ;

এমন সুদিনে,
কেন প্রিয়ে, বিষাদ রাগিনী
গাহিছ বিরলে ?
মনে পড়ে আজো প্রিয়ে,
তব সনে মিলনের প্রথম প্রভাতে
তোমার সে ব্যাকুল বাসনা—
কবে হ'ব দিল্লীশ্বর আমি,
সিংহাসনে বসিব কখন্।
আজি স্বাগত সে শুভদিন ;
তবে কেন প্রিয়ে,
আনন্দ-হিল্লোল
হৃদয় প্লাবয়িা তব
খেলিছেনা নয়নের কোণে ?
প্রেম-আলিঙ্গনে
সাফল্যের সম্ভাষণ
কেন, প্রিয়ে, না কর জ্ঞাপন।
কহ, সুলোচনে, কি বেদনা বিষে
হেন শুভ দিনে তুমি কাতরা এমন।

নাদিরা—নাথ ! এত দিনে বুঝিলাম
সুখ-আশা
শুধু মৃগ-তৃষ্ণা সম
নাচাইছে মূর্খ নরে এ'পার জগতে।

সুখ-সাধ
অবসাদ শুধু করিছে সৃজন।
ভেবেছিনু মনে
যবে তুমি হবে দিল্লীশ্বর
সুখের সর্ব্বোচ্চস্তর হাতে পাব আমি।
কিন্তু নাথ!
এবে দেখি সব বিপরীত!
যুবরাজ আছিলে যখন
সম্রাটের বক্ষতলে বর্ম্মাবৃত পারা
ছিলে নিরাপদে।
আমিও, প্রাণেশ, ছিলাম ঘুমায়ে
তব সোহাগের স্নিগ্ধ ছায়াতলে।
মম হৃদয়-কমলে
দুশ্চিন্তার দুষ্ট-কীট পশেনি তখন।
এবে, নাথ ঘোর ভাবান্তর!
সুপ্তি-ঘোরে কিংবা জাগরণে,
সদা হেরি ভীমা বিভীষিকা!
হৃদয়-কলিকা শুকায় তরাসে!
কভু যেন হেরি;—
উন্মুক্ত প্রান্তরে,
দাঁড়াইয়া আছ তুমি অরাতি মাঝারে,
অরিকুল লক্ষ্য করি বক্ষ তব

তুলিয়াছে ভীম-ভল্ল নাশিতে তোমায়।
পুনঃ কভু হেরি,
কোথা হ'তে আসি
মহাভুজ বৈরী তব এক
কেড়ে ল'য়ে সিংহাসন,
নিষ্কাসিত অসি-করে পশ্চাতে তোমার
হইয়াছে ধাবমান ;
তব লুকাবার স্থান,
আমি যেন না পাই খুঁজিয়ে !
কভু যেন হেরি,
তব ছিন্ন-শির লুটায় ভূতলে।
আতঙ্কে-লুকায়ে মুখ তিতি আঁখি জলে !

দারা—কিছু নয়, প্রিয়ে, কিছুনয়,
অবলা-সুলভ দুর্ব্বলতা বশে
হয়েছ কাতরা হেন।
মম প্রতি আছে তব গভীর প্রণয়
তাই হয় প্রাণে হেন, আশঙ্কা-উদয়।
জান, প্রিয়ে, তুমি
দিল্লীশ্বর সেনা বল অজেয় জগতে।
আফ্‌গান মোগল হিন্দু যত সেনাপতি
বিখ্যাত ভারতে
আজ্ঞাধীন সকলি আমার।

সেনাবল করিতে বর্দ্ধন
রাজকোষ পূর্ণ এবে রজত কাঞ্চনে।
কে আছে ভুবনে
মম সনে বৈরী-ভাব করিবে পোষণ?
ঔরংজেব শা'সুজা মোরাদে
তৃণ-সম গণি আমি।
অচিরে দেখিবে, প্রিয়ে,
নতশিরে আজ্ঞা তারা পালিবে আমার
তেঁই, প্রিয়ে, দূর কর শূন্য অধীরতা।
দিল্লীশ্বরী তুমি,
হেন দুর্ব্বলতা সাজে কি তোমার?

নাদিরা—নাথ!
শত প্রবোধের বাঁধ টুটিয়া অলক্ষ্যে
কি যেন আতঙ্কে প্রাণ উঠে শিহরিয়া
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া!
মনে হয় প্রাসাদ ছাড়িয়া
তোমা সনে থাকি লুকাইয়া
কোন এক বিজন বিপিনে।
নাথ! আজো পড়ে মনে,—
তব সনে গজ-পৃষ্ঠে,
যেই দিন গিয়েছিনু শিকার সন্ধানে
হিমাচল-পাদ-মূলে।

মনে পড়ে সেই কৃষক-দম্পতি গৃহ
গিরি-নির্ঝরিণী কূলে।
বিটপীর স্নিগ্ধ-ছায়াতলে'
বসিয়া দম্পতি
নিরুদ্বেগে প্রেমালাপ করিছে দুজনে।
নাই দেহ-রক্ষী ;
অরাতির অসি
শিরোপরে দোলে না তা'দের।
আমি দিল্লীশ্বরী ;—
কিন্তু হিংসা হয় প্রাণে
তা'দের সে শান্তি-ময় মধুর জীবনে।

দারা—সুধাময়ি !
এত সাধ যদি তব কৃষক-জীবনে
চল যাই প্রমোদ-উদ্যানে
খুলি' মতিহার
ফুল-মালা পরা'ব তোমায়
বসি' বিটপি-ছায়ায়
প্রেমালাপ করিব দুজনে।

(হাত ধরিয়া প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য

ধর্ম্মত সমর ক্ষেত্র

(রণক্ষেত্রের প্রান্ত—কতিপয় রাজপুত সৈন্য ধরাশায়ী এবং যশোবন্ত, ছত্রশাল, মহেশ দাস ও কতিপয় রাজপুত্র সৈন্য দণ্ডায়মান।)

মহেশদাস—সেনাপতি ! কি দেখিছ আর ?

ঐ হের তব সেনা সমুদয়
লুটায় ধরণী তলে
বিজয়-কল্লোলে,
অরাতি-বাহিনী অই
আসিছে ছুটিয়া হের তোমার উদ্দেশে।
হেথা যদি আর তিষ্ঠ ক্ষণকাল
শত্রু-করে বন্দী হবে তুমি,
কিংবা হারাবে জীবন,

যশোবন্ত—সেও ভাল !

পরাজয়-মসী মাখিয়া বদনে
সমর-প্রান্তর আমি ত্যজিব না কভু।

মহেশ—মহারাজ ! ত্যজ বাতুলতা !

ত্যজ রণ-স্থল।
ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বে যদ্যপি মোগল
যায় রসাতল,

ক্ষতি কিবা তাহাতে তোমার ?

মোগলের তরে

তব অমূল্য জীবন

কেন তুমি দিবে বিসর্জ্জন ?

কর ত্বরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন !

দুর্দ্ধর্ষ মোরাদ অই আসিছে-ছুটিয়া।

(যশোবন্ত ও ছত্রশলাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

(বিভিন্ন পথে ঔরংজেব ও মোরাদের প্রবেশ)

মোরাদ—দেব !

জয়লক্ষ্মী আজি অঙ্ক-শয়িনী মোদের।

বিপক্ষ বাহিনী সমূলে বিধ্বস্ত এবে !

হের অই রাজপুত সেনা

ছিন্ন-মূল কদলী কানন প্রায়

লুটায় ভূতলে।

যশোবন্ত করিয়াছে পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

মুহূর্ত্তের ফেরে

বন্দী তারে নারিণু করিতে।

ঔরংজেব—ধন্য তুমি ! ধন্য, ভ্রাতঃ, বীরত্ব তোমার।

বিজয়ের "শোকোরিয়া" করিতে জ্ঞাপন

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম চল করি বিভু-পদে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দেওয়ানী খাস

(শা'জাহান, দারা, আমিন খাঁ, খলিলুল্লা খাঁ।)

শা'জাহান—যশোবন্ত দক্ষ সেনাপতি ;—
কিন্তু অন্তরে অন্তরে করে সে পোষণ
বৈরীভাব ঔরংজেব প্রতি।
নাহি জানি কিবা ঘটে এ সময়ে।
অই যে আসিছে দূত।

(দূতের প্রবেশ)

দারা—কহ, দূত, যুদ্ধ সমাচার।
হয়েছে কি বন্দি ঔরংজেব ?
কিংবা হয়ে পরাজিত
দাক্ষিণাত্যে গিয়েছে ফিরিয়ে ?

দূত—জাহাঁপানা! দুঃসংবাদ অতি!
সেনাপতি যশোবন্ত
হয়ে পরাজিত আসিছে ফিরিয়া।
জয়োল্লাসে আসিছে ছুটিয়া
ঔরংজেব মোরাদের বিপুল বাহিনী
ভীম বেগে আগ্রা অভিমুখে।

দারা—দূত! কহ ত্বরা সত্য তব বাণী ?

কিংবা সুপ্তি ঘোরে হেরি অসার স্বপন,
করিছ বর্ণন যশোবন্ত পরাজয় !

দূত—খোদাবন্দ ! জানহ নিশ্চয়,
ধ্রুব সত্য সন্দেশ আমার।
স্বচক্ষে দেখেছি আমি সে মহা-সমর।
স্বচক্ষে দেখেছি আমি,
অটল অচল সম
রিপক্ষের অনীকিনী আছে দাঁড়াইয়ে ;
সে অচলে করিয়ে আঘাত
সাগর তরঙ্গ পারা সেনা-বৃন্দ তব
নিমেষে বিলীন হায় হতেছে আপনি !
সহসা দেখিনু পুনঃ
ভীম প্রভঞ্জনে যেন হ'য়ে আলোড়িত
সে অচল সচল-মূরতি ধরি'
হ'ল ধাবমান যশোবন্ত পানে
দলিয়া—চরণে
সম্রাট-সেনানী-পুঞ্জ

দারা—ক্ষান্ত হও ; চাহিনা শুনিতে আর।
মন্ত্রিবর !
করহ আহ্বান প্রতি কেন্দ্র হ'তে
সেনাবৃন্দ মম যে আছে যেখানে।
বিরাট বাহিনী এক করহ প্রস্তুত।

দারাসেকো হবে অগ্রসর
সে বাহিনী পুরোভাগে।
প্রতি কেন্দ্রে মহা মন্ত্রে বাজুক দামামা
বিজ্ঞাপিয়া সমূহ সগ্রাম।
ঔরংজেব মোরাদের নাম
ধরা হইতে ফেলিব মুছিয়া।
যশোবন্ত পরাজয়
সহিব না নীরবে নিশ্চয়।

শা'জাহান—স্থির হও, বৎস, স্থির হও,
উত্তেজনা বশে,
আপনারে ফেল না হারায়ে।
কহ, দূত,
কি উদ্দেশ্যে,
যুগল নন্দন মম
আসিছে ছুটিয়া হেথা আগ্রা অভিমুখে

দূত—জাহাঁপানা!
সমরের পূর্ব্ব দিন,
যশোবন্ত সেনা-বাসে আসি ঔরংজেব
কহিল কাতরে,—
"পিতৃ-দরশনে
যাব আমি আগরা নগরে।
বিনা রণে পাই যদি পিতৃ-দরশন,

পিতৃ-পদ করিয়ে চুম্বন
বিনা বাক্য ব্যয়ে
প্রত্যাগত হব আমি আপন সুবায়"।
কিন্তু,
সম্রাটের আজ্ঞা—প্রতিকূলে,
অপারগ যশোবন্ত
সে প্রস্তাব করিতে গ্রহণ ;
তাই দিতে হল রণ।
মম জ্ঞান হয়
সম্রাট-নন্দন দ্বয়
মহা-ভ্রমে হয়েছে পতিত।
ধারণা তা'দের,—
জাহাঁপানা নাহিক জীবিত।
তাই শূন্য সিংহাসন আশে
আসিতেছে তারা আগ্রা অভিমুখে।

শা'জাহান—বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি সব।
বৎস ! কাজ নাই আর যুদ্ধ আয়োজনে ;
একা আমি হয়ে আগুয়ান
বিজয়ী নন্দনে মোর দিব দরশন।
ঔরংজের মোরাদ সদনে
শুক এই বক্ষ মম দিব পাতি।
কহিব হাসিয়া,

শেল ভল্ল বন্দুক কামান,
যত পারে,
হানুক এ বক্ষ পরে।
মানুষ ত তারা পুত্র ত আমার;
লজ্জাবশে নতশির হইবে আপনি।

দারা—অসম্ভব তব বাণী!
রাজশক্তি হইয়াছে পরাজয়,
এহেন সময়;
ক্ষান্ত যদি থাকি আমি নব অভিযানে
রাজশক্তি হীনবল হবে প্রতিপন্ন
অরাতি সদনে।
অতএব পিতা
রাজশক্তি করিয়ে সংহতি
বিদ্রোহ-দমনে মোরে দাও অনুমতি।

শা'জাহান—বৎস! পিতা হয়ে পু'ত্রর নিধনে
পুত্র করে অস্ত্র দিব তুলিয়া কেমনে।
ক্ষান্ত হও, বৎস, পুনঃ অভিযানে।
ভাই'এ ভাই'এ বেঁধেছে বিবাদ;
আমি বিদ্যমান;—
যে উপায়ে পারি আমি দিব মিটাইয়া।

আমিন খাঁ—দিল্লীশ্বর!
রাখ তব পিতার বচন।

বিনা রক্ত পাতে হয় যদি
বিদ্রোহ-দমন
অকারণ অভিযানে
কহ তবে কোন্ প্রয়োজন।

দারা—অযাচিত উপদেশ কে চাহে তোমার ?
জানি আমি,
মম সচিব মাঝারে
অনেকেই গুপ্ত ষড়যন্ত্রে,
লিপ্ত আছে ঔরংজেব সনে।
রণ-বেশে ঔরংজেবে দিতে দরশন
লজ্জা যদি হয় ;
যাও, এই দণ্ডে চ'লে যাও,
ঔরংজেব পদমূলে লহগে আশ্রয়।
ভেবেছ কি মনে,—
অপারগ দারাসেকো সেনা সঞ্চালনে ?
পিতঃ। স্ব ইচ্ছায় তুমি
সিংহাসন করেছ অর্পণ
সগৌরবে সেথা যদি না করি বিরাজ
নীরবে সহিব যদি পরাজয়-লাজ ;
অপমানে,
প্রতিশোধ যদি স্বেচ্ছাধীন
না পারিব করিতে গ্রহণ,

অকারণ—কাষ্ঠ পুত্তলিকা সম,
সিংহাসনে কেন তবে রহিব বসিয়া ?
তাই, পিতঃ, মম এ মিনতি,
দাও অনুমতি
পরাজয় প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ।
মোস্লেম সেনানী কুল
হয় যদি প্রতিকূল,
তুচ্ছ গণি' তায়।
পিতা, ধরি' তব পায়,
কর অনুমতি—প্রলয় হুঙ্কারে
বিদ্রোহী বাহিনী 'পরে হয়ে আপতিত
ঔরংজেব মোরাদেরে ভীম প্রহারণে
তাড়াই সুদূরে
লগুড় আঘাতে যথা অধম কুকুরে।

শাজাহান—হায়!
খরধার করাত সমান
বিশুষ্ক হৃদয় মম কাটে উভদিকে।
শান্তি-অন্বেষণে,
সিংহাসন ত্যজি, আসিয়াছি গৃহ-কোণে
কিন্তু কোথা শান্তি!
দিন দিন বাড়িছে অশান্তি।
বৎস!

নিতান্তই যদি দিতে হয় রণ
ইচ্ছামত কর আয়োজন।
শুধু অনুরোধ মম,
ভ্রাতৃ-হত্যা পাপ হ'তে রহিও বিরত।

(শাজাহান ও দারার প্রস্থান)

খলিল—কেমন? যেমি উপদেশ দিতে গিয়েছিলে তেমি তোমার আক্কেল সেলামি হয়েছে।

আমিন—আর ব'ল না—দারার এইরূপ দাম্ভিকতায়, দেখ্‌ছ না, সব মুসলমানগুলো বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে।

খলিল—শুধু কি সে দাম্ভিক? সে একজন পুবা নাস্তিক। তার আচার ব্যবহারে মুসলমানির কোন চিহ্ন পাও কি? বরং সে একজন হিন্দু ভক্ত;—কেও যদি গেরুয়া বসন, লম্বা জট, বড় বড় দানার মালা নিয়ে সম্মুখে হাজির হলো—অম্নি তায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম! তওবা,! তওবা!!!

আমিন—এই সবে সিংহাসনে বসেছে—এখনও শিকড় নামেনি, তবু তার অধীনে চাক্‌রী করা দায় হয়ে পড়েছে। যদি সিংহাসনে একটু শক্ত হ'য়ে বস্‌তে পারে, তবে বুঝতেই পারছ আমাদের দশাটা কি হবে? আমার বিশ্বাস আওরংজেব বাদশা হলে বরং ভাল হত।

খলিল—ঔরংজেবও বড্ড কড়া—তবে সে খাঁটি মুসলমান বটে।

আমিন—তবু ভাল হ'ত—অন্ততঃ ইস্‌লাম ধর্ম্মটা তো ঠিক থাক্‌ত। [illegible]র ভেবে দেখ কড়া মুনিবই অনেক বিষয়ে ভাল।

খলিল—আচ্ছা, এখন চল;—যুদ্ধে যাবার ডাক তো পড়্‌বেই; তৈয়ার হওয়া যাক যেয়ে।

আমিন—ডাকও পড়্‌বে এবং যুদ্ধে যেতেও হবে। তবে ভাব্‌ছি ভবিষ্যৎটা কি হবে।

খলিল—সেটা অনেক আগেই ঠিক্ ক'রে রেখে দিয়েছি। যদি বেগতিক দেখি অম্‌নি পিট্‌টান্, আর এক ফাঁকে আওরংজেবের পতাকা মূলে হাজির।

আমিন—আমিও মনে মনে তাই ঠিক করে রেখেছি। আর বাস্তবিক পক্ষে আওরংজেবই শেষটায় টিক্‌বে গিয়ে।

খলিল—সেটা আমারও দৃঢ় বিশ্বাস। বল্‌ক যুদ্ধের সময় যখন চারিদিকে অজস্র গোলাগুলি ছুট্‌ছিল—[illegible] পক্ষের সেনাগণ কেবল ধরাস্ ধরাস্ পড়্‌ছিল তখন আওরংজেবের যে সাহসটা দেখ্‌লেম তাতে অবাক্ হয়ে গেলেম—তখনই

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল আওরংজেবের সম্মুখে দারা সুজা মোরাদ কেউ টিকবে না।

আমিন—ব্যাপারটা কি হয়েছিল ?

খলিল—কেন সেটা কি তুমি জান না ? অমন একটা ভয়ঙ্কর সময়েও যেই আছরের নামাজের সময় হ'ল অমনি ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই নিরুদ্বেগে নিবিষ্ট-চিত্তে নামাজ পড়তে সুরু করে দিল। খোদারও কি মরজি একটি গুলিও তার গায় লাগলো না; পক্ষান্তরে ফলটাও ফলেই গেল। বিপক্ষ তাকে ঐরূপ নির্ভীক দেখে পালাতে আরম্ভ করে দিলে—বলতে লাগলো আওরংজেব দরবেশ, তার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয় লাভ অসম্ভব।

আমিন—ছেলে বেলা থেকেই তার ঐরূপ দুর্জ্জয় সাহস—মনে নাই ঔরংজেব যখন ১৪।১৫ বৎসর বয়সের, তখন একদিন শাজাহান তাঁর ৪টী ছেলে নিয়ে হাতীর লড়াই দেখতে গিয়েছিলেন। একটা হাতী হঠাৎ ক্ষেপে উঠে রাজপুত্রদিগকে আক্রমণ করলে। অমনি দারা মোরাদ আর সুজা ভোঃ দৌড় দিলে। কিন্তু ঔরংজেব একটা বর্শা হাতে নিয়ে হাতীটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত

হয়ে গেল। অবশ্য সে হাতীর সঙ্গে পেরে উঠ্‌তো না সত্য—

খলিল—হাঁ, হাঁ, আমিও তখন ছিলেম—মনে আছে। কিন্তু বাদ্‌শা যখন তার এই দুঃসাহসিকতার জন্য মন্দ বল্‌তে লাগ্‌লো তখন সে কি উত্তর দিয়েছিল খেয়াল আছে? সে উত্তর দিয়ে বস্‌লো—পলায়নটা রাজপুত্রদের পক্ষে লজ্জাজনক; আমি শাজাহানের পুত্রের উপযুক্ত কার্য্যই করেছি কিন্তু আমার ভ্রাতারা যা কর্‌লেন তাতে আমি লজ্জিত।

আমিন—হাঁ, হাঁ, মনে পড়ছে বটে—তা, যাক এখন চল—

খলিল—চল, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সপ্তম দৃশ্য

দারার দরদালান।

(যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত দারা, জ্যোতিষঠাকুর সাধুবাবাজি, গুরুজী, খাজাঞ্চী।)

দারা—জ্যোতিষ ঠাকুর! আপনার গণনা হয়েছে?

জ্যোতিষী—হাঁ, জাহাঁপানা! আগামী কল্য প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণে মহেন্দ্র-যোগ। সহসা আর এমন শুভ লগ্ন পাওয়া যাবে না; ঐ সময়েই আপনাকে যুদ্ধে যাত্রা করতে হবে। তবে—সেই সময়টা একটু স্বাতী নক্ষত্রের যোগ দেখা যায়—তা, শাস্ত্রে দোষ কর্ত্তনের ব্যবস্থাও আছে।

দারা—কি ব্যবস্থা আছে?

জ্যোতিষী—আজ্ঞা, দ্বাদশ ব্রহ্মণকে সুবর্ণ দান করতে হয়।

দারা—দ্বাদশ ব্রাহ্মণ এখন কোথায় পাওয়া যাবে?

জ্যোতিষী—আজ্ঞা সময়ও সংকীর্ণ—আর কোথায়ই বা তালাশ করা যায়—তবে এই—আমরা তিন্ জন আছি—আর আমার বাড়ীতে ৫টী পুত্র আছে—আর আমার ভাই আর তার শ্যালক আছে। আর আমার মেশেতো মার এক ভাইপো আছে।

দারা—এই মোট ১১জন হল।

জ্যোতিষ—আর আমার গৃহিনী আছে আর আমার একটী কন্যা আছে। জাহাঁপানার শাস্ত্রমতে দুই কন্যা এক পুত্রের সমান। সে মতে এই দুটাকে এক ব্রাহ্মণ গণ্য করা যেতে পারে।

দারা—শাস্ত্রমতে দুই কন্যা এক পুত্রের সমান বটে, কিন্তু এ যে একটী আপ্‌নার স্ত্রী আর একটী আপনার কন্যা।

জ্যোতিষ—আজ্ঞা, দান ব্যাপারে স্ত্রী এবং কন্যা একই শ্রেণী-ভুক্ত।

সাধু—জাহাঁপানা! উপনয়ন না হ'লে ব্রাহ্মণ পুত্র দান গ্রহণের যোগ্য হয় না। জ্যোতিষ ঠাকুরের ৩টী পুত্রের এখনও উপনয়ন হয়নি। সুতরাং এই তিনটী পুত্র বাদ দিয়ে আমার দু'টী পুত্র আছে আর এই গুরুজীর একটী পুত্র আছে।

জ্যোতিষ—(স্বগত) আঃ বেটারা আবার ভাগ বসালে দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) হাঁ; সাধুবাবাজী ঠিকই বলেছেন। আমি কিনা অগত্যা আমার এই ৩টী পুত্রকে হিসাবে ধরেছিলেম।

দারা—বাজাজী। গুরুজীকে ২শত সাধুবাবাজীকে ৩ শত আর এই জ্যোতিষ ঠাকুরকে ৭শত স্বর্ণ মুদ্রা অদ্য রাত্রেই দান কর, যাও।

গুরুজী—জাহাঁপানা! আমি মন্ত্র পূত ক'রে গঙ্গাজল নিয়ে এসেছি—এই আপনার সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলেম—শত্রুর কোন অস্ত্র আপনার শরীরে বিদ্ধ হবে না।

সাধুবাবাজী—জাহাঁপানা! অসুর দলনী মা কালিকা মূর্ত্তি-অঙ্কিত এই অঙ্গুরী ধারণ করুন—উপস্থিত সমরে—নিশ্চয়ই আপনি বিজয়ী হবেন।

দারা—খাজাঞ্চী! গুরুদেবকে আরও একশত এবং সাধু-বাবাজীকে আরও একশত স্বর্ণ মুদ্রা দান করবে—যাও

খাজাঞ্চী—বহুত আচ্ছা, জাহাঁপানা!

(খাজাঞ্চী, সাধু, গুরুজী ও জ্যোতিষ ঠাকুরের প্রস্থান)

(শাজাহানের প্রবেশ)

দারা—পিতঃ! প্রস্তুত বাহিনী মম;—
তব আদেশের প্রতীক্ষায়
রয়েছে দাঁড়ায়ে।
পিতঃ! আনন্দে বিদায় দাও;
তব আশীর্ব্বাদে,—
অচিরে বিজয়ী বেশে আসিব ফিরিয়ে।

শা'জাহান—কেন প্রাণ উঠিল কাঁপিয়া!
কেন প্রাণ উঠিল গাহিয়া;—

এ বিদায় চির বিদায়েতে
হবে পরিণত।
বিভো! ব্রহ্মাণ্ডের পতি!
তব মহিমার জ্যোতিঃ ব্যক্ত ত্রিভুবন।
শক্তিময় তুমি শক্তির আকর।
তব শক্তি লয়ে ছুটে বিশ্ব-চরাচর।
হে কাণ্ডারি! করহ নির্দ্দেশ
সরল সুপথ মোরে;
যে পথ গিয়েছে তব কল্যাণ মন্দিরে।
এ সঙ্কট কালে, দয়াময়!
পথ ভ্রান্ত ক'রনা আমায়। (১)
এতদিন যারে
রেখেছিনু বক্ষে আবরিয়া
আজি, প্রভো! তারে
তব ক'রে দিলাম সঁপিয়া।
বিপদ বারণ!
গচ্ছিত রতনে মোর কর'না হরণ।
বৎস! বাঁধিয়াছি হৃদি-মন,
বলে বলে যথা ইচ্ছা করহ গমন।

---

(১) এই যুদ্ধে যাত্রাকালে সম্রাট শাজাহান স্বয়ং ফাতেহা পড়িয়া দারাকে বিদায় দিয়াছিলেন।

বিশ্বপতি করে
আজি তোরে করিনু অর্পণ। (প্রস্থান)
(জাহানারা ও নাদিরার প্রবেশ)

জাহানারা—ভ্রাতঃ যাও রণে ;
কিন্তু সাবধান !
সেনাপতি সেনানী সচিব ;
কাহাকেও কর'না প্রত্যয়।
সন্ধি-ক্ষণ এবে ;
সিংহাসন কেবা লভে
নিশ্চয়তা নাহিক তাহার।
তাই, সামন্ত সচিব,
সকলেই দুলিতেছে সন্দেহ দোলায়।
বিশেষতঃ,
মনে করে মোস্‌লেম সকলে
হিন্দুরে দিতেছ তুমি অন্যায় প্রশ্রয়।
তাই তারা অন্তরে অন্তরে
ঘৃণাভাব তোমা প্রতি করিছে পোষণ।
যুদ্ধ কালে তাই
কাহারো কথায় না করি প্রত্যয়,
সবিশেষ করি বিবেচনা
করিও চালনা বাহিনী তোমার।

দারা—ভগ্নি ! বুঝি সব ;

অনুভব করিছি সকলি।
নিজে তাই যেতেছি সময়ে।
যুদ্ধ অবসানে
সমুচিত শাস্তি দিব অবিশ্বাসিগণে।

(জাহানারার প্রস্থান)

নাদিরা—নাথ!
কাজ নাই যুদ্ধ অভিযানে।
সিংহাসন চাহে ঔরংজেব,
ভ্রাতা সে তোমার,
অকাতরে কর তারে দান।
প্রিয়তম!
সুখ কোথা সিংহাসনে?
রাজ্য-ভার—
গিরি-সম গুরুভার
রহে সদা মস্তকে চাপিয়া।
বাঁধা রহে চরণ যুগল
কর্ত্তব্যের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে।
স্বাধীনতা থাকেনা জীবনে।
দুশ্চিন্তায় কাটে দিবা নিশী।
আশঙ্কা সদাই,—
সিংহাসন বুঝিবা হারাই;
কিংবা কোথা হতে কেবা আসি

করে বুঝি জীবন হরণ।

দারা—বিধুমুখি! বৈরাগ্যের ভাব হেন
কেন হল সহসা উদয়।
হই যদি ঐশ্বর্য্য বিহীন,
সিংহাসন যগুপি হারাই,
অন্ত তো দূরের কথা
অনুরাগ আদর যতন
তোমা হতে পাবনা তেমন।
শূন্য অস্থি কুক্কুরেও করে না লেহন।

নাদিরা—ভ্রান্ত এধারণা, নাথ!
হের অই বিশুষ্ক তমাল,—
পত্র-পুঞ্জ বল্কল পল্লব
পরেছে খসিয়া,
মাধবী তথাপি তারে আছে আবরিয়া।
কুমুদী বিমুখী কবে
রাহু-গ্রস্ত শশী শশধরে?
ফল-পুষ্প-সম্পদ বিহীন—শূন্য পুলিন
তারি পাশে চিরদিন
পড়ে আছে প্রীতি-ময়ী ধনী সুরধুনী।
নাথ, ছেড়ে দাও দিল্লী সিংহাসন
চল মোর সনে
কোন এক নিবিড় অরণ্যে।

রাজা তুমি এ হৃদি রাজ্যের ;
হৃদি-সিংহাসনে
নির্ব্বিরোধে চিরদিন থাকিবে বসিয়া।
দাসী হয়ে সেবিব চরণ ;
বন্ধুসম সদালাপে,
প্রেম-প্রীতি লয়ে সঙ্গিনী সাজিয়ে,
পত্নীরূপে ভক্তি স্নেহ দিয়ে,
অহর্নিশি পরিতুষ্ট রাখিব তোমায়।
ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে পত্নী বাসে ভাল
ভেঙ্গে দেব এ ভ্রান্ত ধারণা তব।

দারা—ক্ষমা কর, বিধুমুখি !
কহিয়াছি কথা পরিহাসছলে।
হের প্রিয়ে, দম্ভভরে
কেড়ে নিতে সিংহাসন অরি আসে ধেয়ে ;
বাহুতে থাকিতে বল
কেমনে সহিব বল বৈরি-আস্ফালন।
বিনা রণে ছেড়ে দিলে সিংহাসন
মহত্ব আমার বুঝিবে না কেহ ;
শুধু কাপুরুষ নাম গাহিবে জগত।
তাই প্রিয়ে, রহ অন্তঃপুরে।
চূর্ণ করি শত্রু দম্ভ অরাতির
অচিরে বিজয়ী বেশে আসিব ফিরিয়ে ;

অহর্নিশি রহিব তখন
মধুময় সহবাসে তব।
এবে,
আনন্দে বিদায় দাও, বিধুমুখি !

নাদিরা—নাথ! বহু বার গিয়েছ সমরে
কতবার দিয়েছি বিদায়,
আজ কেন কাঁপে প্রাণ—
আঁখি-জল কেন পারিনে রোধিতে। (ক্রন্দন)

দারা—ছিঃ ছিঃ মোগল দুহিতা তুমি—
মোগলের কুল বধূ—
হেন দুর্ব্বলতা সাজেনা তোমার।
নিশ্চিন্তে প্রাসাদে রহ;
অচিরে আসিব ফিরে। (প্রস্থান)

নাদিরা— গান

আসিব ব'লে গেল যে চ'লে
পাব কি তারে পাব কি ফিরে।
সে যে আমার জীবন-সার
বিরহে তার মরম ছিঁরে॥
কুকথা কেন ডাকিছে মন
সুখ-মিলন ফুরাল যেন।
অশ্রু—অলক্ষ্যে আসিছে চক্ষে
পড়িছে বক্ষে কপোল চিরে॥
এসহে সখা এসহে বুকে
থামুক অশ্রু মিলন সুখে
চাহি না রাজ্য—মিথ্যা ঐশ্বর্য্য
চাহিনা শৌর্য্য—চাহি তোমারে॥

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

শ্যাম-গড় সমর ক্ষেত্র

(ঔরংজেবের দুইজন সৈনিক)

১ম সৈনিক—বাপরে বাপ! কি ঠেলাটাই, এই বেচারা জানটার উপর দিয়ে গেল! সে কি যে সে মরুভূমি!—দিন রাত ২৪ ঘণ্টায় পার!! মশকে যে পানি টুকু ছিল তা' তো মরুভূমিতে পা' দিতেই শেষ! ট্যাঁকে যে দু' টুক্‌রো রুটী ছিল, তা বসে তো দূরের কথা—দাঁড়িয়েই কি তা' খেতে পারলেম? হুকুমের কি বাহার—দৌড়াও আর খাও!! দৌড়াও আর খাও!! দশটাকার নক্‌রী—যেন জীবনটাই বিকিয়ে দিয়েছি! আর বল্‌বই বা কি? আমরা তো শালার দশ টাকার নফর—আরে শা'জাদাদের তো সেই দশা! দুরু শালার রাজত্বি! কেবল দৌড়, ধর, মার কাট—কেও যে নিশ্চিন্তে ঘুমাবে তার উপায়টী নেই।

২য় সৈনিক—(প্রবেশ) কিহে ভায়া, বলি, শিবিরের বাইরে এসে এখানে চুপটী করে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভাব্‌ছিস্ কি?

১ম সৈনিক—আরে ভাই, ভাবছি এই মাজ রাজরার কাণ্ড। আচ্ছা, বলদেখি, ভাই, ক'খানা নৌকা ডেকে সোজা ঐ চাম্বল নদীটে পার হ'য়ে এখানে এসে হাটু গেড়ে বসলেই তো হ'ত। তা' না করে' শালার মরুভূমির মার দিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নদী সাঁতরিয়ে এখানে আসবার কারণ টা কি ?

২য় সৈনিক—আরে ব্যাপারটা বুঝিলিনে ? নদী থেকে দারা-সেকো সব নৌকা সরিয়ে দিয়েছে; নৌকা পাবি কোথায় ? আর যদিও নৌকা সংগ্রহ হ'ত ঐ যে দারাসেকো থাপ দিয়ে বসে রয়েছে—যেই নৌকায় পা' অমনি ঠাস্ ঠাস্ কামানের ঘা ! আর সব সমেত বেমালুম কুপোকা'ত; বুঝ্লিতো ?

২য় সৈনিক—ওঃ তাই নাকি ! তাই নাকি ! তাই দেখ্লেম—নদীর বুকে নৌকার চিহ্নটাও নেই।

২য় সৈনিক—নইলে কি আর এত মেহেনত ?

১ম সৈনিক—শুধু কি মেহন্নত ? কত লোক জন্তু ঘোড়া মারা গিয়াছে খবর রাখিস্ ?

২য় সৈনিক—আরে আমি কি চক্ষু বুজে ছিলেম ? ঘোড়ার উপর থেকে সেপাইগুলো যে পাকা আমের মত টুপ্ টুপ্ ক'রে পড়লো আর ম'রলো, আর ঘোড়াগুলো যে আগুনের আঁচের মধ্যে যেন্নি বিছের

ছা তেম্‌নি বালু বনে হাত পা আছ্‌ড়িয়ে আছড়িয়ে মরলো তা' কি আর আমি চক্ষে দেখি নি?

১মসৈন্য—তা' আমার যে, ভাই, প্রাণটা নিয়ে মরুভূমি পার হ'য়ে আস্‌তে পেরেছি তা ভাই আমাদের আয়ুর জোর বল্‌তে হবে।

২য়সৈন্য—আমি পানি খেয়েছি কত জানিস্? তিন সুরাই

১মসৈন্য—আরে আমার পেটটা দেখ্‌না

২য়সৈন্য—(পেটে টোকা দিয়া) আরে শালার ট্যাপ মাছ যে।

১মসৈন্য—না। আর নড়্‌তে পাচ্ছিনে;

২য়সৈন্য—হাঁ, হাঁ, চল ঔরংজেব হুকুম জারি করেছে এই রাতটা বেশ ক'রে ঘুমুয়ে নিতে হবে।

১মসৈন্য—আমাদের প্রতি ঔরংজেবের দরদ আছে দেখ্‌ছি।

২য়সৈন্য—দরদ্ আছে কি সাধে রাতটা ঘুমালে সকালে ফুর্ত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারিব তাই দরদ দেখিয়ে ঘুম যাবার হুকুম দিয়েছে।

১মসৈন্য তা এখন চল হুকুম মত যদি না ঘুমাই শেষে পিঠে এম্‌নি করে বেত পড়বে

(প্রস্থান)

(দারার দুইজন সৈন্যের প্রবেশ)

১ম সৈনিক—দিল্লীর বাদ্‌শাই করা দারার কাজ না; দারার কাজ না। ছাখ দেখি, ভাই, এই এক দৌড়ে সেই সাড়ে চল্লিশ মাইল চাম্বল নদী কূলে গেলেম—ঘাট বাঁধলেম গড় কাট্‌লেম কামান পাতলেম কত কি কর্‌লেম। এদিকে কিন্তু শত্রু আগরার দু'য়ারে এসে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। আবার এক দৌড়ে এই পৌণে তেত্রিশ মাইল শ্যামগড়ে এলেম। মানুষের জান্' তো কত সয় বল দেখি?

২য় সৈন্য—দৌড়লি তো দৌড়লি, কিন্তু হুকুমের কায়দা টা দেখ্‌লি—এই বৈশাখে রৌ'দ আর সেই বালির ময়দান এর মধ্যে বর্ম্ম-চর্ম্ম নিয়ে দৌড়। দেখ্‌ছিস্ ভাই, এই রৌদের চোটে লোহা তাতিয়ে এই দ্যাখ্ আমার পিঠে ফোস্কা উঠেছে।

১ম সৈন্য— আর বলিস্ নে; আচ্ছা এই এতটা পথ দৌড়িয়ে আস্‌লেম; এখন দু'টো দাল ভাত খেয়ে বেশ একটু ঘুমিয়ে নিই; কোথায়? যেম্‌নি আসা অম্‌নি হুকুম—সার বেঁধে দাড়াও আর যুদ্ধ কর—এ দিকে কিন্তু শত্রুর খোজও নেই।

২য় সৈন্য—আচ্ছা—এই সমস্তটা দিন এই বালুবনে বৈশেখে

রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেদ্ধো হলেম ফলটা কি হল ?

১ম সৈন্য—ফলটা যা' হবার তা, হবেই। কাল সকালে শত্রু এসে যেম্‌নি ধাক্কা দেবে অম্‌নি চিৎ। তাই তো বল্‌ছিলেম যশোবন্ত যে ঘা খেয়েছে—এবার সে গোস্বানসিন্‌ হয়েছে। ভাব গতিকটা বুঝ্‌তে পারছিস্‌ নে ?

২য় সৈন্য—তা' কি আর বুঝ্‌তে বাঁকি আছে ? আচ্ছা, আমরা তো মাইনের চাকর—মাইনে পেলেই হল। শোন্‌; তোর কাণে কাণে একটা কথা বলি। (তথা করণ)

১ম সৈনিক—না ! না ! এখন না ; সময় আছে আগে দেখে নে—কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। তার পর বুঝ্‌লি ?

২য় সৈন্য—তোর কথাও মন্দ নয়—কি জানি যদি ঔরংজেব শেষটায় না টেঁকে, তা' হলে একুল ওকুল দুই-কুলই যাবে। আচ্ছা আর কতক্ষণ এম্‌নি করে দাড়িয়ে থাক্‌বো বলতো। আজ রাতেও কি একটু লম্বা হয়ে ঘুমতে পারবো না ?

১ম সৈনিক—কি কর্‌বি হুকুম তো এখনও আস্‌ছে না।

২য় সৈন্য—দূত্তর হুকুম। আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখনই ঐ

কোলে পার হয়ে পড়ি। ছাখ্ তো তারা কেমন ঘুমচ্ছে।

১ম সৈন্য—আয় না—তুই আমার কাঁধে মাথা দে আমি তোর কাঁধে মাথা দিয়ে একটু ঘুমই।

২য় সৈনিক—বেশ ফন্দি, ভাই, আয় তো দেখি।

(তথা করণ)

২য় দৃশ্য

শ্যামগড়—ঔরংজেবের শিবির

(ঔরংজেব, মোরাদ, ও সৈনিকগণ।)

ঔরংজেব—হে বীরেন্দ্রগণ!

মনে রেখো উপস্থিত রণ
নহে ঔরংজেব দারা সনে।
এ মহা সংগ্রাম,
নাস্তিকতা করিতে বিনাশ,
জয়যুক্ত করিতে ইস্লাম।
অতীতের স্মৃতি করহ স্মরণ

তোমাদের পূর্ব্ব-পিতৃগণ
কত প্রাণ করিয়ে তর্পণ
ইস্‌লামের ভিত্তি হেথা করেছে স্থাপন।
আজি, কাল চক্র ফেরে
দারাসেকো করে,
সে ইস্‌লাম হতেছে মলিন
হিন্দুস্থানে ভিত্তি তার হতেছে শিথিল।
ইস্‌লামের রীতি-নীতি ধর্ম্মাচার
কদাচার আখ্যায়িকা পায় দারা হ'তে।
তোমরা মোস্‌লেম জীবিত থাকিতে
হেন ব্যবহার বল সহিছ কেমনে ?
রাজ্য-লিপ্সা মোরে
করেনি উদ্বুদ্ধ কভু এ মহা সমরে
শুধু ইস্‌লামের তরে
অসি করে এসেছি হেথায়।
তাই হে মোস্‌লেম !
কর দৃঢ় পণ
রক্ষিবে ইস্‌লাম,
কিংবা প্রাণ করিবে তর্পণ।
হেরিয়ে দারার এই বিপুল বাহিনী
যদি কেহ পেয়ে থাক ভয়
মুক্ত কণ্ঠে বলি মোস্লেম সে নয়।

স্মর একবার,
মহাবীর খালেদের বীরত্ব কাহিনী ;
কেমনে করিল ধ্বংশ
রোমানের লক্ষ অনিকিনী
মুষ্টিমেয় সেনা লয়ে সাথে।

মোরাদ— দেব! হের ঐই নিশা অবসান প্রায় ;
উষার ছটায়
পূর্ব্বাকাশ হতেছে উজ্জ্বল।
কর এবে বাহিনী রচনা ;—
করহ আদেশ
যুদ্ধ কালে—কে যুঝিবে কোন স্থলে।

ঔরংজেব—ভ্রাতঃ হওনা অধীর ;
সকলি করেছি স্থির।
বাম ভাগে যুদ্ধ দেবে তুমি ;
মধ্যস্থলে রব আমি।
দক্ষিণে যুঝিবে বীর বাহাদুর।
নাজাবত, মহাম্মদ উভ পাশে মম।
এবে যাও সবে আপন শিবিরে।
নিজ নিজ ব্যূহ করিয়ে রচনা
রণক্ষেত্রে হও আগুয়ান।

(সকলের প্রস্থান)

(দারার দুই জন সৈন্তের প্রবেশ)

১ম সৈন্য—ঐ দ্যাখ—ঐ দ্যাখ—দারার হাওদা খালি! দারা নিহত হয়েছে, আর না, এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচা।

২য় সৈন্য—সত্যি তো! দারার হাতীর হাওদা শূন্য—তবেই হয়েছে! ঐ দেখছিস্ শত্রু সৈন্য শিকারী কুকুরের মত ছুটে আস্‌ছে। পালা! পালা!

(উভয়ের পলায়ন)

(ঔরংজেবের প্রবেশ এবং তাঁহার কতিপয় সৈন্যের লুটের আশায় ধাবিত অবস্থায় প্রবেশ)

ঔরংজেব—ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ!

নাহি প্রয়োজন
পলায়িত শত্রু অনুসরি।
জানি আমি, পথ শ্রমে রণ-শ্রমে
অতি ক্লান্ত তোমরা সকলে;
বৃথা শ্রমে বলক্ষয় করিও না আর।
বিজয় গৌরবে
খোদা তোমাদেরে করেছে মণ্ডিত,—
তুষ্ট রহ তাহে।
বিভু পদে কৃতজ্ঞ অন্তরে
করি' প্রণিপাত,
নিশ্চিন্তে শিবিরে এবে করহ বিশ্রাম।

(সৈন্যগণের প্রস্থান)

ঔরংজেব—(কড় যোড়ে) প্রভোঃ !

নিশার আঁধার আসে বার বার,
ফেলে হৃদি আঁধারে ঘেরিয়ে ;
তোমারি করুণা-দান—ঊষার কনক আলো
আসে পুনঃ, উঠে প্রাণ হরষে ভরিয়ে !
অন্তর্য্যামী তুমি প্রভো !
জানতো বাসনা মম ;—
নিয়ে চল প্রভো, নিতেছ যেমন
হাত ধরে
সাধনা মন্দিরে মম।
কুটিল কুহেলী
আসে যদি পথ আগুলিয়া
বালার্ক কিরণে তব
দিও প্রভো, দিও বিদূরিয়া।
ভোগ বিলাস-বাসনা
জাগে যদি কোন দিন
হৃদয়ের কোণে
মরমে আহত তুমি
শাসিও নাশিও প্রভো ! তীব্র কষাঘাতে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ আমি অতি অকিঞ্চন
তবু প্রভো ! তব নাম করিয়ে স্মরণ
তুলিয়াছি পতাকা তোমার।

ওহে বলাধার ওহে দুর্ব্বল-শরণ
বল দাও মোরে
"সে পতাকা করিতে বহন"।
(বিভু পদে প্রণিপাত ও প্রস্থান)

খলিল—(প্রবেশ) ক্ষোভ ও হয়—আবার হাসিও আসে! বেচারা কম্‌ছে কম্ লাক সেনা নিয়ে যুদ্ধে এসেছিল। এখন ফির্‌বার সময় ১২ জন মাত্র সঙ্গে আছে। আর সব যে কোথায় উধাও হল তার কূল কিনারা নেই। আর কূল কিনারা নেই ই বা বলি কি ক'রে। অর্দ্ধেক তো যুদ্ধক্ষেত্রে শুয়ে আছে। আর যা' ছিল তা' তো দেখছি ক্রমে ক্রমে গুর্ গুর্ ক'রে অপর পারে পার হচ্ছে। কিন্তু হাসি আসে তার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে! যুদ্ধের মাঝ্‌খান্‌টায় সে যে গোঁ ধরেছিল যদি আর একটু ধাক্কা দিত তবেই তো ঔরংজেব শেষ হতো। ঔরংজেব তখন তার দেহরক্ষী গুলো পর্য্যন্ত মোরাদকে রক্ষা করতে পাঠিয়ে প্রায় একাকী ছিল। তখন তাকে আক্রমণ করলে নিশ্চয়ই সে অন্ততঃ প্রাণটা হারাত! তা, না করে' এগিয়ে গিয়ে হাঁ করে দাড়িয়ে রইল। প্রথমে সে যেই কয়েকটা কামান দেগেছিল অমনি ঔরংজেবের হাতী পলায়

পলায় হয়েছিল—তখন ঔরংজেব বেগতিক দেখে মরণ পণ করে হাতীর পা, শিকল দিয়ে বেঁধে ফেললে—হাতী আর পালাতে পারলে না। সে তো তুখর ছেলে, সে ব্যাপারটা বুঝে তৎক্ষণাৎ কামান সাজিয়ে মধ্যভাগটা শক্ত ক'রে ফেল্‌লে! আর বেচারা যায় কোথায়? তখন চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা। বাধ্য হয়ে হাতী থেকে নামম্‌তে হ'ল যেই হাতী থেকে নামা আর অম্‌নি সব ভোঁ দৌড়। যা'ক্‌ এসব ভাব্‌বার আর অবসর নেই। এখন আমি কি করি? আজ রাতে যদি ঔরংজেবের কোলে পার হই তো সেটা ভাল দেখাবে না। আজ আগরাই যাই। সুযোগ বুঝে আরও কতক-গুলিকে দলে জুটিয়ে একেবারে পাল তুলে দেবো। এখন বেশ বোঝাগেল সিংহাসনটা ঔরংজেবেরই হবে। দারার আর মুখোমুখি হবার উপায় নেই। তার এক ভরসা ছিল—রাজপুত। তা' তো প্রায় আজিই সাবার হয়েছে। মুসলমান রা তো তার নাস্তিকতায় আর দাম্ভিকতায় আগে থেকেই বিগ্‌ড়ে বসে আছে। যা'ক এখন আর এখানে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক না, অনর্থক বন্দী হয়ে যাওয়াটা ভাল

হবে না। স্বেচ্ছায় গেলে আদরটা একটু বেশী হবে। এখন মরে পরাই ভাল।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

আগ্রা—দারার কক্ষ

(নাদিরা ও জাহানারা)

নাদিরা—ভগিনি—কামান গর্জ্জন
বহুক্ষণ গিয়েছে থামিয়ে,
তবু কেন প্রাণনাথ এলনা ফিরিয়ে।

জাহানারা—কেন হও এত উচাটন?
ধৈর্য্য ধর দিদি-মণি;
স্বামী তব
অচিরে আসিবে ফিরে বিজয়ীর বেশে

নাদিরা—যদি তাঁর হয়ে থাকে পরাজয়,
কহ, ভগ্নি! কি হবে উপায়।

জাহানারা—অশুভ চিন্তায়,
কেন, বোন্!
অকারণ হতেছ বিকলা।

নাদিরা—রাজবালা!

জান না, জান না, কি যাতনা
বহিতেছি সহিতেছি
আমি আজ সারা দিনমান!
রণস্থলে উঠে যেই গর্জ্জিয়া কামান
উঠি আমি শিহরিয়ে;
মনে হয়—
গেল বুঝি মোর কপাল ভাঙ্গিয়ে।
প্রাণ চায় ছুটে যাই প্রাণেশের পাশে
কিন্তু অবলা রমণী আমি;—
হৃদয়ের বেগ রোধিতে হৃদয়ে
কাঁপে অঙ্গ-কাঁপে দেহ
থরথরি কাঁপি আমি অভাগিনী—
ভূমিকম্পে কাঁপে যেন বিপুলা মেদিনী।

(দারার প্রবেশ)

প্রাণেশ্বর! এসেছ ফিরিয়ে?
কোথা মম প্রাণের সিপির?

দারা—নাদিরা! নাদিরা!
স্বপ্ন তব গিয়েছে ফলিয়া!
আসিছে সিপির;
কিন্তু পরাজিত আমি!

(নাদিরার স্কন্ধের উপর মস্তক রাখিয়া ক্রন্দন)

জাহানারা—(স্বগতঃ) শাহি সেনা পরাজিত।

ঔরংজেব! বুঝিলাম,
ভাগ্য তব সুপ্রসন্ন!
সিংহাসন তব তরে বিধি-নির্দ্ধারিত!
(দারার প্রতি)
দারা সেকো! দিল্লীশ্বর তুমি;
রমণী অঞ্চল ধরি বিপদে রোদন
সাজে কি তোমার?
দুয়ারে অরাতি
উপস্থিত প্রতিকার
কি করিবে কর স্থির।

দারা—ভগিনি! কি করিব প্রতিকার?
সকলি হয়েছে শেষ।
রাজপুত বাহিনী আমার
সমূলে হয়েছে নাশ!
রোস্তম খাঁ ছত্রশাল হয়েছে নিধন।
এবে পলায়ন বিনা নাহি গত্যন্তর।
ক্ষণকাল আর তিষ্ঠিলে হেথায়
শত্রু করে বন্দী হব আমি।

—(প্রবেশ) শাহাজাদা!
যুদ্ধ বার্ত্তা করিতে শ্রবণ
তব মুখে,
পিতা তব মাগিছে দর্শন।

দারা—পিতা ! পিতা !
ভুলে যাও অধম সন্তানে তব ।
হাত ধরে তুলে দিলে সিংহাসনে
অগণিত সেনাবল করিলে প্রদান
তব অকৃতি সন্তান
তবু তাহা নারিল রক্ষিতে !
ভগিনি !
কহ গিয়ে পিতারে আমার,—
এ মসী-মলিন মুখ
নারিব দেখাতে তাঁরে ।
(জাহানারা ও বাঁদীর প্রস্থান)
নাদিরা ! ফেলিওনা আঁখিনীর—
বাঁধিওনা মায়া-ডোরে ।
ভাগ্য-চক্র ফেরে ভাগ্য পরীক্ষায়
যাই আমি ফেলিয়ে তোমায় ;
মুছ আঁখি—দাও লো বিদায় ।
নাদিরা—নাথ । হ'ওনা নিদয় ।
কুসুমেরে বৃন্ত-চ্যুত করি'
পায়ে ঠেলি'
যেওনা যেওনা প্রভো !
জীবন সঙ্গিনী দাসী তব,
সঙ্গছাড়া-করোনা তাহারে ।

দারা—প্রিয়ে! হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
দিয়েছি তোমারে স্থান;
প্রাণে প্রাণে মিশে আছ তুমি।
আজি হৃদয় চিরিয়া প্রাণ নিঙরিয়া
ছিন্ন হ'তে তোমা সনে
কি যাতনা হতেছে আমার—
বুঝাব কেমনে!
আছিলাম দিল্লীশ্বর,—
ভারতের-আশ্রয়ের-স্থল।
আজ আশ্রয় ভিখারী বেশে
মুক্ত গগণের তলে যেতেছি চলিয়ে
কহ প্রিয়ে,
মম সনে, কেমনে যাইবে তুমি?
বাহিরের নিদারুণ তাপ
কেমনে সহিবে বল।

নাদিরা—নাথ! তব স্নেহ সরোবরে
রহিব ডুবিয়া আমি।
জগতের তুচ্ছ তাপ
নারিবে স্পর্শিতে মোরে।
আতপ আতঙ্কে,
বসন্তের শ্যাম কুঞ্জ ত্যজি
ধায় কবে পিকবধূ

হিমানীর শুভ্র নিকেতনে ?
অশনি-গর্জ্জনে
চমকে কি চাতকিনী কভু ধারা পানে
ভয়ে, প্রলোভনে
পারিবে না ভুলাতে আমায়
তব সনে যাইব নিশ্চয়।

দারা—একান্তই যাবে যদি,
চল তবে ;—বিলম্বে বিপদ হবে।

জাহানারা—(প্রবেশ) ভ্রাতঃ এই লও
লাহোরের সুবাদার-প্রতি
পিতার ফর্ম্মান
তোমার সাহায্য হেতু।
পিতার আদেশ,—
রাজ-কোষ-হ'তে
ধন রত্ন মূল্যবান মানিক্য কাঞ্চন
যত পার সঙ্গে নিয়ে যাবে ;
সেনা-বল করিতে-সংগ্রহ—
হবে প্রয়োজন।

নাদিরা—ভগিনি !
পতিসনে যাই আমি ;—
সুখে দুঃখে সঙ্গে রব তাঁর।

জাহানারা—তুমি ও চলিলে ?

যাও তবে—দিব না কো বাধা।

আগরা আঁধার হ'ক।

(পট-পরিবর্ত্তন—রাজ-পথ।)

ফকির—(প্রবেশ) গান।

আয়, খোদা, আজব তেরা কাম।

কুদ্‌রত্ কি মালেকতুনে কাদের তেরা নাম।

তেরা কুদ্‌রত্ কি নিশানা-

পাত্‌শা কো ফকির বানানা।

তোয়াঙ্গার কো বে নেওয়া, মকিম কো লামোকাম

তামান্না তুনে দিতি

মহ্‌রুম ভি তু বানাতি

হকিকত্ ইছ্‌মে কেয়াছায় নামিদানাম্॥

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

শ্যামগড়—ঔরংজেবের শিবির।

(ঔরংজেব, কাজিল খাঁ খলিলুল্লা খাঁ)

ঔরংজেব— সভাসদগণ!
কহ শুনি,
কি কারণ আগমন হেথা তোমাদের।

ফাজিল খাঁ—শাহাজাদা!
আসিয়াছি মোরা
তব বিজয়ের প্রীতি-সম্ভাষণ
করিতে জ্ঞাপন।
আরো আসিয়াছি,—
বৃদ্ধ সম্রাটের শুভাশীষ
তব প্রতি করিয়ে বহন।

ঔরংজেব—সত্যই কি পিতা তবে আছেন জীবিত?

কাজিল খাঁ—পিতা তব আছেন কুশলে।
অলীক ধারণা মূলে
এমহা প্রলয় হয়েছে সৃজিত
শাহাজাদা!

পিতা তব আছেন জীবিত।
তব দরশন আশে,
একান্ত ব্যাকুল তিনি;
তাই সমাদরে,
আবাহন করিতে তোমায়
তাঁহারি আদেশে আসিয়াছি মোরা।
ধর এই "আলম গির" (১)
পিতৃ দত্ত উপহার তব।

ঔরংজেব— পিতার আশীষ
সমাদরে ধরিনু মস্তকে।
ফাজিল খাঁ!
পিতা যদি ছিলেন জীবিত,
আগরার দ্বার
কেন তবে রুদ্ধ ছিল আমাদের তরে?
কেন যুদ্ধ দিয়ে যশোবন্ত
রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করিল আমায়?
এবে কহ শুনি,
কি সাহসে করিয়ে নির্ভর
পিতৃ পাশে যাব আমি
করেছি বিজয়

(১) আলমগির নামীয় একখানি তরবারি

দুই বার শাহী সেনা
পিতা মোরে কেন তায় করিবে মার্জ্জনা।

ফাজিল—শাহাজাদা।
পিতা তব বুঝেছেন সব।
ভ্রম-বশে ঘটিয়াছে অঘটন;
ভ্রান্তি বিনোদন আশে
তব দরশন মাগেন সম্রাট।
তব অপরাধ
করিবে না কদাচ গ্রহণ।

ঔরংজেব—অপারগ করিতে প্রত্যয়
মৌখিক আশ্বাসে তব।
তবে যদি পিতা প্রকাশ্য দর্‌বারে
নির্দ্দোষতা মোর করেন ঘোষনা
নত শিরে যাব আমি পিতার সদনে;
লুটিয়া চরণে,
ক্ষমা ভিক্ষা মাগিব কাতরে
ভ্রমবশে করিয়াছি যেই অপরাধ।
জানি আমি
পিতা বিদ্যমানে,
পিতৃ-সিংহাসনে
অধিকার নাহিক আমার।

কিন্তু মম অভিলাষ,
যতদিন পিতা মম আছেন জীবিত
স্বেচ্ছাধীন রাজকার্য্য করিবে চালনা।
রাজধানী করি' পরিহার
দারা রবে লাহোরেতে আপন সুবায়
রাজকার্য্যে দারার ইঙ্গন
চলিবে না আর—চলেছে যেমন।
এ প্রস্তাবে
পিতা যদি হয়েন সম্মত
পিতৃপদ করিয়ে চুম্বন
ফিরে যাব আপন সুবায়।
যাও তবে,—পিতৃপদে
অভিলাষ মম কর নিবেদন।
আট দিন রহিব হেথায়
প্রতীক্ষায় তাঁর দ্বিতীয় আদেশ।

ফাজিল খাঁ—যথা আজ্ঞা, শাহাজাদা!
খলিলুল্লা! চল তবে।

(প্রস্থান)

খলিলুল্লা—(ফাজিল খাঁর পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া কিয়দ্দূর গমন
এবং পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া)
সাবধান, শাহাজাদা!
পিতৃ-বাক্যে ক'র না প্রত্যয় আর।

সিংহাসন সম্মুখে তোমার !
হারাইয়ে বাহুবল,
বিস্তারি কৌশল জাল
চাহে তব সর্ব্বনাশ করিতে সাধন।

ঔরংজেব—কিবা কহ বুঝিতে না পারি !
দুশ্চিন্তায় করিলে নিক্ষেপ !

খলিলুল্লা—আসিব আবার,
সবিস্তার কহিব তখন।

(প্রস্থান)

ঔরংজেব—(স্বগতঃ)
তিলে তিলে হল তাল ;
ধীরে ধীরে নামিলাম অতলের তলে।
উঠিব কেমনে—ভাবি মনে তাই।
ফিরে যদি যাই,
রক্ষা তবু নাই।
বার্দ্ধক্যের আতিশয্যে,
বালকত্ব লভেছে জনক ;—
ক্রীড়নক মাত্র তিনি
এবে দারাসেকো করে।
পিতৃ নামে তাই প্রচারি আদেশ,
প্রতি কার্য্যে দারা
বাধা মোরে করিছে প্রদান।

শতবার হতমান হইতেছি আমি
ন্যায় কার্য্যে-দারার কল্যাণে।
কিন্তু আজ,
রাজ-দ্রোহী পিতৃদ্রোহী আমি!
পক্ষান্তরে,
ভুলিবে কি দারা কভু পরাজয় লাজ?
পাইলে সুযোগ,
চির নির্ব্বাসনে কিংবা প্রাণদণ্ড দানে
প্রতিশোধ লইবে নিশ্চয়।
কি করি উপায় ভেবে নাহি পাই কূল।

(মোরাদের প্রবেশ)

ভ্রাতঃ! বুঝিলাম এত দিনে,
আছেন জীবিত আজো জনক মোদের।
এবে রাজদ্রোহী পিতৃদ্রোহী মোরা।
কহ শুনি কি হবে উপায়।
আগ্রা যদি করি আক্রমণ,
পিতা পুত্রে হবে রণ
জগ-জন হাসিবে ঘৃণায়;
পিতৃ-রোষে পাপ-স্পর্শ করিবে মোদের।

মোরাদ—দেব! শুনেছি আমিও,
পিতৃ-দেব সত্য নাকি আছেন জীবিত।
কিন্তু, দেব! জরা-গ্রস্ত তিনি;

দারাসেকো সর্ব্বে-সর্ব্বা রাজকার্য্যে তাই ;
তাই পিতৃনামে অযত্নেতে
আমা হ'তে নিয়েছে কাড়িয়া
গুজ্রাটের সুবাদারী।
মনে হয়,
কা'ল পুনঃ দিবে মেরে "বলকে" বিতাড়িয়া।
অতি বৃদ্ধ পিতা—মৃত্যু-দ্বারে আছেন বসিয়া।
আজি হ'ক কালি হ'ক,
পিতা যেই মুদিবে নয়ন,
সিংহাসন দারাসেকো করিবে গ্রহণ,
নির্ব্বাসন দণ্ড দিবে
সর্ব্ব-অগ্রে আমাদের প্রতি।

ঔরংজেব—সব জানি, সব বুঝি, ভ্রাতঃ।
সিংহাসনে দারাসেকো হ'লে প্রতিষ্ঠিত
ভস্মীভূত হব মোরা ঈর্ষানলে তার।
কিন্তু ভ্রাতঃ, কি করিব!
পিতা নিদ্যমান—
কিসে হবে প্রতিকার না পারি বুঝিতে
না হেরিয়ে গত্যন্তর,
অগত্যা পিতার ঠাঁই
এই মাত্র প্রেরিলাম কয়টী প্রস্তাব।

মোরাদ— শুনিয়াছি সব খলিলুল্লা মুখে।

কিন্তু দেব!
আসিয়াছি বহুদূরে ;
আপন স্থবায়
ফিরিবার নাহিক সময়।
করিয়াছি বহু অর্থ ব্যয়,
সৈন্য-ক্ষয় করিয়াছি বহু ;—
কেন্দ্র-শক্তি ছিন্ন ভিন্ন এবে,
অরক্ষিত আগরা নগরী ;
স্থবর্ণ সুযোগ সম্মুখে মোদের।
সিংহাসনে যদি কর আশ,
এ মহা সুযোগ ছাড়িওনা ভবে।
ঝটিকা বিধ্বস্ত-নিশা অবসান প্রায়
ফুটে অই উষার আলোক ;
উত্তাল-তরঙ্গ ঠেলি
আশা-তরী কূলে উপনীত ;
সাফল্যের স্থবর্ণ-মন্দির
উদ্ভাসিত অই আশার আলোকে।
হেন কালে কেন মোরা ফিরিব নীরবে ?
ভেবেছ কি মনে,
ফিরে গেলে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা তব
ভুলে যাবে পরাজয়-লাজ ; —
করিবে মার্জনা ?

ভুল সে ধারণা।
এ সুযোগে,
আত্ম-শক্তি প্রতিষ্ঠিত নাহি কর যদি
আত্মহত্যা-বীজ
স্বেচ্ছাধীন করিবে বপন।
পক্ষান্তরে, দেব!
পিতৃ-বাক্যে তুষ্ট হয়ে,
যদি আজ যাও ফিরে,
সেনাকুল হারায়ে বিশ্বাস
ধীরে ধীরে ত্যজিবে তোমায়!
সেনাবল অবিলম্বে হারাবে নিশ্চয়।

ঔরংজেব—পিতার সদন
এই মাত্র পাঠাইনু প্রস্তাব নিচয়;
নাহিক উপায় আর!
প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষায়
আট দিন হেথা রহিব নীরব

২য় দৃশ্য

আগ্রা—মোরাদের শিবির।

(দুইজন সৈনিক)

১ম সৈন্য—সব মাটি হ'ল—সব মাটি হল।

২য় সৈন্য—কি রে; কি হয়েছে?

১ম সৈন্য—আরে তোর তো ট্যাঁকে কিছু উঠেছে;—তা' তুই বুঝ্‌বি কি ক'রে?

২য় সৈন্য—দূরো—যা' মনে কচ্ছিস্, তা' নয়—তা' নয়। মাত্র হাত বাড়িয়ে ছিলেম অম্‌নি আওরংজেবের বেটা হাজির। বাপ্‌রে বাপ্—যেম্‌নি বাপ্ তেম্‌নি ছেলে। "খবরদার—লুট করো না—লুট করোনা—খবরদার—যে হাঁক হাঁক্‌লে—তা'তে আর কি করি—চট্ ক'রে কচ্ছপটির মত শুঁর গুটিয়ে ভাল মানুষটি সেজে গেলেম।

১ম সৈন্য—শ্যামগড়ের যুদ্ধ জিত্‌লেম—সেখানে আট-টা দিন চুপ ক'রে বসে রইলেম শিবিরে এম্‌নি কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়ে গেল যে, একটা দিনও একটু বেরোবার ফুর্‌সোৎ পেলেম না। যা'ক বাবা, মনে কর্‌লেম আগ্রায় যখন ঢুক্‌বো তখন একটা সুযোগ খুঁজে নেবো। তা' দেখ্‌লি তো—আওরংজেবের বেটা কি কাণ্ডটা কর্‌লো?

আরে আমরা কি শুধু দশ টাকা মাইনের লোভে প্রাণ নিয়ে খেলতে এসেছি? এবার ইচ্ছে ছিল—যখন আগরায় ঢুক্‌বো, তখন সুবিদে মত দু' একটা বাড়ী লুটে চম্পট্‌ দেবো—বেশ দু' পাঁচ বছর বছর ম'াগ ছেলে নিয়ে ঘরে বসে খাব। তা' শালার কিছুই হলো না।

২য় সৈন্য—আরে মোরাদের দলে এসেছিই তো সেই মত্‌লবে—তা' বেটা আওরংজেবের জন্যে কিছুই হবে না দেখ্‌ছি। কিন্তু ভাই ভিতরে ভিতরে যে কাণ্ডটা চল্‌ছে তা' খবর রাখিস্‌?

১ম সৈন্য—কি রে কি—ব্যাপারটা কি বল্‌ দেখি।

২য় সৈন্য—বাদ্‌শা শা'জাহান নাকি মোরাদকে চিটি দিয়েছে

১ম সৈন্য—কি চিটি দিয়েছে?

২য় সৈন্য—বাদ্‌শা নাকি গোপনে মোরাদকে চিটি দিয়েছে যে মোরাদ যদি—আওরংজেবকে শেষ কর্‌তে পারে তবে বাদ্‌শাই অর্দ্ধেক তার আর অর্দ্ধেক দারার।

১ম সৈন্য—তা' হলে তো দেখ্‌ছি আওরংজেবে এবং মোরাদে আবার লেগে যাবে।

২য় সৈন্য—সে তো লাগবেই। দেখ্‌ছিস্‌ সে আওরংজেবের দল থেকে মোরাদ যত পারছে লোক লস্কর ভাগিয়ে নিচ্ছে।

১ম সৈন্য—তাই তো চাই—তা হলেইতো মজা হবে।—
আমাদের পরিশ্রমটা কতক সার্থক হবে।

২য় সৈন্য—তাই তো বল্‌ছি ক'টা দিন একটু সবুর কর
দেখে নে কোথাকার চাঁদ কোথা গিয়ে
ডোবে। মনে রাখিস্ সবুরে মেওয়া ফলে।

১ম সৈন্য—আচ্ছা এখন চল রশই কর্‌বি নে?

২য় সৈন্য—হাঁ তা' তো কর্‌তেই হবে, আম্‌রা তো
শালার একাধারে ত্রিলিঙ্গ।

১ম সৈন্য—কেমন? বুঝ্‌লেম না।

২য় সৈন্য—বুঝ্‌লি নে? এই দেখ্ না যখন যুদ্ধক্ষেত্রে
যুদ্ধ করি তখন আম্‌রা পুংলিঙ্গ যখন রশই
ঘরে রশই করি তখন্ আম্‌রা স্ত্রীলিঙ্গ আবার
যখন খালি ঘরে একাকী শুয়ে থাকি তখন
আমরা ক্লীবলিঙ্গ। এখন বুঝ্‌লি?

১ম সৈন্য—কথাটা ঠিক বলেছিস্ ভাই। সমস্ত দিনটা
যুদ্ধ করতে পারি কিন্তু এই রশইটা করাই
বিপদ আর তার চেয়ে আরও বিপদ ঐ শূন্য
খাটিয়ায় একলা শুয়ে এপাশ ওপাশ করা।

২য় সৈন্য—সে কথা আর বলিস্ নে এখন চল। পেট্‌টা
বেশ একটু তাকিদ দিচ্ছে চল।

৩য় দৃশ্য

আগরার দুর্গ

(শাজাহান, জাহানারা।)

জাহানারা—বাপ জান! ফাজিল খাঁ কি ফিরে এসেছে?

শা'জাহান—হাঁ, মা এসেছে।

জাহানারা—ঔরংজেব কি বল্লে? সে কি এখানে আস্তে সম্মত হয়েছে?

শা'জাহান—তেমন রাজি হয় নাই, তবে কতকগুলি সর্ত্ত পাঠিয়েছে।

জাহানারা—কি কি তর্ত্ত?

শাজাহান—আমি নিজে নিজ ইচ্ছামত রাজকার্য্য করবো, রাজ কার্য্যে দারার কোন হাত থাক্‌বে না। দারা কে রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দেবো সে তার সুবা লাহোড়ে গিয়ে থাক্‌বে ইত্যাদি' ইত্যাদি।

জাহানরা—তুমি কি তার কোন জবাব দিয়েছ?

শাজাহান—না—দেই নি; আট দিনের মধ্যে উত্তর দেবার কথা ছিল—দেই নি—আট দিন তো চলে গিয়েছে।

জাহানারা—কি উত্তর দেবে?

শাজাহান—উত্তর কি দেবো তাইতো ভাব্‌ছি। সিংহাসন তো দারাকেদিয়ে ফেলেছি এখন কি ক'রে বলি তুই লাহোড়ে গিয়ে থাক।

জাহানারা—আপাততঃ এ সব প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে তা'কে একবার এখানে আস্‌তে বল্লে হয়। পরে তা'কে বুঝিয়ে একটা করা যাবে। সে যদি আমাদের কথায় রাজি না হয় তবে কয়েক দিন তা'কে এখানে বন্দী ক'রে রাখ্‌লে তার দলটা ভেঙ্গে যাবে—তখন সে আমাদের কথায় রাজি হ'তে বাধ্য হবে।

বাঁদী—(প্রবেশ) জাহাপানা! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঔরংজেবের সৈন্য দুর্গ অবরোধ করেছে।

শাজাহান—ঔরংজেব! আমার উপর চরোয়া করতেও তোর সাহস হয়েছে? মনে ক'রেছিস্ আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি—আমি পঙ্গু হ'য়েছি—কিন্তু মনে রাখিস্ তোকে আমিই জন্ম দিয়েছি তোকে শাস্তি দিবার ক্ষমতাও আমার আছে। তুই দুই-বার আমার সেনা পরাজিত করেছিস্ তোর ভয়ে আমার প্রাণের প্রাণ দারা আমার বুক থেকে ছিন্ন হ'য়ে পালিয়ে গিয়েছে; তুই আমার সম-কক্ষ হয়ে আমার নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছিস্! তবুও, ইচ্ছা ছিল তোকে ক্ষমা কর্‌বো। কিন্তু আর না আর পারলেম না; আর তোকে ক্ষমা করবো না। একবার তোকে বুঝিয়ে দেবো তোকে দেখিয়ে দেবো শাজাহান

এখনো মরেনি শাজাহান এখনও জীবিত আছে।—জীবনের শেষ ক'টা দিন শান্তিতে কাটাবো মনে করে সিংহাসন পরিত্যাগ করেছিলেম তা পারলেম না! তোকে শিক্ষা দিবার জন্য আবার আমায় রাজদণ্ড গ্রহণ করতে হল। তোরই সেনাবৃন্দের মাঝখানে গিয়ে আমি একবার হাক ছেড়ে দাঁড়াবো এমন সাহসী সেনা কিংবা সেনাপতি কে আছে? দেখবো এ বৃদ্ধের হুঙ্কারে কার হাত থেকে তরবারি খসে না পড়ে! মা, জাহানারা, তুই আমায় ধরে নিয়ে চল মা আমি দেখবো এ বৃদ্ধ সিংহের গুহায় হানা দিতে কার এত সাহস হয়েছে চল, নিয়ে চল।

৪র্থ অঙ্ক

আগরা-দুর্গ-সংলগ্ন নূরমঞ্জিন বাগান

(ঔরংজেব ও খলিলুল্লা)

খলিল—শাহাজাদা! বল প্রয়োগ ক'রে দুর্গ অধিকার করা সময় সাপেক্ষ হবে। পক্ষান্তরে আপনার শক্তিও ক্ষয় হ'বে। আর কামান দাগিয়ে দুর্গটি নষ্ট কর্'লে আপনারই সমূহ ক্ষতি। যে হেতু পরিণামে এখানে আপনাকেই আশ্রয় নিতে হবে—তাই কামান দাগিয়ে দুর্গের বহির্দ্ধার ভাঙ্গার পরই কামান দাগা বন্ধ করে দিয়েছি। এই দুর্গ অধিকার কর্'তে আপ্'নি আর বেশী সময়ও নষ্ট কর্'তে পারেন না। সোলেমান বিহার থেকে ফিরে আস্'ছে দারা সময় পেয়ে শক্তি-সঞ্চয় কর্'ছে যদি দারা এবং সোলেমান মিলিত হ'তে সময় পায় তবে অবস্থা আপনার পক্ষে গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে। তাই বল্'ছি দুর্গের খিজরী দ্বার অবরোধ করুন; দুর্গে জলাভাব হবে—তা, হ'লে সম্রাট দুর্গদ্বার খুলে দিতে বাধ্য হবেন! অবশ্য জলাভাবে সম্রাটেরও কষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখুন বর্ত্তমান অবস্থাতে অযথা নর-শোনিত পাত অপেক্ষা

সম্রাটকেও সাময়িক কষ্ট দেওয়া আপনার পক্ষে
শ্রেয়স্কর।

ঔরংজেব— (স্বগতঃ)

পুণ্য-ব্রতে ব্রতী আমি ;
লক্ষ্য মম ইস্‌লাম গৌরব ;
ইস্‌লামের কাছে তুচ্ছ গণি পিতৃরোষ।
বিশেষতঃ,
ব'সে আছি হেথা উন্মুক্ত প্রান্তরে।
হেন কালে দারা, সুজা, সোলেমান
তিন দিক হতে আসিলে চাপিয়া
সমূলে বিনাশ হব সেনাপুঞ্জ সহ।
আসিয়াছি বহুদূরে,
ফিরিবার নাহিক সময়।
দুই দিনে দুর্গ হবে করিতে বিজয়।
বিলম্বে বিনাশ হব ;
নাস্তিকতা পাইবে প্রশ্রয়।
দুই দিন হয় হক কষ্ট জনকের।
(প্রকাশ্যে) খলিলুল্লা! করিলাম স্থির ;
রুদ্ধ কর খিজিরী দুয়ার।

৫ম দৃশ্য

আগরার দুর্গ

(শাজাহান ও জাহানারা)

শাজাহান—জাহানারা! আর তো সহ্য কর্‌তে পাচ্ছিনে, মা; আমায় জল দে, জল দে। তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যায় মা—আমায় জল দে জল দে।

জাহানারা—ঔরংজেব! ধন্য তুমি! তোমার কল্যাণে এও দেখ্‌তে হল! ভারত সম্রাট আজ একবিন্দু জলের জন্য লালায়িত! ধন্য! ধন্য পুত্র তুমি বাবা! জল তো আর কোথাও নেই।

শাজাহান—জল নেই! জল নেই! দুর্গে জল নেই। ভারতবর্ষে জল নেই! পৃথিবীতে জল নেই। এযে জল হীন মরুভূমি! এযে করলে "কর্‌-বালা"! ঔরংজেব! তুই বীর পুরুষ বটে। তুই পাক্কা মুসলমান বটে! তুই কাফেরাধম এজিদকেও ডিঙ্গিয়েছিস্‌ তুই জল্লাদ সদৃশ্য শিমার কেও ডিঙ্গিয়েছিস্‌; হায়! হায়! এই, এই তো জগৎ! এই তো পিতা পুত্র সম্বন্ধ! হায় একদিন যে ভারত সম্রাট ছিল; একদিন যার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে লক্ষ লক্ষ সেনা পরিচালিত

ভক্ত; একদিন যার আজ্ঞা প্রতিপালন করতে জগৎ-বাসী কৃতার্থ জ্ঞান করত; একদিন যে কোটি-কোটি লোককে পানাহারে পরিতৃপ্ত করতে পারত, আজ সেই শাহান্‌শাহ শাজাহান তৃষ্ণা-নিবৃত্তির উপযোগী এক গণ্ডুষ জলের কাঙ্গাল! ধন্য জগৎ! ধন্য নিয়তির পরিহাস! মানুষ! জগতের মানুষ! একবার এস একবার দেখে যাও তোমাদের ঐশ্বর্য্য-গরীমার মূল্য কতটুকু, একবার দেখে যাও। ও হো হো আর সহ্য হয় না! (ক্লান্ত হইয়া বিছানার পতন এবং জাহানারা কর্ত্তৃক ব্যজন)

জাহানারা—বাবা! অধীর হইও না—ধৈর্য্য ধর। খোদার উপর নির্ভর কর।

শাজাহান—জাহনারা! মা আমার! আমায় হাওয়া কর হাওয়া কর। আমার জিবটা শুকিয়ে গিয়েছে। না, না, হাওয়া করিস্‌নে; হাওয়া করিস্‌নে—হাওয়াতে জিবটা যে আরও শুকিয়ে যায়! মা! মা! আমায় জল দে আমায় জল দে।

জাহানারা—না! আর সহ্য করতে পারলেম না! বাবা! বাবা! বুক চিরে তোমায় রক্ত দিতে পারি যদি তোমার পিপাসার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু

জল! জল দিতে পারবো না। যদি দুর্গে অবরুদ্ধা না হতেম; যদি পল্লি-বালিকার ন্যায় স্বাধীনা থাকতেম তবে আজ জাত্যাভিমান, বংশমর্য্যাদা ধন গরিমা সব বিসর্জ্জন দিয়ে জল সংগ্রহ করতেম—ভিক্ষা করে হলেও জল আনতেম—তোমায় জল দিতেম—তোমার পিপাসা শান্তি করতেম; কিন্তু কি ক'রবো;—উপায় নেই। আমি আজ শক্তিহীনা—বন্দিনী। তাই তোমার এই মর্ম্মন্তুদ যাতনা দেখেও নীরবে বসে আছি।

শা'জাহান—মা, শুধু কি আমারই কষ্ট হচ্ছে—তোর কি আর কষ্ট হচ্ছে না? তোর যে ঠোঁঠ দু'টো শুকিয়ে শুকনো জবাফুলের মত কাল হয়ে গিয়েছে—তোর মুখখানা যে শুকিয়ে চিটে হয়ে গিয়েছে—তা' কি আর আমি দেখতে পাচ্ছিনে? জাহানারা! আমি সবই দেখতে পাচ্ছি—সবই বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু উপায় নেই। হা পুত্র ঔরংজেব! পশুবল-দৃপ্ত ঔরংজেব! মনে রাখিস্ এ বিশ্বাস-ঘাতিনী পৃথিবী কা'রও নয়—তোরও নয়, আমারও নয়। এ পৃথিবী অনন্ত-আঁধার কিংবা অনন্ত আলোক রাজ্যের একটা প্রবেশ-দ্বার মাত্র। মনে রাখিস্ এখানে আঁধার

সৃজন কর্‌লে অনন্ত আঁধার রাজ্যে—আলোক সৃজন কর্‌লে অনন্ত আলোক রাজ্যে যেতে হবে। তুই যে হিন্দুকে পৌত্তলিক ব'লে ঘৃণা করিস্ আজ তুই সে হিন্দুকে ডিঙ্গিয়ে যেতে বসেছিস্, হিন্দু তো তার মৃত চৌদ্দ পুরুষ কে জল দেয়—আর তুই? তোর জন্মদাতা জীবন্ত পিতাকেও জল দিতে রাজি নস্। না! না! তোব দোষ নেই! তোর দোষ নেই! সকলি আমার কর্ম্মফল! আমি মানব-সুলভ-দুর্ব্বলতা বশে সন্তান-বাৎসল্যে পক্ষপাতিত্ব করেছি। দারাকে চক্ষের অন্তরাল কর্‌তে পারি নি — আব তোকে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য মৃত্যুর সম্মুখে পাঠাতেও কুণ্ঠিত হই নি। দারা তোর প্রতি কার্য্যে বাধা দিয়ে তোকে অপমান ক'রেছে—আমি প্রতিবাদ করি নি। আজ সেই পাপেব প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে।—

জাহানারা—বাবা! আব কথা ব'ল না;—যতই কথা বল্‌বে বুক ততই শুকিয়ে উঠ্‌বে।

শাজাহান—আর শুকুবে কি! বুকে রস থাক্‌লে তো শুকুবে?

জাহানারা—বাবা! আমি বলি—দুর্গের দ্বার খুলে দেওয়া যা'ক।

শাজাহান—আর উপায় নেই—দুর্গ দ্বার খুলে না দিয়ে আব উপায় নেই। মা! জাহানারা! দুর্গের দ্বার

খুলে দে, খুলে দে, আগে জল খেয়ে বাঁচি
পরে পুত্রের হাতে কোতল্ হই—আফ্‌সোস্
নেই। নাদির দিল!

নাদিরদিল— (নেপথ্যে) হুজুর! (প্রবেশ)

শাজাহান—তুই মোরাদ কে পত্রখানা দিয়েছিলি?

নাদিরদিল—হাঁ। জাহাপানা; শাহাজাদার নিজ হাতে অতি
গোপনে দিয়েছি।

শাজাহান—আচ্ছা; তুই—আর একখানা পত্র নিয়ে দিল্লীতে
দারার নিকট যেতে পারবি?

নাদিরদিল—জাহাঁপানার আদেশ হলে নিশ্চই পারবো।

শাজাহান—তবে এই পত্রখানা নিয়ে সুবিধেমত দিল্লী গিয়ে
গোপনে দারাকে দিবি;—দেখিস কেও যেন না
দেখে। জাহানারা! আমায় ধরে নিয়ে চল—
আমি নিজ হাতে—দুর্গের দ্বার খুলে দেবো।

সপ্তম দৃশ্য

আগরার দরবার গৃহ।

(ঔরংজেব খলিলুল্ল খাঁ মহম্মদ সুলতান।)

ঔরংজেব—মহম্মদ সোলতান!

দুর্গ হতে শাহি-সেনা নিষ্ক্রান্ত করিয়া
দুর্গ ভার করহ গ্রহণ।
মম পিতার সদন
অনুগত ভৃত্য-সম রহিবে সতত।
পরিচর্য্যে তাঁর
কভু যেন নাহি হয় ত্রুটি।
কহিও তাঁহারে;
সময়ে চরণ তাঁর ভেটিব নিশ্চয়।
শায়েস্তা খাঁ!
যুদ্ধ দিতে সোলেমানে
মম অর্দ্ধ সেনা সহ
হও অগ্রসর বিহারাভিমুখে।
পাইলে সুযোগ,
বন্দি তারে করিবে নিশ্চয়।
খলিলুল্লা! করহ প্রস্তুত
অবশিষ্ট বাহিনী আমার।

দারার সন্ধানে,
যাব আমি দিল্লী অভিমুখে।
যাও সবে—আজ্ঞা মতে কর কার্য্য।
(ঔরংজেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

আশফ খাঁ— (কুর্নিশ করিতে করিতে প্রবেশ)
শাহাজাদা!
যুবরাজ দারাসেকো
সিংহাসনে হয়ে প্রতিষ্ঠিত
করেছে উন্নীত মোরে
প্রধান সচিব-পদে।
কিন্তু ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত তিনি;
তাই সিংহাসনে
পূর্ণ অধিকার হয়েছে তোমার!
আজ্ঞা তব করিতে পালন,
আইনতঃ বাধ্য আমি এবে।

ঔরংজেব—বুঝিতে না পারি,—
পিতা বিদ্যমানে,
সিংহাসন দারাসেকো লভিল কেমনে!

আশফ—পিতা তব বার্দ্ধক্য বশতঃ
সিংহাসন করি' দারারে অর্পণ
রাজ কার্য্য হ'তে
অবসর করেছে গ্রহণ।

ঔরংজেব—পিতা কি এখন
নহে আর ভারত সম্রাট ?
আশফ—শাজাহান নহে আর ভারত-ঈশ্বর।
রাজদণ্ড তিনি
যুবরাজে করেছে প্রদান।
ঔরংজেব—শুন তবে মন্ত্রিবর !
পিতার প্রতীভূ-রূপে
দারাসেকো হ'তে
রাজ্যভার আমি করিনু গ্রহণ।
রাজকর্ম্মচারিগণ
যে আছে যে পদে রহিবে তেমন।
ফাজিলখাঁ—(প্রবেশ) শাহাজাদা !
তব জনকের ব্যাকুলতা
না পারি সহিতে
আসিলাম পুনঃ তব পাশে।
শাহীসেনা পরাজয়ে,
দুর্গের পতনে,
ক্ষুব্ধ নহে তিনি ;
কিন্তু তব অদর্শনে,
বিষম বিষাদে তিনি যাপেন জীবন।
অতি বৃদ্ধ পিতা তব,
আছে বসি মরণের দ্বারে

প্রাণে তার দিওনা বেদনা।

ঔরংজেব—যাও তবে,—কহ গিয়ে,

এখনি ভেটিব আমি চরণ তাঁহার।

(সকলের প্রস্থান এবং আগ্রা প্রাসাদমুখে

যাত্রা পথে ঔরংজেবের পুনঃ প্রবেশ)

খলিল—(পশ্চাৎ হইতে বেগে প্রবেশ)

কোথা যাও; শাহাজাদা!

মৃগ-শিশু রাখি আনায় মাঝারে,

অবরুদ্ধ করে যথা স্বাধীন শার্দ্দূলে;

কিংবা যথা,

কৃত্রিম কদলি বাগ করিয়া রচনা

বন্দি করে বলিষ্ঠ রাবণে,

তেমতি তোমারে, দেব,

পিতৃ দরশন পুণ্যে প্রলুব্ধ করিয়ে

আগরা প্রাসাদে আজি নিতেছে টানিয়ে।

সাবধান, শাহাজাদা!

যেওনা, যেওনা এবে আগরা প্রাসাদে।

হারা'ওনা তব অমূল্য জীবন।

ঔরংজেব—অসম্ভব তোমার বচন!

আছে কে নিষ্ঠুর হেন অবনী ভিতর,

দীর্ঘ বিরহের পর,

পুত্র যদি ছুটে যায় পিতৃ-বক্ষোপর

বিনিময়ে স্নেহ-আলিঙ্গন,
পুত্র প্রাণ হরে পিতা জল্লাদ সমান ?
বিশেষতঃ আগরা প্রাসাদ
শাহীসেনা শূন্য এবে ;
কে আছে এমন সেথা বধিবে আমায় !

খলিল—শাহাজাদা ! জান না কি তুমি ?
তাতারী রমণিগণ সিংহিনী সমান !
আছে সেথা শত শত তাতারী রমণী
লুকায়ে অঞ্চল তলে সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর।
প্রাসাদ-মাঝারে,
যেই তুমি করিবে প্রবেশ,
নির্দ্দয়-বাঘিনী-পারা
সতেজ খঞ্জর ঘায় নাশিবে তোমায়।

মহাম্মদ সোলতান— (নাদিরদিলকে ধৃত করিয়া প্রবেশ)
পিতঃ ! হের এ ভৃত্যাধম ;—
সরল-শিশুটী সম আসি মম পাশে
মাগিল আদেশ
ছেড়ে যেতে আগরা প্রাসাদ।
কিন্তু তার নয়নে বদনে
কুটিলতা উঠিল ফুটিয়া ;
তাই সন্দেহের বশে
অঙ্গ তার দেখিনু খুঁজিয়া।

হের এই লিপি
পাইয়াছি কটীতে তাহার।
ঔরংজেব—পড় শুনি লিপিকার মর্ম্ম কিবা;
কে লিখিল কাহার উদ্দেশে।
মহাঃ সোলতান— (পত্রপাঠ)

প্রানাধিক দারা! তুমি আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত—দিল্লীতে অবস্থান করিবা এবং লাহোড়ের শাসন কর্ত্তার সাহায্যে সেনাবল সংগ্রহ করিতে থাকিবা। আগরার জন্য ব্যস্ত হইওনা। আগরার ব্যবস্থা আমি নিজেই করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
শাহজাহান।

ঔরংজেব—দেহ লিপি, হেরিব স্বাক্ষর।
(পত্র দেখিয়া)
ঔরংজেব!
ছিন্ন কর আজি হ'তে পার্থিব সম্বন্ধ।
পিতা নাই, ভ্রাতা নাই পুত্র নাই।
কিছুনাই ধরায় তোমার।
কেবল ইস্‌লাম আছে,
ইস্‌লামের দাস তুমি,
ইস্‌লাম সেবায়—

দেহ মন করহ তর্পণ।
অন্য চিন্তা আজি হতে হ'ক অবসান।
শুনিয়াছি পরস্পর,
বধিতে আমারে,
পিতা নাকি মোরাদেরে
করিয়াছে উত্তেজিত;
কিন্তু করিনি বিশ্বাস কভু।
এবে কার্য্য পরম্পরায়
হতেছে প্রত্যয় তাহা।
পিতা হয়ে পুত্রের বিনাশ
করে যদি সতত কামনা
পুত্র কেন ভুলিবেনা পিতারে তাহার।
তাই বাঁধিলাম হৃদি-মন
পিতৃ-দরশন হবেনা জীবনে আর।

৮ম দৃশ্য

মোরাদের শিবিরের একটী নিভৃত কক্ষ।

(শাহবেজ ও কুতুবদ্দিন।)

শাহবেজ—কি হে ভায়া। এই গভীর রাত্রে এত গোপনে আমাদিগকে তলব দিয়েছে কারণ টা কি বল দেখি।

কুতুব—কারণ টা কি, তা' কি আর বুঝতে পারছ না? এই যে ধীরে ধীরে ঔরংজেব সর্ব্বে সর্ব্বা হতে চলেছে—তার একটা প্রতিকারের উপায় স্থির কর্‌তে চায় সম্ভব।

শাহবেজ—সে বোকাটা কি এতদিনে সেটা বুঝতে পেরেছে?

কুতুব—সহজে কি বুঝতে পেরেছে—চক্ষে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়েছে তাই বুঝতে পেরেছ।

শাহবেজ—বাস্তবিক পক্ষেও ঔরংজেব বাদসা হলে আমাদেব জারি জুরি কারি কুরি আর খাটবে না। কিন্তু গতিকটে বড় ভাল দেখাচ্ছেনা। এখন উপায় কি?

কুতুব- উপায় আর কি। ঐ যে পরামর্শ করে প্রস্তাব টা ঠিক করেছি তুমি সেটে একবার বেশ করে বুঝিয়ে বলে দেখ কি হয়।

শাহবেজ—ইচ্ছে তো আছে—তবে এখন তাকে সজ্ঞানে পেলে হয়। এত রাত্রে যে সে সজ্ঞানে আছে তা তো বোধ হচ্ছে না।

কুতুব—আম্‌রা এসে বসে রইলেম—তার তো কোন খোঁজ নেই।

শাহবেজ—নেশার ঘুম সহজে কি ভাঙ্গে?
না, না, ঐযে আস্‌চে, চুপ।

মোরাদ—(প্রবেশ এবং স্বগতঃ)
ধীরে ধীরে ঔরংজেব হতেছে প্রবল।
বিষ-দন্ত তার না ভাঙ্গিলে এইক্ষণ,
অচিরে দংশিবে মোরে।
দানি তীব্র হলাহল,
সর্ব্বনাশ মোর করিবে সাধন।
আশু প্রয়োজন নিধন তাহার।
পিতা মোরে দিয়েছে আশ্বাস,
করিলে বিনাশ তার,
অর্দ্ধ রাজ্য পাব আমি।
কিন্তু কি উপায়ে
উদ্দেশ্য সফল হবে বুঝিতে না পারি।
(প্রকাশ্যে)
সভাসদগণ!
করিতে নির্ণয়

উপস্থিত কর্ত্তব্য আমার
করিয়াছি আবাহন তোমা সবাকার।
হের দিন দিন ঔরংজেব
শক্তিশালী হতেছে কেমন।
না করিলে পর্য্যুদস্থ সহসা তাহারে
বাঞ্ছা মম হবে না পূরণ।

শাহবেজ—জাহাপানা।
"ধর্ম্মতঃ" সমর, শ্যামগড়রণ
তোমারই বীরত্বে শুধু হয়েছে বিজয়।
সিংহাসন তাই—ন্যায়তঃ তোমার।
কিন্তু তোমারে নীরব হেরি
আমরাও রয়েছি নীরব।
তোমার আদেশ মতে
উর্দ্ধ-হার বেতনেতে প্রলুব্ধ করিয়ে
ঔরংজেব ব্যূহ হ'তে
বহু-সেনা করিয়াছি তোমার অধীন;
এবে সেনাবল তব হয়েছে প্রচুর।
পক্ষান্তরে,
ঔরংজেব অর্দ্ধ সেনা তার
যুদ্ধ দিতে সোলেমানে
পাঠায়েছে বিহার প্রদেশে।
বাঁকি অর্দ্ধ সেনা সহ,

নিজে সে'ও করিছে গমন
দারার সন্ধানে দিল্লী অভিমুখে।
মম অভিপ্রায়,—
দারাব সন্ধান ভাগে,
তব সৈনিক সমষ্টি সহ
পশ্চাতে তাহার
আমরাও করিব গমন।
সুযোগ বুঝিয়া
অতর্কিতে করি' আক্রমণ
সমূলে বিনাশ তার করিব সাধন

কুতুব—খোদাবন্দ !
শাহবেজ অভিমত
অতীব উত্তম বলি' জ্ঞান হয় মম।

মোরাদ—আমিও বিশেষ দেখেছি ভাবিয়ে
ভিন্ন পন্থা কিছু আর না পাই খুঁজিয়ে
অতএব করহ প্রস্তুত
বাহিনী আমার ;—
ঔরংজেব পিছু পিছু হব অগ্রসর
দিল্লী অভিমুখে।

নবম দৃশ্য

দিল্লী—ঔরংজেবের শিবির

(ঔরংজেব)

ঔরংজেব—আসিলাম ইস্‌লাম রক্ষায়,

এবে প্রাণ রক্ষা মম হ'ল মহা দায় !

সম্মুখেতে দারাসেকো ক্রুদ্ধ বিষধর

রয়েছে দাড়ায়ে বিস্তারি বিপুল ফণা !

শর-শয্যা করিয়ে রচনা

পৃষ্ঠদিকে শাহ সুজা আসিছে তাড়িয়া !

অশনি সমান

শিরোপরে দোলে সোলেমান !

গৃহ কোণে পিতা মম

আহত শার্দ্দূল সম করিছে গর্জ্জন

বুক চিরে রক্ত পান করিতে আমার।

শমনের ছায়া পারা

সাথে সাথে ঘুরিছে মোরাদ।

বিশাল-বারিধি-বক্ষে

ঘূর্ণিত ঝটিকা মাঝে

জীবন-তরনী মম করে টলমল।

প্রতি পলে মনে হয়

ডুবিল ডুবিল বুঝি হায়।
আশা পথ ছাড়িব না তবু,—
শত্রুর কুহক পাশ কাটি' একে একে
সাধনার পথে হব অগ্রসর।
উপস্থিত শত্রুগণ মাঝে
মোরাদি প্রবল তম—আসন্ন প্রমাদ।
উদ্দেশ্য তাহার,—
পশ্চাৎ হইতে,
অতর্কিতে করি আক্রমণ
ধ্বংশ মোর করিবে সাধন।
তাই, সর্ব্বাগ্রে প্রচেষ্টা তার,
ব্যর্থ করিবারে
আজি তারে করেছি আহ্বান।
তিনবার আরো তারে
করিয়াছি নিমন্ত্রণ ;—
কপট উত্তরে করেনি গ্রহণ।
আজিও কি আসিবে না ?
শিকার সন্ধানে আজি গিয়াছে উন্মাদ
অবশ্য আসিবে হেথা ফিরিবার পথে।
(মোরাদের প্রবেশ)
এস ভ্রাতঃ!
অনশনে আছি আমি তব প্রতীক্ষায়।

দুই ভ্রাতা আজি
একত্র ভোজন করি'
রাজ কার্য্য আলোচনা করিব গোপনে।
(উভয়ের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন—মোরাদ ও ঔরংজেব এক টেবেলে ভোজনে রত এবং টেবেলের নিম্নে মদের বোতল)

ঔরংজেব ভ্রাতঃ! পরিশ্রান্ত তুমি আজ;
করহ বিশ্রাম এবে;
রাজকার্য্য আলোচনা হইবে প্রত্যুষে!
তব পরিচর্য্যা হেতু আসিবে সেবক।
(প্রস্থান)

মোরাদ (টেবেলের নিম্ন হইতে মদের বোতল উঠাইয়া) যা'ক, ভালই হ'ল; এখন একটু আরামে পান করা যা'ক। আমি যে সুরেশ্বর তা' দাদা বেশ জানে! তবুও বড় ভাই তো! তার সাম্‌নে এটা গলাধ কর্‌তে কেমন একটু বাধো বাধো কর-ছিল। (মদ্যপান) একটু কা'ত হওয়া যা'ক (তথা করণ)। দাদা সেবক পাঠাবে ব'লে গেল। এই জায়গায় দাদা একটু ভুল করলো। সেবক না পাঠিয়ে যদি একটা সেবিকা পাটা'ত তবেই ঠিক হ'ত। এই যে কে যেন একটা

আস্‌ছে। হাঁ হাঁ! দাদা রসিক না হলেও রসিকের কদর বোঝে। এই যে একটা তোফা সেবিকাই হাজির! (সেবিকার প্রবেশ সেবায় রত) একি! এযে এসেই সোজা সেবিকা সেজে গেল দেখছি! দেখ প্রবাসে যেমন নিয়ম নাস্তি শূন্য ঘরেও তেম্নি নিয়ম নাস্তি। বলি এখানে একটু গা ঘেসে ব'সো! (সেবিকার হাত ধরিয়া পাশে বসান এবং সেবিকার সলজ্জ ভাবে উপবেশ) বাঃ এ যে সোজা বাসর বনে গেল দেখ্‌ছি! বলি, একটুখানি মুখ তুলে চাও একটু একটু মুচকি মুচকি হাঁস—একটু একটু আর নয়নে চাও—তবেই তো সেবিকা—নইলে আর সেবিকার দরকার কি? বলি,—রূপখানা তো মনোহরা—প্রাণটা কেন এত কড়া!

সেবিকা—শাহাজাদা!

আমি বাঁদী—নই শা'জাদী।

মোর চাহনী কি হবে তেমন

শাজাদার যায় উঠ্‌বে মন।

মোরাদ—ওঃ বাবাঃ!

লেজ নাড়ে আর মিটি মিটি চায়

ঐ বাঘিনীই মানুষ খায়।

বা'ক কথা তো ফুটেছে—এখন সবই হবে।

আচ্ছা তোমার ঐ তুল্‌তুলে হাত খানা দিয়ে একটু শিরাজি দেও দেখি। (সেবিকা কর্ত্তৃক মদ্য প্রদান) একটু প্রসাদ ক'রে দাও;—তোমার ঐ টুক্‌টুকে ওষ্ঠ পরশে একটু প্রসাদ করে দাও।

সেবিকা—ওঃ মাঃ;—এত সুখ তোর কপালে তবে কেন চট্‌ বোগলে! শাহাজাদা! আপনার প্রসাদই আমাকে দিন।

মোরাদ—না! না! তুমি শক্তি-রূপিনী, অনন্ত শক্তি শালিনী— মোক্ষদায়িনী— হৃদয়-বিহারিণী—তোমার প্রসাদই আমায় দাও।

সেবিকা—না তা' হতে পারে না—আপনি শাহাজাদা।

মোরাদ—তা'তে কি! এখন তো তোমার আঁচলে বাঁধা! (মদ্য পান করিয়া সেবিকাকে প্রদান এবং সেবিকার মদ্য পানের ভাণ) আচ্ছা তুমি গাইতে পার? একটা গান গাও দেখি।

সেবিকা—গাইতে না পার্‌লেও যখন আদেশ করেছেন তখন গাইতে হবে।

মোরাদ—বেশ! বেশ! তবে গাও—দাদা কি আর যা তা একটা পাঠিয়েছে।

সেবিকা— **গান**

(মোরা) বহুরূপী বহু রূপ ধরি
আমরা কুলের নারী কুলে থাকি
বিষম সংসারী
সুতা সুত পতি তরে
ভুলে যাই আপনারে
পতি সনে চিতায় শুতে ত্রিদিব পাসরি।
পর পুরুষে হ'লে রত
কপট হাসি হাসি কত
কথার আগে চক্ষে জল—কত ছল করি।
ধরিবারে ছদ্ম-বেশ
চাইনে মিথ্যা শ্মশ্রু-কেশ
(শুধু) আঁখি ঠারে মৃদু হাসে সবে মাত করি।

(গান শুনিতে শুনিতে মোরাদের নিদ্রা)

শা'জাদা তো ঘুমিয়েছে ;—এখন আদেশ মত কার্য্য করা যা'ক। হায় রমণি! তুমি সব করতে পার! তুমি মায়াবিনী সেজে দুনিয়া ভুলাতে পার, কুসুমের দুষ্ট কীট হ'য়ে হলাহল দান করতে পার, পাপের পূর্ণ অবতার হয়ে ধরায় রৌরব সৃজন করতে পার! আবার প্রেমের পুণ্য মূর্ত্তি হয়ে পৃথিবীকে স্বর্গেও পরিণত করতে পার। আবশ্যক হলে পরস্বাপহারক

তস্করও সাজ্‌তে পার। আজ তোমার
তস্কর-বৃত্তির অভিনয় কর।
(মোরাদের অসি খুলিয়া লইয়া প্রস্থান এবং
কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈন্য—যা' যা' ঘুমে থাক্‌তেই বেঁধে ফ্যাল।

২য় সৈন্য—তুই যা'—তুই আগে যা'।

মোরাদ—(নিদ্রা ভঙ্গ)
এ কি! কোথা সে রমণী!
কোথা মম অসি!
সেনাগণ কেন হেথা করেছে প্রবেশ!

১ম সৈন্য—শাহাজাদা! বন্দি তুমি।

মোরাদ—বুঝিয়াছি! বুঝিয়াছি!!
হারে বিশ্বাস-ঘাতক!
গৃহে আনি নিমন্ত্রণ করি'
এই বুঝি তোর অতিথি সৎকার!
(সৈনিকগণের বন্দি করিতে চেষ্টা)
সাবধান নরাধম!
অঙ্গ মোর করিলে পরশ
হারাবি জীবন।
কে করিবে বন্দি মোরে!
আন্‌ আগে ডাকি'
বিশ্বাসঘাতক প্রভুরে তোদের।

ঔরংজেব (প্রবেশ)—এই আমি রয়েছি হেথায়।
মোরাদ!
চাহ একবার হৃদয়ের কোণে তব!
স্থির মনে ভাব একবার,
তবেই বুঝিবে,—
বিশ্বাসঘাতক আমি কিবা তুমি!
ভাব একবার,—
পিতার সে গুপ্ত লিপি কথা—
আমারে করিতে হত্যা—
পাইয়াছ যাহা তুমি!
ভাব একবার,—
কেন পিছু পিছু আসিছ আমার।
ভাব একবার—
মম বাহিনী মাঝার
কে করেছে বিদ্বেষ সঞ্চার!
ভাব একবার,—
হীন বল করিতে আমায়,
আমার বাহিনী হ'তে
সেনাপুঞ্জ মোর
কে লয়েছে কুমন্ত্রে ভুলায়ে!
সুরাসক্ত নরাধম!
ভুঞ্জ এবে নিজ কর্ম্মফল!

মম প্রাণ করিতে হরণ
করেছ প্রয়াস,
তবু তোরে করিনু মার্জ্জনা।
সেনাগণ! বন্দি কর তারে।
(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক মোরাদকে বন্দি করণ)

মোরাদ—মিথ্যাবাদী! প্রবঞ্চক!
অর্দ্ধ-রাজ্য বিনিময়
দিলে বুঝি করে মোর সুবর্ণ বলয়!

ঔরংজেব—হারে মূর্খ!
অঙ্গীকার পত্র মম দেখগে পড়িয়ে।
কনিষ্ঠের সম
মম সনে ব্যবহার করেছ কি তুমি?
তবু শুন কহি,—
আমার অনিষ্ট চেষ্টা
কর যদি পরিহার
মম অঙ্গীকার পালিব নিশ্চয়।
(সেনাগণ প্রতি)
যাও;—
লয়ে যাও পাপাত্মারে
সম্মুখ হইতে মোর।
(মোরাদকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান)
(দেহরক্ষীর প্রতি)

যাও ;—

ডাক হেথা সেনাপতি বাহাদুরে।

(দেহরক্ষীর প্রস্থান এবং বাহাদুরের প্রবেশ)

শুন্‌লেম, দারাসেকো লাহোড়ে পালিয়ে গিয়েছে। আরও বুঝ্‌তে পারলেম, সে এখনও বিশেষ কোন সেনাবল সংগ্রহ কর্‌তে পারে নি। সুতরাং নিজে আমাকে তার অনুসরণ করবার কোন প্রয়োজন দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। তুমি একাই সব কর্‌তে পারবে। তাই বল্‌ছি তুমি এখনই তোমার দুই হাজার সেনা নিয়ে লাহোড় যাত্রা কর। সর্ব্বদাই তা'কে অনুসরণ কর্‌তে থাক্‌বে—যেন সে সেনা সংগ্রহ করবার অবসর না পায়। শুন্‌লেম শাহসুজা পুনঃ বল সংগ্রহ করে বিহারে উপস্থিত হয়েছে। সে জন্য আমাকে এখনি বিহার অভিমুখে যাত্রা কর্‌তে হবে। তুমি যাও—এখনি লাহোড় যাত্রা কর—বিলম্ব কর'না।

বাহাদুর—বহুত আচ্ছা জাহাঁপানা।

১১শ দৃশ্য

রাজা পৃথুর প্রাসাদ সংলগ্ন উপবন।

(রেণুকা)

রেণুকা—কৈশোরের খেলাধূলা গিয়েছে ফুরায়ে,
ভাল নাহি লাগে আর সখি-সম্ভাষণ।
জননীর সোহাগ যতন,
পিতার আদর,
দিনে দিনে বাড়িছে যদিও
নহে আর সুখদ তেমন।
আসি উপবনে,
কুসুম-চয়নে ভিজে হাত ;—
বৃন্ত-রসে অশ্রুপাত করে যে কুসুম!
সম বেদনায় হায় ভরে উঠে বুক।
গাঁথি ফুল-হার—পরি গলে
নাহি হয় তৃপ্তির সঞ্চার!
ছিঁড়ি হার, ফেলি জলে,
অজানা অকুলে
ভেসে যায় মলিনা কুসুম ;
আতঙ্ক উদয় হয় সে দৃশ্য দেখিয়ে,

ভয়ে ভয়ে ফিরি গৃহে।
মানস চঞ্চল,—
অবিরল শূন্যে ঘুরে শূন্য লক্ষ্য নিয়ে।
খুঁজি নির্জ্জনতা ;
ছুটে যাই নিরজনে,
আনমনে থাকি বসে'—আসে অবসাদ।
অলক্ষ্যে সখিরা গিয়ে করে উপহাস ;
হয় রোষোদয়—করি তিরস্কার,
চলে যাই স্থানান্তরে।
হেরি' এই প্রভাতের নব জাগরণ
জীবকুল উল্লসিত মন।
তরুণ অরুণ-রাগে,
উদ্ভাসিতা বিপুলা ধরণী—
সঞ্চারিছে নব-রস
প্রতি অনু পরমাণু-মাঝে।
বন-উপবনে,
মলয়া চুম্বনে উঠিছে হিল্লোল মৃদু।
বিশ্বময় সুষমার খেলা ;—
হৃদয়-বিকলা নেহারিতে সে মাধুরী !
কিবা চায় মন,—
কোথা ধায়, কাহার উদ্দেশ্যে
বুঝিতে না পারি কিছু !

গান

কোন্ অজানা দেয় গো হানা
পর্‌দা টানা আমার দ্বারে
অপরশের কর পরশে
প্রাণ যে বশে থাক্‌তে নারে।
আব্‌ছায়া কার ঝালর ফাঁকে
পড়্‌ছে আমার মনের চখে
প্রদীপ হাতে ব্যাকুল চিতে
যাই দেখিতে—পাইনে তারে।
দ্বার যে আমার ছিলই খোলা
পর্দ্দাও আজি রইল তোলা
ওরে নিঠুর, ওরে কঠোর
অদূরের দূর রাখিস্ নারে।

(প্রস্থান)

সোলেমান—(প্রবেশ)

পিতা মম পরাজিত!
আগরা-পিঞ্জরে,
রুদ্ধ এবে সিংহ শাজাহান।
রক্ষিত সুশুভ্র তবু মম খরযাণ!
অহো! যদি আসে মম পাশে
সহস্র সৈনিক,
মুহূর্ত্তে উলটি দেই হেন অবিচার।

ধরাময় করে দেই পুণ্যের প্রচার।

(নেপথ্যে গান—কোন্ অজানা)

একি !

এ ঘোর অরণ্য মাঝে,

কোথা হ'তে ভেসে আসে

কিন্নরীর মধুর ঝঙ্কার।

একি মায়ার ছলনা !

কিংবা,

মৃগ-হন্তা নিষাধের বীণার নিঃস্বন !

বুঝিতে না পারি

এ আবার কোন্ নূতন স্বপন !

একি হেরি সম্মুখে আমার ! !

বিমোহিনী মোহিনী মুরতি এক,

মদিরা-মন্থরে

ধীরে ধীরে আসে মোর পানে !

(রেণুকার প্রবেশ)

প্রতি অবয়বে যেন তার

ফুটিয়াছে ভকতির শত শতদল !

স্নেহ-পরিমল

ভাসে তার নয়ন যুগলে !

মধুর অধরে, মরি,

খেলিছে নীরবে যেন প্রেমের লহরী।

ঘন-ঘেরা শ্যামকুঞ্জে
প্রফুল্ল গোলব সম সুন্দর বদন।
মুক্ত কুন্তল-দাম—বিশাল ভ্রমর-পাঁতি
উড়িছে পিছনে যেন গায়ে গায়ে মিশি।
নাহি ভয়, নাহিক সঙ্কোচ
নিঃসঙ্কোচে ভ্রমে বনে বনদেবী যেন!
(বেণুকার প্রতি)
কে তুমি সুন্দরি!

রেণুকা— গান

চির আকিঞ্চন বাঞ্ছিত রতন
এসেছে আমার নয়ন দ্বারে
সরমে জড়িত অবশ রসনা
কথা নাহি ফুটে তুষিতে তারে।
পূজিবার মন্ত্র গিয়েছি ভুলিয়ে
আপনারে আমি ফেলেছি হারিয়ে
নাহি উপচার দিতে উপহার
ফিরে বুঝি যায় বিরাগ ভরে॥

রেণুকা—মরি! মরি! কি মাধুরী!
কল্পনা জিনিয়ে রম্য পুরুষ রতন
কোথা হ'তে এল হেথা!
চিন্তা-কীটে আকুলিত বদন মণ্ডল,
তবু যেন হায়,

বহে তায়
অমিয় সোহাগ-স্রোত সহস্র ধারায় !
ললাটের আভা
অতুল প্রতিভা করিছে প্রচার।
ভ্রমর লাঞ্ছিত কৃষ্ণ ভুরু
মরি কত মনোহর !
নাসিকা সরল—যেন মদনের বাঁশী।
অধরে মধুর হাঁসি রয়েছে ঘুমায়ে।
নয়ন-যুগলে, মরি, তড়িতের খেলা !
হৃদয় বিকলা মম অলক্ষ্যে নেহারি।
যাই, চলে যাই—পাছে ঘটে কি প্রমাদ।
না, না, পারিনা যাইতে—চলে না চরণ।
যেন প্রাণ মন করেছি অর্পণ
ও রাঙ্গা চরণে ;
ফিরে নিতে অধিকার নাহিক আমার !

সোলেমান—কে তুমি, সুন্দরি !
নির্জ্জন এ বনমাঝে কেন একাকিনী ?
বিষাদ রাগিনী কেন
মধুর অধরে তব।

বেণুকা—এ রাজ্যের রাজা পৃথ্বীরাজ ;—
আমি তাঁর স্নেহের দুহিতা।
গান আসে মনে

গাহি তাই আনমনে
বিষাদ রাগিনী কিনা কহিব কেমনে।
পর্ব্বত বাসিনী আমি ;—
সদা ফিরি বনে একাকিনী।
বিশেষ এ বন
রাজ উপবন সনে রয়েছে লগন।
পুরুষের হেথা
প্রবেশেব নাহি অধিকার।
পথিক প্রবর !
কুলবালা আমি,—
অজানা বিদেশী সনে
মম আলাপন
ধৃষ্টতা আমার,
নিজগুণে করিবে মার্জ্জনা।
পরিধানে রণ সাজ,—
মহিমা মণ্ডিত তব দেহের গঠন
রাজবংশ-জাত বলি' করে বিজ্ঞাপন।
প্রলোভন তাই নারিনু দমিতে
জিজ্ঞাসিতে পরিচয় তব।
নাহি যদি থাকে বাধা,
হৃদে যদি নাহি লাগে ব্যথা
কহ শুনি কে তুমি যুবক ?

কি কারণে হেথা আগমন ?

সোলেমান—রাজবালা !

বুঝিলাম বিদুষী রমণী তুমি ;
অতীব অটল হৃদয়ের বল তব।
তথাপি অবলা তুমি,
কি ফল লভিব, বল,
তব পাশে দিলে পরিচয় !

রেণুকা—হায়, রে, পুরুষ !

অবলা বলিয়া সদা কর হেলা !
বাহু বলে নারী হ'তে পারে হীনা ;
কিন্তু ভক্তি স্নেহ প্রেম আদি সেবাগুণে
অবলা প্রবলা কত তোমা হ'তে
দেখনা ভাবিয়ে।
হে বিদেশি !
সত্য বটে আমি সামান্য অবলা ;
কিন্তু পৃথ্বীরাজ-সুতা আমি।
মম পাশে উদ্দেশ্য জানালে
কথঞ্চিৎ ফল-লাভ নহে অসম্ভব।
স্বভাব-সম্ভূত তব বদনের তেজ
কি যেন অভাবে হয়েছে মলিন।
তড়িতের ঢেউপারা হতেছে বিলীন
হৃদয়ের অভিলাষ হৃদয়-গগনে।

বাহুতে অসীম বল,—
প্রয়োগের স্থল হয়েছে অভাব যেন।
তাই করি অনুনয়,
দেহ পরিচয়।
ক্ষুদ্র শক্তি যা' আছে আমার
করিব নিয়োগ
হৃদয়ের ভার তব করিতে লাঘব।
অর্থে যদি থাকে প্রয়োজন
রতন কাঞ্চন যা' আছে আমার
তব করে করিব অর্পণ।
ধরি' পিতার চরণ
ভিক্ষা মাগি' লব,
সেনাবল আবশ্যক হয় যদি তব।
দাস-দাসী চাহ যদি,
তুচ্ছ এ অভাব অবশ্য-পূরিবে হেথা।
সোলেমান—(স্বগতঃ) অতল জলধি-তলে,
থাকে লুকাইয়ে
মহামূল্য মুকুতা রতন
হীরা কহিনূর রহে আঁধার পাতালে।
তাই বুঝি হায়,
ভূধরের নিভৃত গুহায়
এ অমূল্য রমণী রতন

রয়েছে গোপনে !
হায়, সাধ হয় মনে
এ অপূর্ব্ব অরণ্য-প্রসূনে
হৃদে রাখি আবেশে ঘুমায়ে থাকি
বিজন কান্তারে হেথা।
কিন্তু হায়, ভয় হয়,
কর্ত্তব্যের কঠোর তাড়নে,
উদ্বেলিত হৃদয়ের তাপ
কোরক সময়ে পাছে শুষ্ক করে তায়।
(প্রকাশ্যে)
রাজবালা ! ক্ষমা কর মোরে।
বুঝিলাম রমণী মাঝারে
রমণী-রতন তুমি !
শুন তবে পরিচয় মম।
দিল্লীশ্বর শা'জাহান-পৌত্র আমি—
পিতা মম যুবরাজ দারাসেকো।
বিদ্রোহ দমন হেতু
গিয়েছিনু বঙ্গদেশে !
অকস্মাৎ তৃতীয় পিতৃব্য মম
বিদ্রোহ করিয়া
আগরা প্রাসাদে
অবরোধ করেছে সম্রাটে।

ভীত হয়ে তাই'
সমুদয় সেনা মম
একাকী ফেলিয়ে মোরে করেছে প্রস্থান।
বিদ্রোহী-বাহিনী
গতিরোধ করিতে আমার
আগরার পথ আছে আগুলিয়া।
সেনাবল বিনা
উন্মুক্ত করিতে পথ হয়েছি অক্ষম।
সৈনিক সংগ্রহ হেতু,
মম আগমন হেথা।

রেণুকা—(স্বগতঃ)
যোগ্য পাত্রে মন করিয়াছি সমর্পণ।
(প্রকাশ্যে)
শাহাজাদা! প্রণাম চরণে।
চল মোর সনে,
পিতৃপাশে মম।
অঙ্গীকার মম অবশ্য পালিব।

(ছোলেমানের প্রস্থান এবং রেণুকাব গান)

গান

দেখি নাই কভু মনে হয় তবু
চির পরিচিত সখী গো—

আপন বলিয়ে যাই সাথে নিয়ে
পাছে যেন নাহি কাঁদি গো।
সরলা বালিকা রূপেরই নেশায়
অঞ্জলি করিয়ে দিল আপনায়
কিছু তার—বাকি নাহি গো
যাহা করিবার করিয়াছি আমি
যা' কবিবে কর, তুমি মোর স্বামী
আমি চির দাসী—দাসী গো।

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

বিহার প্রদেশ—কোরা যুদ্ধক্ষেত্র।

ঔরংজেবের শিবির

ঔরংজেব, মিরজুম্লা, যশোবন্ত সিংহ।

ঔরংজেব—মির! তুমি মম প্রকৃত বান্ধব!
আসন্ন বিপদকালে আসিয়াছ তাই!

মিরজুম্‌লা—খোদাবন্দ!
দারার নাস্তিকভাব করিয়ে দর্শন,
শিখি-সিংহাসনে,
প্রতিষ্ঠিত করিতে তোমায়
বহুদিন হ'তে
গোপনে বাসনা চিতে করেছি পোষণ।
আজি বিধির কৃপায়
পাইয়াছি সুবর্ণ সুযোগ।
তাই অনাহারে অনিদ্রায়
এসেছি ছুটিয়ে দাক্ষিণাত্য হ'তে।

যশোবন্ত—জাহাঁপানা।

বাড়িছে রজনী ধীরে,
আগামী প্রত্যূষে দিতে হবে রণ ;
সামরিক ব্যূহ করিতে রচনা
কর এবে বিহিত আদেশ।

ঔরংজেব—ধন্য মহারাজ! ধন্য তুমি!
তোমার এ সাময়িক উপদেশ তরে।
মহারাজ! বাহিনীর ডান পক্ষ
করিবে চালনা তুমি।
বাম-পক্ষে রবে রামসিংহ।
গোলন্দাজগণ রবে মিরের অধীন।
কেন্দ্রস্থলে যুদ্ধ দিব আমি।
এবে
কর সবে স্বস্থানে প্রস্থান।
যথাকালে রণস্থলে হবে আগুয়ান।

(যশোবন্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

যশোবন্ত—ঔরংজেব! ভুলি নাই!
ভুলিবনা জীবনে কদাচ!
বাঞ্ছা মোর করিতে পূরণ
বন্ধুরূপে তব সনে মিলিয়াছি আজ।
'ধর্ম্মতঃ' সমর ক্ষেত্রে
যেই লাজ দিয়েছ আমায়

প্রতিশোধ তার আজ করিব গ্রহণ।
সুজারে দিয়েছি লিপি ;
দিছি উপদেশ,—
না হইতে নিশা অবসান,
সম্মুখ সমরে হ'তে আগুয়ান।
হেথা আমি,—
আমার বাহিনী ল'য়ে
পৃষ্ঠ-ভাগ আক্রমণ করিব তোমার।
তব সিংহাসন-আশ
হবে আজ অঙ্কুরে বিনাশ।

(প্রস্থান)

(পট–পরিবর্ত্তন)

ঔরংজেব—(নতজানু হইয়া উপাসনায় রত) (১)
প্রভো !
দিবসের কর্ম্ম-ক্লান্তি করিতে হরণ !
ওহে ক্লান্তি বিনাশন !
যামিনীরে করেছ সৃজন।
অর্দ্ধেক যামিনী
সুখে তাই গিয়েছে কাটিয়া ;
নিয়েছ হরিয়া মম শ্রান্তি-ক্লান্তি যত ।
ওহে প্রেমাধার ! তব প্রেমধার

(১) তাহাজ্জতের নামাজ পড়িতেছিলেন।

ক্ষুদ্র আমি শোধিব কেমনে!
জননীর স্তন্য সম
তব বারি-ধারা—তুহিনীতোমার
ধরণীরে করে সদা সরস জীবিতা।
বন্ধু-সম, ওহে জগত-বান্ধব!
মলয়া তোমার
জীবকুলে করে আলিঙ্গন।
তোমার নক্ষত্রগণ
সতর্ক প্রহরী সম
চরাচরে রয়েছে ঘেরিয়া।

জনৈক প্রহরী—(প্রবেশ)
জাঁহাপানা!
বাহিনী মাঝারে তব
ঘটিয়াছে বিষম প্রমাদ!
রাজপুতগণ বিদ্রোহ করিয়া
পৃষ্ট-দেশ আক্রমণ করেছে তোমার।

(প্রস্থান)

ঔরংজেব—(সমভাবে উপাসনায় রত।)
যখন যে দিকে চাই
শুধু হেরি, তোমার অদৃশ্য কর
নিয়োজিত বিশ্বের কল্যাণে!
সাধিবারে ইস্‌লাম কল্যাণ,

হে বিশ্ব কল্যাণ!

দাও মোরে কল্যাণ সন্ধান।

আসন্ন বিপদ, ওহে বিপদ বারণ!

নাশ প্রভো তোমার অদৃশ্য করে।

প্রহরী—(পুনঃ প্রবেশ) দিল্লীশ্বর! সর্ব্বনাশ উপস্থিত!
যশোবন্ত সিংহ সমুদয় রাজপুত সৈন্য নিয়ে
বাহিনীর পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করেছে!

ঔরংজেবের—(সমভাবে উপাসনায় রত)

হে মঙ্গলময়! তব "শান্তি-সমাচার"

করিতে প্রচার

শক্তি দাও মোরে, ওহে শক্তি-মূলাধার।

মহাম্মদ সুলতান—(প্রবেশ)

পিতঃ দুর্দ্দৈব ভীষণ

ঘটিয়াছে বাহিনী মাঝারে!

(ঔরংজেব মহম্মদ সুলতানের দিকে দৃষ্টিপাত)

যশোবন্ত সিংহ—

রাজপুত কুলাধম বিশ্বাস ঘাতক,

অকস্মাৎ বিদ্রোহ করিয়া,

বাহিনীর পৃষ্ঠ-দেশ করি আক্রমণ

রসদাদি করেছে লুণ্ঠন;

করেছে প্রস্থান

সেনানী সৈনিক হত্যা করি' ইচ্ছাধীন।

ছিন্ন ভিন্ন এবে বাহিনী মোদের
সেনাকুল হয়ে ভয়াকুল
ছুটিছে চৌদিকে !
হেন সন্ধিক্ষণে,
সম্মুখ সমরে,
শত্রুকুল যদি হয় আগুয়ান
নিমেষে বিজিত হব—ঘটিবে প্রমাদ।

ঔরংজেব—আমার বিনাশ যদি বিধি নির্দ্ধারিত
হইব বিনষ্ট কি তার ভাবনা ?
চল,
স্বচক্ষে বাহিনী আমি করিব দর্শন।

(সকলের প্রস্থান)

(কোরা যুদ্ধক্ষেত্র—সুজার শিবির)

সুজা ও সেনাপতি

সেনাপতি—শাহাজাদা ! অই শুন ঘোর কোলাহল
বিপক্ষ বাহিনী মাঝে !
অই শুন সঙ্কেত বাঁশরী বাজে,—
যশোবন্ত লিখেছে যেমন।
এই তো সময় ।
শাহাজাদা ! করহ আদেশ
প্রলয় হুঙ্কারে
বিপক্ষ বাহিনী পরে' হই আপতিত।

সুজা—যশোবন্ত লিপি,
ছলনা বলিয়া মোর হয় অনুমান।
হের ধরা,
এখনো রয়েছে ঘেরা ঘোর অন্ধকারে।
শত্রুর অসংখ্য ব্যূহ—
কি ভাবে কোথায় করে অবস্থান
বুঝিতে না পারি।
না দেখিয়ে সবদিক
অন্ধ সম যদি হই অগ্রসর
শত্রুর ছলনা-জালে হয়ে বিজড়িত
হ'তে পারি সমূলে বিনাশ।
কহি তাই—
নিশী হক অবসান,
বঙ্গের বীরত্ব
দিবালোকে দেখিবে জগৎ।
সৈয়দ আলম—যথা অভিরুচি, শাহাজাদা।
(পট পরিবর্ত্তন)
(ঔরংজেব ও তাহার সেনাপতিগণ)
ঔরংজেব—সেনাপতিগণ!
যশোবন্ত পলায়ন,
বিজয়ের সুলক্ষণ করিছে ঘোষণা।
নরাধম

যুদ্ধকালে যদি করিত প্রস্থান
বিষম-সঙ্কটে মোরে করিত নিক্ষেপ।
জানিও নিশ্চয়,
খোদা মোর আছেন সহায়।
তাই, সমরের অগ্রভাগে
ব্যূহ হতে মোর
গুপ্ত শত্রু ছিন্ন হয়ে গিয়েছে চলিয়ে।
বিধর্ম্মী বর্ব্বরগণ করেছে প্রস্থান
দুঃখ কিবা তায়?
তোমরা মোস্লেম—বীর বংশ-জাত
বাহু পাশে মোর রয়েছ যখন,
অবশ্য জিনিব রণ।
তুচ্ছ যশোবন্ত—ধর্ম্মত সমরে যারে
করিয়াছ বিতাড়িত শশক-সমান,
তাহার প্রস্থানে
ভগ্নোদ্যম কেন হয়েছ এমন!
যশোবন্ত বীরত্বেতে করিয়ে নির্ভর
এসেছ কি তোমরা সমরে?
শৌর্য্য-বীর্য্যে
হীন বীর্য্য—যশোবন্ত হতে
কে আছে এমন বাহিনী মাঝারে মম।
কহি তাই হে বীরেন্দ্রগণ!

নবীন উদ্যমে
কর পুনঃ রণ আয়োজন।
ইস্‌লাম খাঁ!
যশোবন্ত-স্থান তুমি করহ গ্রহণ
কর ত্বরা বাহিনী রচনা।
ঊষার আলোক অই ফুটিছে গগনে;
ভাবিবার নাহিক সময়।
যাও, যাও সবে
আল্লাহু আক্‌বার নাদে
দিগন্ত কম্পিত করি হও অগ্রসর।

(সকলের প্রস্থান)

(সুজার দুই জন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈন্য—ঐ দ্যাখ সুজার হাওদা শূন্য! নিশ্চয়ই সুজা নিহত হয়েছে। আর কেন—এখন পালাও।

(পলায়ন)

২য় সৈন্য—তাইত দেখ্‌ছি—আর কি!

(পলায়ন)

৩য় সৈন্য—(প্রবেশ) সুজা নিহত হয়েছে পালাও পালাও।

(পলায়ন)

৪র্থ সৈন্য—(প্রবেশ) পালাও পালাও।

(পলায়ন)

(এক দিক দিয়ে ঔরংজেব এবং মহাম্মদ সোলতান
এবং অপর দিক দিয়ে মিরজুম্‌লার প্রবেশ)

মিরজুম্‌লা—জাহাঁপানা! শাহ সুজা পলায়ন করেছেন।
রাত্রি হয়ে পড়্‌ল—এখন আর শত্রুর অনুসরণ
করা সম্ভবপর নহে।

ঔরংজেব—হে বীরেন্দ্রগণ!
বিমোহিত আমি আজ
তোমাদের অতুল বীরত্বে!
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাই
করিছি জ্ঞাপন
ধন্যবাদ তোমা সবাকারে।
বন্ধু মির!
এখনো রয়েছে বাকী
বহু কার্য্য করিতে সাধন।
আগামী প্রত্যুষে তুমি,
যথাযোগ্য সৈন্য সহ
সুজার পশ্চাতে হবে ধাবমান;
মহাম্মদ সোলতান,
সহকারী রূপে
তব সনে করিবে গমন।
পুনঃ বল করিতে সঞ্চয়
কোনমতে অবসর দিবে না তাহারে।

এবে,
যাও সবে আপন শিবিরে।
বিজয়ের শোকরিয়া করিয়া আদায়
রণ শ্রান্তি কর দূর নিশ্চিন্ত নিদ্রায়।

২য় দৃশ্য

সিন্ধু দেশের মরুভূমি

দারা।

দারা—একে একে দিন বয়ে যায়;
প্রতি পলে হীনবল হতেছি কেবল।
ধূর্ত্ত যশোবন্ত হায়,
সেনাবলে সাহায্যের মিথ্যা অঙ্গীকারে,
নামাইল মোরে আজমীর সমরে।
স্বপনেও বুঝিনি কখনো
যশোবন্ত এত নীচাশয়!
সাহায্য দূরের কথা!
আজমির সমর-কালে সে দুরাত্মা
আপন সৈনিকগণে রাখিয়া গোপনে

মম পরাজয়-সুযোগ বুঝিয়া—
লইল লুটিয়া
ধনরত্ন যা' ছিল আমার।
আজি পথের সম্বল হীন,
কড়ার কাঙ্গাল আমি!
একমাত্র আসার সম্বল
ধনরত্ন মম আছিল প্রচুর!
যশোবন্ত ছলনায় হারায়ে সকল,
দুস্তর মরুভূ মাঝে
দিশি হারা পান্থ-সম হয়েছি ব্যাকুল।
ব্যাধ-বিতাড়িত মৃগ সম
বনে বনে ছুটিছি কেবল;—
দাঁড়াবার স্থান না পাই খুঁজিয়া।

নাদিরা—(প্রবেশ এবং স্বগতঃ)

হায়! হায়! এই কি সেই শাহান্‌শাহ শা'জাহানের প্রিয়তম পুত্র দারাসেকো! এই কি সেই দুর্দ্দান্ত প্রতাপ জগৎ-বরেণ্য দিল্লীশ্বর! হায় রে নিয়তি! হায়রে কালচক্র! এক দিন অতুলোজ্জ্বল কোহিনূর-ঝলসিত রাজমুকুট যার শিরঃ-শোভা বর্দ্ধন করত; এক দিন অমূল্য মণি-মাণিক্য বিখচিত দেবতা-বাঞ্ছিত বসন যার অঙ্গাবরণ ছিল; এক দিন সুবর্ণখচিত

পাদুকা যার চরণ চুম্বন করতো, আমার সেই হৃদয়-দেবতা আজ এহেন দীনহীন বেশে পরের আশ্রয় প্রাপ্তি প্রতীক্ষায় অনাহারে অনিদ্রায় মরু-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে! হায়! দুরন্ত অসুর তাড়নায় দেবরাজ ইন্দ্র আজ স্বর্গ-বিচ্যুত। হায়! হায়! যিনি এক দিন ভারতের আশ্রয়-স্থল ছিলেন আজ তিনিই পরের আশ্রয় ভিখারী! ভাগ্য-চক্রের নির্ম্মম তাড়নে এ কলুষ দৃশ্যও আমায় দেখ্‌তে হ'লো! (ক্রন্দন) না! কাঁদবো না; অভাগিনীর চক্ষুজল দেখ্‌লে তাঁর শোকের সাগরে ঝড় উঠ্‌বে। আর কাঁদ্‌বো না; হৃদয়ের তাপ, প্রাণের বেদনা, মনের দুঃখ, অন্তরের যাতনা বক্ষ-পঞ্জরে রুদ্ধ ক'রে রাখ্‌বো; বাইরে প্রকাশ পেতে দেবো না। ধীর স্থির শান্ত ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো।

(দারার প্রতি)

নাথ! বাড়িছে রজনী;

অনিদ্রায়, অযথা চিন্তায়

দেহক্ষয় কেন কর আর।

দারা—নাদিরা!

যথার্থ চিন্তার নাহি কি কারণ?

করহ স্মরণ ;—
কি ছিলাম এসেছি কোথায় ?
কোথা দিল্লীশ্বর !
কোথা পথের ভিখারী আশ্রয় কাঙ্গাল !
শিখি-সিংহাসন যার আছিল আসন
মুক্তালোকে ঝলসিত ত্রিতলে যে জন
করিত শয়ন,
বিশ্বত্রাস সেনাবৃন্দ
তেজ-দৃপ্ত অসি করে—
দেহ যার করিত রক্ষণ ;
সেই আমি—
নিয়তির নির্ম্মম তাড়নে
অরাতির অসিতলে
তৃণশয্যা করিয়ে সম্বল
বৃক্ষতলে করি বাস !
জীবনের আশ
তবুও কি মিটিবে না মোর ।

নাদিরা—বিপত্তির কালঝঞ্ঝা
মানব-জীবনে, নাথ, আসে মাঝে মাঝে,
কিন্তু সন্ধ্যার অতিথি সম
বিপদেরে করিয়ে বরণ
হাসি মুখে ঊষালোকে

পারে যেই করিতে বিদায়
মহাজন সেই।
নাথ! করহ স্মরণ—
হুমায়ুন বাবরের বিচিত্র কাহিনী!
রাজ্যচ্যুত দেশ-বিতাড়িত
কতবার হইয়ে তাহারা
সৌভাগ্য-শেখরে
আরোহণ আরবার করিল কেমনে।
তাই, নাথ, ধৈর্য্য ধর ;—
হারাইও না হৃদয়ের বল!

সিপির—(প্রবেশ)
পিতঃ! গুজরাট, আহমদাবাদ
কাথিয়ার কচ্ছ সিন্ধুদেশে
আশ্রয়-ভিখারী বেশে,
ঘুরিয়াছি দ্বারে দ্বারে।
কিন্তু, কেহ মৃদু হাঁসি ফিরায় বদন
কেহ কথা নাহি কয়
কেহ কয়—ঔরংজেবে করি ভয়।
দু'দিনের তরে দানিতে আশ্রয়
হ'লনা সম্মত কেহ।

দারা—মৃত্যু! মৃত্যু!! কোথা তুমি এ সময়।
জীবনের সাধ যত মিটেছে দারার!

আর কেন, এস ত্বরা ;
সুশীতল অঙ্কে তব তুলে লও তারে।
ভিখারিণী বেশে মরুভূ মাঝারে
পত্নী ঘুরে যার
পুত্র যার আশ্রয় মাগিয়া
ফিরে দ্বারে দ্বার
ধরাবক্ষে দাঁড়াবার স্থান নাই যার
হেন অপদার্থ অধমের
কি কাজ বাঁচিয়া তবে ?
সপ্ত রৌরবের ভীম হুতাশন
দাউ দাউ জ্বলিছে হৃদয়ে,
চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ প্রতি অঙ্গ হ'তে
ছুটিয়াছে দীপ্ত শিখা তার !
নাদিরা ! নাদিরা !
সরে যাও, দগ্ধ হবে তুমি !
মৃত্যু ! মৃত্যু ! এস ত্বরা ;
হ'তে পারে বিশ্ববাসি পাশে
মূর্ত্তি তব ভীম বিভীষণ ;
কিন্তু তুমি মোর আজ সদয় বান্ধব।
দাও, দাও মোরে তব স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।
হৃদয়ের দীপ্ত হুতাশন
নিভে যা'ক আজ তব শীতল পরশে।

সিপির—পিতৃ মাতৃ অশ্রু যেই না পারে মুছাতে,
মাথা রাখিবার স্থান তাহাদের
অপারগ যেই করিতে প্রদান,
হেন অকৃতি সন্তান
ধরণীর ভার বৃদ্ধি
কি হেতু করিবে তবে।
পিতঃ! স্থির হও তুমি।
সেনাপুঞ্জ গিয়েছে চলিয়া
দস্যুগণ ধনরত্ন নিয়েছে লুটিয়া,
তুচ্ছ গণি' তায়।
সিপিরের বাহু যুগ রয়েছে আজিও।
মোগল শোনিত-তেজ
পিতৃ-অশ্রু-আহুতিতে উঠেছে দীপিয়া।
ধমণীর প্রতিরন্ধ্রে তড়িত-তরঙ্গ
ছুটেছে নাচিয়া।
নভঃ প্রান্তে মহামন্দ্রে গর্জ্জিয়া ভীষণ,
দীর্ণ করি বায়ু-স্তর
বজ্র যথা ছুটে যায় দিগান্তর পানে
তেমতি সিপির
ব্যর্থ করি' অরাতির
সেনাবল বন্দুক কামান
ছুটে যাবে আগরা-দুয়ারে ;

পদাঘাতে ভাঙ্গি' দ্বার
শাজাহানে আনিব টানিয়া ;—
সিংহাসনে বসাব আবার,
ঘুচাব নিমেষে যত অনাচার।
নদ-নদী পর্ব্বত কান্তার
অরাতির অসি বন্দুক কামান
নারিবে রোধিতে আজ সিপিরের গতি।

(বেগে প্রস্থান)

নাদিরা—কোথা যাও বাতুল বালক।
নাথ! এস ত্বরা ফিরাও সিপিরে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

গোয়ালিয়র দুর্গ

(কারাগারে—মোরাদ ও গনিকা।)

গনিকা— গান (পরজ-আড়া)

দিবস যামিনী—
রুদ্ধ হৃদি মাঝে জ্বলিছে অনল
দারুন দহনে জ্বলি অভাগিনী।
পুরুষ লম্পট কুটিল কপট
ছলনায় তার নিমেষের ভুলে
রমণীর ধন সতীত্ব রতন
নিজ হাতে তারে দিয়েছি খুলে
সেই পুনঃ হায় বলে ব্যভিচারিণী
তস্কর সে ; (তবু) আমি পাতকিনী

মোরাদ—প্রিয়ে! এই নির্জ্জন কারাগারে তোমার সহবাসে, তোমার আদর যত্নে আমি একরূপ সংসারটা ভুলে ছিলেম। তোমার প্রেম-সোহাগে এ যে কারাগার মাঝে মাঝে তাও ভুলে যেতেম। তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

গনিকা—কেন, তোমাকে কি অন্য কারাগারে নিয়ে যাবে? তা যাক, আমিও সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি।

মোরাদ—না, তা' নয়।

গনিকা—তবে কি? বেগম সাহেবার সঙ্গে দেখা কর্‌বার হুকুম পেয়েছ?

মোরাদ—না।

গনিকা—তবে কি? খুলে বল না।

মোরাদ—আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবার বন্দবস্ত করেছি।

গনিকা—বেশ, ভাল কথা; আমিও সঙ্গে যাব।

মোরাদ—না তা' হতে পারে না, প্রিয়ে! আমি একাকীই যাবার বন্দবস্ত করেছি।

গনিকা—শাহাজাদা! দৈব দুর্ব্বিপাকে আজ আমি কুল ত্যাগিনী কুলটা! হায়! সমাজের পুরুষ-গুলোর মধ্যে শতকরা ৯০ জন ব্যভিচারে সদা রত, তবু তারা সমাজের চক্ষে হেয় নয়—আর তা'দের স্ত্রীগুলির গায়ে স্ত্রীগুলির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যদি জোর করে হাত দেয় তবেই তারা পতিতা—আর তাদের সমাজে স্থান নেই! সমাজের এই ঘৃণ্য পক্ষপাতিত্বে আজ আমি পতিতা! তাই বলে কি পতিতার প্রাণ নেই?

শাহাজাদা! বহু দিন ধ'রে একত্র সহবাসে তোমাকে আমার স্বামীর আসনে বসায়ে পূজা ক'রে আস্‌ছি। আমার যা' কিছু ছিল তোমায় অর্পণ করেছি! নাথ! পদ সেবায় দাসীকে বঞ্চিত করো না। আমার ভাঙ্গা হৃদয়কে আর ভেঙ্গে দিও না। তুমি যেখানে যাও আমি সঙ্গে যাব—পত্নী হবার যোগ্য নই—দাসী হয়ে পদসেবা কর্‌বো।

মোরাদ—আরে ছোট, ছোট—ছোট ক'রে কথা বল। তোমার নিকট বিদায় নিতে এসেও দেখি বিপদ হ'লো। গণিকা! ঐ দেখ এক গাছি রশি টাঙ্গান রয়েছে—আমি ঐ রশি বেয়ে এই দেয়াল ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে যাব;—অপর দিকে মাত্র একটি ঘোড়া রয়েছে। বল দেখি, তোমায় কি ক'রে নিয়ে যাব?

গণিকা—শাহাজাদা! এইখানেই পুরুষ আর স্ত্রী হৃদয়ের পার্থক্য। আজ যদি কেও আমাকে পৃথিবীর রাণী কর্‌তে নিয়ে যেতে চাইত, আজ যদি কেও আমাকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসায়ে অহর্নিশি 'পুষ্প-চন্দনে পূজা কর্‌তে নিয়ে যেতে চেষ্টা করত, তবুও আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারতেম না, আর তুমি পুরুষ—তাই এই দুর্ভেদ্য কারাগারে

দুশমুন-চেহারা হৃদয়হীন প্রহরিগণের হাতে নিতান্ত নিঃস্বহায়া অবস্থায় আমাকে একাকিনী ফেলে, তুমি চ'লে যাবার বন্দবস্ত করেছ। শাহাজাদা! যাও, তুমি যাও; তোমার সুখের অন্তরায় আমি হ'তে চাইনে। আমি কুলটা, কুল ত্যাগিনী পতিতা—সমাজ চ্যুতা হতভাগিনী; আমার অদৃষ্টে যা' হবার হবে। হায়, বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার ব্যর্থ প্রয়াসের প্রায়শ্চিত্ত তীব্র তুষানল—তীব্র তুষানল!

নেপথ্যে—হারে ভায়ি! দেখতো ভিতরমে কেয়া হল্লা হোতি হ্যায়—দেখতো মায়িটো কাহে রোতি হ্যায়।

মোরাদ—হায়! হায়! সব মাটি হ'লো সব মাটি হ'লো! (রশি ধরিয়া দেয়াল ডিঙ্গাইবার চেষ্টা)

১ম প্রহরী—(প্রবেশ) এ্যারে! এ্যারে! ইয়া ভায়ি! বন্দি ভাগ্‌তা—বন্দি ভাগ্‌তা হ্যায়। (মোরাদের হস্ত ধারণ) ইয়া ভায়ি! দেখ দেখ বাহারমে কোই আদ্‌মি হ্যায় কি নেই।

নেপথ্যে—হাম দেখ্‌তা হেঁা।

১ম প্রহরী—দেখ কোই রশ্মি হ্যায় কি নেই।

নেপথ্যে—একটো ঘোড়া কোন্ জিন লাগাকে বান্‌ধ্‌কে রাক্‌খা—হাঁ! হাঁ! একটো রশ্মি ভি হ্যায়।

১ম প্রহরী—রশ্মিটো খিছ লেও আওর হিয়া আও।

(দ্বিতীয় প্রহরীর রশি লইয়া প্রবেশ)

১ম প্রহরী—হারে বাপ্‌রে বাপ আজ তো জান যানেকা কাম হোতো রহা।

২য় প্রহরী—ইয়া ছব কেয়া করতেহেঁ শাহাজাদা! আপনা ভালাই চাহিয়ে তো চুপচাপ রহ যাইয়ে। হাম আব্বি বাদ্‌শাহ কো পাছ এত্তালা করোঙ্গা। চল্ ভায়ি—খুব হুসিয়ার ছে পাহ্‌রা দেনে হোগা।

১ম প্রহরী—চল্—অবি ডবল পাহরা কা বন্দবস্ত কর্‌নে হোগা—চল্।

৪র্থ দৃশ্য

পার্ব্বত্য প্রদেশে, পৃথীরাজ অন্তঃপুর।

(পৃথ্বীরাজ, সোলেমান, রেণুকা, মেদিনী সিংহ পাত্র-মিত্র।

পৃথীরাজ—শাহাজাদা!

অপার সৌভাগ্য মম!

তাই পদ-স্পর্শে তব

পুরী মম পবিত্র হইল আজ।

শুভ-দরশন দানে,

কৃতার্থ করিলে আজ আমা সবাকারে
সামান্য সামন্ত রাজা আমি ;
কি আছে আমার
তব করে দিতে উপহার।
আছে মম একমাত্র দুহিতা রতন
স্নেহের পুত্তলী সম।
মা, রেণুকা, এস হেথা ;
হৃদি সরোবরে সোহাগ সলিলে
ফুল্ল সরোজিনী সম
এতদিন আছিলে ফুটিয়ে।
কঠোর সংসার ধর্ম্ম করিতে পালন
আজি বৃন্ত-চ্যুত করি'
সঁপিলাম অপরের করে।
আজ মম আনন্দের দিন ;
তবু যেন কেন
অশ্রুধারা বহিছে নয়নে।
শাহাজাদা !
বাৎসল্যের স্বর্ণ-পিঞ্জর
ভাঙ্গিয়ে স্বেচ্ছায়
চির আদরিণী শারিকারে
তব করে করিনু অর্পণ
মম আকিঞ্চন—

আদরে রাখিবে তারে।

সোলেমান—সামন্ত রাজন!

সমাদরে তব দান করিনু গ্রহণ।

পৃথ্বীরাজ—ধন্য, বৎস, ধন্য আজি করিলে আমায়।

আজ হতে মম সেনা সমুদয়

আজ্ঞাধীন তব।

যথা ইচ্ছা করহ চালনা।

সোলেমান—দেব! হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা

অক্ষম রসনা মম করিতে প্রকাশ।

অবকাশ হয় যদি কভু,

তব স্নেহধাব

অবশ্য শুধিব, দেব!

এবে প্রার্থনা আমার,—

কর অনুমতি,

উদ্দেশ্য সাধনে

তব সেনাপুঞ্জ সহ

করিব গমন আমি আগামী প্রত্যুষে।

মেদিনী—শাহাজাদা!

হয় যদি অনুমতি,

ইচ্ছা মম করিব জ্ঞাপন।

সোলেমান—ভ্রাতঃ! কে আছে আপন

তোমা ছাড়া এ দুর্দ্দিনে মোর?

কহ শুনি কিবা উপদেশ।

মেদিনী—সেনাবৃন্দ আমাদের দুর্দ্ধর্ষ অতীব ;
কিন্তু নহে তারা রণ-পটু।
বিশেষতঃ বহুদিন সম্মুখ সমরে
না করি গমন
অলস শিথিল অতি হয়েছে সবাই।
মম অভিপ্রায়—
শা'জাদা স্বয়ং
পক্ষ কাল শিক্ষা দান করেন তা'দেরে।

সোলেমান—তাই হ'ক, ভ্রাতঃ!
আগামী প্রত্যুষে
সেনাপুঞ্জ আমি করিব দর্শন।

পৃথ্বীরাজ—যথা অভিরুচি করিবে প্রত্যুষে ;
এবে বিশ্রাম করহ, বৎস!

(প্রস্থান)

মেদিনী—(স্বগত)

চাল তো একটা দিয়েছি—ফলও ফলেছে। ইত্যবসরে অবস্থাটা আমি একটু বেশ করে বুঝে নেই। হয় এছ্পার নয় ওছ্পার। যদি গতিকটা ভাল হয় তবে রেণুকা দিল্লীশ্বরী আর আমি দিল্লীর সেনাপতি। আর যদি বেগতিক দেখি—তা, ঔরংজেবের চর তো ঘুর্ছেই।

(চিন্তা করিয়া) সেটাতেও আমার কম লাভ হবে না। যা'ক, দেখা যাচ্ছে—কোন দিকেই আমার লোকসান নেই। (চিন্তা করিয়া) তবে বাবাটা বড় এক-রোখা—তা'কে বোধ হয় বাগাতে পার্‌বো না—আচ্ছা দেখা যা'ক কোথা কার জল কোথায় যেয়ে দাড়ায়।

(রেণুকা ও সোলেমান ব্যতীত সকলের প্রস্থান এবং সখিগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

সখিগণ— গান

মৃদু মৃদু দোলে প্রাণ
দরশন্ আশে
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া
পরশ তরাসে।
ভুরু পিঞ্জরে চঞ্চল নয়ন
মানে না লো আর সরম শাসন
কত ছলে যায় প্রানেশ বদন
যে বুঝে সে হাঁসে!
লাজ লালিমায় বদন উজল
রক্তিম অধর রসে টল মল
তর তর তর গোলাবী কপোল
চুম্বন পিয়াসে।

গিয়েছিলে সখি ভ্রমিতে কানন
এনেছ কুড়ায়ে রসিক সুজন
হও লো স্বজনি পিরীতি মগন
. নিরলা আবাসে !
বহ লো, স্বজনি, মদনে মজিয়া
মিলন রাগিনী গাহক পাপিয়া
আমরা কণ্টক যেতেছি সরিয়া
ডুবিয়া নিরাশে ॥
(সখিগনের প্রস্থান)

৮ম দৃশ্য

সিন্ধুদেশ।

(মরুপ্রান্তে দারা)

দারা—না! ভারতে আমায় আশ্রয় দিবার আর কেউ নেই। এখন একমাত্র ভরসা পারশ্য-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু নাদিরা যে হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করতে সম্মত হচ্ছে না। আর সম্মত হলেও তাকে তো নিয়ে যাবার উপায় নেই।

দুরন্ত ব্যাধির তাপে সে যে এখন শুকিয়ে অস্থি-চর্ম্ম-সার হ'য়েছে। দুর্গম গিরি-পর্ব্বত দুস্তর মরু-প্রান্তর পার হ'য়ে তাকে নিয়ে পারশ্য দেশে যাওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নয়। এখন উপায় কি করি ?

মালিক জিয়ন—(প্রবেশ)

শাহাজাদা! আমায় চিন্‌তে পেরেছেন ? আমি সেই মালিক জিয়ন। সম্রাট শাহজাহান আমাকে হস্তি-পদতলে নিক্ষেপ করে আমার প্রাণ-নাশের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শাহজাদার অপার অনুগ্রহে আমি প্রাণভিক্ষা পেয়েছিলেম। আমার প্রাণদাতার এমন দুর্দ্দশার কথা শুনে আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে শাহাজাদাকে সাহায্য কর্‌তে ছুটে এসেছি। যুবরাজ! চলুন,—অধীনের ক্ষুদ্র কুঠিরে পদার্পণ করে অধীনকে কৃতার্থ করুন। আপনি আমার প্রাণ দান করেছেন—আমার একান্ত বাসনা আজীবন জনাবের পদসেবা করে' আমার এই অধম জীবন ধন্য করি।

দারা—মালিক জিয়ন! এই অসময়ে তোমায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর্‌তে দেখে তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান কর্‌ছি। দৈব দুর্ব্বিপাকে সত্যই আ[illegible] আজ

দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত। এই বিশাল
মরুভূমি মাঝে তোমার এই স্নেহ সম্ভাষণে
আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যাও, আমি স্বত্বরই
তোমার আশ্রয়ে উপস্থিত হবো।

মালিক জিয়ন—ধন্য, শাহাজাদা! বন্দেগি !

(প্রস্থান)

সিপির—(প্রবেশ)

এস, পিতা, দেখ জননীরে মোর।
বিশুষ্ক অধর আর [illegible]তাভ নয়ন ;
তন্দ্রাঘোরে [illegible] প্রলাপ বচন
সংসারের অবিচার না পারি' সহিতে.
আমা সবা হ'তে
চির বিদায়ের তরে
হয়েছেন তিনি যেন অতীব অধীরা।
এস, পিতা, এস ত্বরা।

(উভয়ের প্রস্থান এবং পট পরিবর্ত্তন—নাদিরা শায়িতা,
দারা এবং সিপির নিকটে উপবিষ্ট)

দারা—নাদিরা ! তোমার কি বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে ?

নাদিরা—নাথ ! অন্য কষ্ট নয়। পুত্র সোলেমান
নিরুদ্দেশ, সিপিরেব মলিন মুখ, তোমার হতাশ
চাহনি আর সহ্য করতে পাচ্ছিনে—তাই কষ্ট
হচ্ছে। পাছে তোমার প্রাণে আরও ব্যাথা

লাগে, তাই এতদিন মর্ম্ম-বেদনা মরমে লুকিয়ে রেখেছি। আজ তোমায় এই মরুভূমি মাঝে নিতান্ত নিঃসহায়, নিরাশ্রয় অবস্থায় একাকী ফেলে তোমা হতে চির বিদায় নিয়ে যেতে বসেছি—তাই কষ্ট হচ্ছে। আমার ব্যাধির কষ্ট—মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করবার অবসর কোথায়, নাথ! ওহো! আজ যদি তোমায় দিল্লীর সিংহাসনে রেখে, সোলেমান সিপিরের মস্তকে হাত রেখে মর্‌তে পারতেম, না জানি সে মৃত্যু কত সুখের [illegible]। প্রাণাধিক! আমায় জল দাও—আমার বুক শুকিয়ে যায়।

(জল প্রদান)

দারা—সিপির! নিকটে কোন চিকিৎসক আছে?

সিপির—না। আমি সন্ধান নিয়েছি—নিকটে কোন চিকিৎসক নেই।

দারা—তবে কি হবে, সিপির! তবে কি মহামতি সম্রাট আক্‌বরের দৌহিত্রী বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে? আর আমি নরাধম তার শিয়রে বসে, শুধু অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌বো!

নাদিরা—নাথ! আর কেন বৃথা চেষ্টা করছো? আমায় বিদায় দাও,—আমি যাই—আমি এখন তোমার বিপদের উপর বিপদ হ'য়ে পড়েছি—আমি

যাই। শুধু যাবার সময় প্রার্থনা—আমি হিন্দুস্থানে জন্ম-গ্রহণ করেছি, হিন্দুস্থানের জল বায়ুতে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হয়েছি—আমার এ নশ্বর দেহ হিন্দুস্থানেই সমাহিত করিও। হিন্দুস্থানের মাটীতেই এ দেহ মিশে যেতে দিও।

দারা— নাদিরা! তবে কি সত্য সত্যই তুমি চির বিদায় গ্রহণ করবে? আমায় অপদার্থ অধম জ্ঞান করে, আমায় নিরাশ্রয়, আমায় রাজ্যচ্যুত পথের ভিখারী মনে করে' তুমিও কি আমায় ছেড়ে যাবে? দুনিয়ার সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করেছে—তুমিও কি আমায় পরিত্যাগ করবে?

নাদিরা— নাথ! তুমি ভারতের রাজ সিংহাসন হতে বিচ্যুত হয়েছ—কিন্তু নাদিরার হৃদয়-রাজ্য হতে কেও তোমাকে বিচ্যুত করতে পারবে না—আমার এ মহাযাত্রার পরেও তুমি এ হৃদয়-রাজ্যের রাজা থাকবে। নাথ! আমি যাই আমি অজানা পথে অজানা দেশে যেতেছি—অশ্রুজলে আমার অজানা পথ পিচ্ছিল করো না—আমি গড়িয়ে পড়ে যাব। সোলেমান! সিপির আমি যাই—আমি যাই—যাই বিদায়—

(মৃত্যু)

সিপির— মা! মা! মা! হায়! হায়! আমার মা যে সত্যি সত্যিই চলে গিয়েছে! মা! মা!

(ক্রন্দন)

দারা— নাদিরা! নাদিরা! সত্য সত্যই কি তুমিও আমায় পরিত্যাগ করলে? অভাগার ঘোর অন্ধকারময়ী ঝটিকা ঝঞ্চিতা জীবন-যামিনীতে, তোমার মিলনে, দামিনী-চমক সম যে ক্ষণিক আলো-রেখা পাত হ'তো, তা'ও তুমি আজ চির-তরে নিবিয়ে দিয়ে চলে গেলে! এই বিশুষ্ক সংসার মরুভূ-মাঝে তুমি যে আমার একমাত্র শ্যাম-শস্প সমাকীর্ণ শান্তিকুঞ্জ ছিলে—তুমিও মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রতাড়নাময়ী মায়া-মরীচিকা-সম অদৃশ্য হয়ে গেলে। পিতৃ-অঙ্ক বিচ্যুত হয়ে, শিখি-সিংহাসন হারিয়ে, রাজ্য-বিতাড়িত হয়ে, ধনরত্ন খোয়ায়ে কেবল মাত্র তোমার মুখ চেয়ে এ তুচ্ছ জীবন-ভার বহন করে চলেছিলেম, তোমার শান্তি-স্নিগ্ধ ছায়াতলে বসে' সংসারের অসহ্য দাবদাহ দূরে ঠেলে রেখে ছিলেম—তুমিও ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে! নাদিরা! নাদিরা! বল, বল, আর কি আশায় এই অবিচার—অনাচারপূর্ণ সংসারে বাস করবো?

সিপির—মা! মা! হায়! হায়! সত্য সত্যই কি

মাতৃহারা অনাথ বালক হলেম ! মা ! মা ! তুই কেমন করে লহ্‌মার মধ্যে তোর এত স্নেহ মমতা ভুলে গেলি, মা ; কেমন করে' তুই এত নিষ্ঠুর হলি, মা ! কোন প্রাণে, তুই আজ তোর প্রাণের সিপির কে শত্রুর কবলে ফেলে চলে গেলি মা ! মা ! মা !

(ফকিরের প্রবেশ)

গান

যে যাবার সে গেছে চলে'
কেন ডাকিস্ বৃথা (তারে) মা মা ব'লে
পিছু ডাক শুন্‌বে কি আর
ধারে কি তোর ডাকার ধার ।
বৃথা করিস্ হাহাকার—সম্পর্ক সে গেছে ভুলে ।
ভবের খেলা সাঙ্গ করি
ভবের নদী দেছে পাড়ি
গিয়েছে সে আপ্‌না বাড়ী
(ও তার) মায়ার বাঁধন গেছে খুলে ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পৃথ্বীরাজ অন্তঃপুর

(সোলেমান এবং রেণুকা)

সোলেমান—প্রিয়ে প্রথম দর্শন কালে,
তব রসনার তরল তরঙ্গে—
উদ্বেলিত করেছিল হৃদয় আমার।
আজি কেন প্রিয়ে!
শারদ জ্যোছনা ধৌত-
নিঝুম প্রকৃতি সম রয়েছ নীরব।

রেণুকা—প্রানেশ্বর!
বরিষার ভরা নদী ভৈরব নিনাদে
দু'কূল প্লাবিয়া ছুটে
উন্মাদিনী পারা সাগর সন্ধানে;
সাগরের সনে
যবে হয় মিলন তাহার,
অমনি শিথিল দেহ;—
আবেশে মিশিয়ে যায় জলধীর সনে
আপনা হারায়ে।
তাই নাথ!
রেণুকা বিলীন আজি অসীমের সনে

মধুর মিলনে,
স্তব্ধ আজি
শূন্যতা সঞ্জাত তার হৃদয়-রাগিনী।

সোলেমান—প্রেমময়ি! নাহি জানি
তুমি মানবী কি মায়াবিনী!
তব মধুময় বাণী করিলে শ্রবণ
ভুলে যাই এ বিশ্ব সংসার।
মোহ-মদিরার স্রোতে
ভেসে যায় মম কঠোর সঙ্কল্পরাজি।
শুধু সাধ হয়, প্রিয়ে,
তোরে লয়ে' সরে যাই
যেথা নাই সংসারের কূট কোলাহল।
শুধু সাধ হয় প্রাণে
নিরবধি নয়নে নয়ন রাখি'
মিটাইতে আকুল পিয়াসা
তব অনাবিল কান্তি-সুধা পানে।

রেণুকা—নাথ! কেন দাও লাজ!
ক্ষুদ্র নারী আমি—নীচ-বংশ-জাত
কোন মতে যোগ্য তব নহি।
বনে ফুটি' বনজ প্রসূন
বনে ঝরে যায়;
দেবতার পায়

স্থান যদি পায় কদাচন
সৌভাগ্য তাহার নাহিক সংশয়।

সোলেমান—সুধাময়ি !
উচ্চ নীচ ক্ষুদ্র কি মহৎ
প্রেম নাহি জানে।
প্রেম চায় প্রাণ—
শিশিরের মত তরল নির্ম্মল ;
জ্যোছনার মত হাসিটি সরল ;
প্রেম চায় স্থির দৃষ্টি ধ্রুব তারকার ;
অনিলের মত স্নিগ্ধ আলিঙ্গন ;
আকাশের মত অছিদ্র বেষ্টন।
প্রেমের সে আদর্শ নিখুত
পেয়েছি তোমাতে, প্রিয়ে,
ডুবেছি তোমাতে তাই আপনা হারা'য়ে।
থেমে গেছে আজ সংসারের কোলাহল ;
বিস্মৃতি সলিলে
ডুবে গেছে সত্ত্বা জগতের !
নীরব প্রকৃতি আজ প্রেমে নিমগন ;
প্রেমের স্পন্দন
ভেসে যায় মলয়ায় গ্রহে উপগ্রহে।

(সহসা তুই জন সৈনিকের প্রবেশ এবং
সোলেমানকে বন্দি করন)

কে রে তোরা নির্লজ্জ তস্কর !
অতর্কিতে রাজ-অন্তঃপুরে
করিলি প্রবেশ !
মমতার লেশ
জীবনের প্রতি নাহি কি তোদের।

১ম সৈনিক—কুমার ! তস্কর নহি মোরা ;
দিল্লীশ্বর ঔরংজেব আদেশে, কুমার,
বন্দি তুমি আমাদের।

সোলেমান—ঔরংজেব দিল্লীশ্বর !
শা'জাহান বিদ্যমানে
দিল্লী-সিংহাসনে
আছে তার কোন্ অধিকার ?
বন্দি আমি !
এত নহে সমর-প্রান্তর !
ছাড় মোর কর ;—
চল রণাঙ্গনে,
বুঝে লব শক্তি কত কার
বন্দি করে সোলেমানে !

২য় সৈনিক—কুমার ! ভৃত্য মোরা,
প্রভু-আজ্ঞা করেছি পালন ;—
বন্দি তুমি।

সোলেমান—সত্য তবে বন্দি আমি ?

কে আছিস্ হেথা অস্ত্র দেহ মোরে।

রেণুকা—আমি আছি ;—

(প্রস্থান এবং মেদিনী সিংহের ভিন্ন পথে প্রবেশ)

রেণুকা—(অস্ত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ এবং তাহার হাত হইতে
মেদিনী সিংহ কর্ত্তৃক অস্ত্র গ্রহণ)

কে এ, দাদা!
দাদা! দাদা!
হের, তব অন্তঃপুরে পশি'
তস্কর সমান,
তব আশ্রিত জনেরে করে অপমান!
অসির ঝঙ্কারে,
যোগ্য প্রতিফল করহ প্রদান।
একি! দাদা!
কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ আছয়ে দাঁড়ায়ে!
প্রাণের দেবতা মোর—ভগ্নি পতি তব,
আশ্রিত তোমার,—অতিথি পিতার
তব বিদ্যমান
দস্যু করে হবে হতমান!

মেদিনী—রেণুকা!
ঔরংজেব-সেনাপতি বহু সেনা সহ
করেছে বেষ্টন পুরী আমাদের।
সোলেমান বন্দি এবে তার।

ক্ষুদ্র মোরা ;—
তার সনে যুদ্ধ মম কভু না সম্ভবে।

রেণুকা—দাদা! এত ভীরু তুমি!
আমি যে রমনী,—
উত্তপ্ত শোণিত-ঘাতে
ফাটিছে ধমনী মোর!
ঘৃণা ক্রোধে হায়
বক্ষ ফেটে যায়!
সতী-হৃদি হতে তার স্বামী দেবতায়
হরিছে তস্কর ;
বীর তুমি—হস্তে তরবার ;
হেন কদাচার কেন সহিবে নীরবে?
ঔরংজেবে যদি এত ভয়,
কেন তবে তারে দিয়েছ আশ্রয়?
এখনো নীরবে তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে!
ভীরু! কাপুরুষ তুমি!
পরি রমণী-বেশ
অন্তঃপুরে করহ প্রবেশ!
প্রাণেশ্বরে রক্ষিব আমিই।
দাও অস্ত্র মোরে।
আরে, আরে বিশ্বাস-ঘাতক!
মম অস্ত্র দিবে না আমায়?

তিষ্ঠ ক্ষণ কাল,-
অস্ত্র পুনঃ আনিব অচিরে।
(প্রস্থান ও অস্ত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ)
রে পামর! নরাধম!
পদলেহী গোলামের দল!
কি সাহসে বল,
ফনিণীর গর্ত্তে পশি' শিরোমণি তার
করিস্ হরণ!
ত্বরা কর্ বন্ধন মোচন;
অন্যথায়,
রমণীর হাতে কর মরণ বরণ।
(অস্ত্রাঘাত করিতে অপর দুইজন সৈনিকের প্রবেশ
এবং রেণুকাকে ধৃত করণ)
হারে দস্যু কুলাঙ্গার!
পতি মম বন্দি শত্রু করে,
আমি চাই করিতে উদ্ধার,
পশুর অধম তোরা বাধা দিলি তায়!
সোলেমান—মেদিনী সিং! বিশ্বাস ঘাতক
নির্লজ্জ কুক্কুর!
কি দেখিছ নীরবে দাঁড়ায়ে?
তব আঁখির সম্মুখে,
ভগ্নি অঙ্গ তোর

স্পর্শ করে অধম সৈনিকে,
করে অসি তবু তোর রয়েছে অচল!
ভীরু, কুলাঙ্গার!
এ কলুষ দৃশ্য হ'তে
মরণ মঙ্গল নহে কিরে তোর?
কি কহিব বন্দি আমি!
অহো! মুহূর্ত্তের তরে
ছিন্ন যদি হ'ত এ বন্ধন,—
মুক্ত-পাশ বাহু যদি হ'ত মোর,
মুষ্টাঘাতে চূর্ণ শির হ'ত সে পামর
রেণুকার অঙ্গ যেই করিছে পরশ।
রেণুকা!—

(সোলেমানকে জোরে টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

রেণুকা—প্রাণেশ্বর। আছে দাসী তব;
তোমার উদ্ধার হেতু
চলিলাম পিতৃ-পাশে।

(প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

পৃথ্বীরাজের শয়ন কক্ষ

পৃথ্বী শায়িত।

রেণুকা—(বেগে প্রবেশ) পিতা! পিতা!
রক্ষা কর দুহিতারে তব!

অতুল সোহাগে মোরে
এতদিন করিয়ে পালন
মহানন্দে যার করে করিলে অর্পণ
সেই মহাজন বন্দি এবে শত্রু করে !
দুরন্ত দানব সম,
ছিন্ন করি' বক্ষ হতে মোর
নিতেছে টানিয়ে তারে দুষ্ট অরিকুল।
পুত্র তব—বিশ্বাস ঘাতক
ছিল বিদ্যমান।
হেন অনাচার
ঘটিয়াছে সম্মুখে তাহার।
রক্ষিতে পতিরে মোর,
অসি করে হনু অগ্রসর
কাপুরুষ বাধা দিল মোরে।
শত্রুসেনা করে
লাঞ্ছিতা হয়েছি আমি তাহার চাক্ষস।
পিতা ! করহ আহ্বান সেনাবৃন্দ তব
করহ উদ্ধার ত্বরা পতিরে আমার।

পৃথ্বী—(স্বগতঃ) হায় ! কিছুতেই পার্‌লেম না ! রেণুকার উপায় কি হবে, তার বুকে বড় বাজ্‌বে ; সে জীয়ন্তে মরা হয়ে থাক্‌বে ; তার বিষাদ মলিন মুখ আমি সইতে পার্‌বো না—কত ক'রে

বুঝালেম, কিন্তু কিছুতেই মেদিনীর সঙ্গে পেরে উঠ্‌লেম না! এখন রেণু'কে কি করে' প্রবোধ দেই—বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

রেণুকা—পিতঃ!

রমণীর শ্রেষ্ঠতম বিপত্তিতে
হয়ে' নিপতিতা
সরম স্থবর্ণ-পর্দ্দা ফেলেছি ছিঁড়িয়ে;
পতি-প্রেমে উন্মাদিনী সম,
তব পাশে
পতির উদ্ধার আশে এসেছি ছুটিয়ে,
ভেবেছিনু মনে,
শুনি' হেন কলুষ কাহিনী
অগ্নি-গিরি সম রোষগ্নি উদ্গারি'
উঠিবে জ্বলিয়া তুমি;
কাঁপিবে মেদিনী হুঙ্কারে তোমার!
এবে হেবি,
হিম গিরি সম
তুহিনের আবরণে আচ্ছাদিত তুমি!
পিতঃ! কহ শুনি,
তুমি কি জনক মম!

পৃথ্বীরাজ—মা রেণুকে!

প্রবল অরাতি করে

নিপতিত পতি তব ;—
কেমনে উদ্ধারি' তারে বুঝিতে না পারি
রেণুকা—বুঝেছি ! বুঝেছি বেশ !
শত্রু সনে,
তুমিও রয়েছ লিপ্ত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে !
কন্যা যদি নাহি পারে
জনকেরে করিতে প্রত্যয়,
ভ্রাতা যদি হয় বিশ্বাস ঘাতক,
সম্বন্ধ শৃঙ্খলে
বাঁধা তবে কেন এ সংসার !
পিতা ! এই বুঝি তব অতিথি সৎকার !
এই বুঝি তব আশ্রিতে পালন !
পিতা ! শুন তবে,
এতদিন আছিলাম তনয়া তোমার ;
কিন্তু যেই দিন,
পতি করে করেছ অর্পণ,
পতি সনে গিয়েছি মিশিয়ে !
পতি বৈরী যেই
বৈরী সে আমার !
তব প্রাণ বিনিময়ে
হ'ত যদি পতির উদ্ধার
হত্যা তব করিতে সাধন

কম্পিত হ'ত না প্রাণ।
পুনঃ কহি তাই,
কর মোর পতির উদ্ধার।
অন্যথায় হের এই ছুরি খরধার।
(নতজানু হইয়া)
এখনি পশিবে ইহা বক্ষে রেণুকার।

পৃথ্বী—কি করিস্ অবোধ বালিকা!
(ছুরিকা ধারণ)
স্থির হও ;—চল মোর সনে,
দেখি, কোথা তব পতি।
(রেণুকার হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য

মালিক জিয়নের কুটীর

(মালিক জিয়ন)

মালিক জিয়ন—নিমন্ত্রণ করে' ছু'টো কে তো কব্জার মধ্যে এনেছি ; এখন ছু'টোকে বেঁধে ঔরংজেবের নিকট হাজির কর্‌তে পারলেই পুরস্কার তো আছেই—শাহী দরবারে আমার স্থানও কম উর্দ্ধে হবে না। তবে জগতের চক্ষে আমায়

একটু হেয় হ'তে হবে;— হয়ত কেও কেও আমায় কৃতঘ্ন বল্‌বে! তা' বলুক। আরে দুনিয়াটাই যে স্বার্থের—যেখানে কোন স্বার্থের হানি নেই সেইখানেই পরোপকার সহানুভূতি কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি কত কি বড় বড় বুলি আওড়াতে শুনা যায়। এই যে দু'টোই এদিকে আস্‌ছে। এখন চেহারাটা একটু বদ্‌লিয়ে ঘোর পরোপকারী অতিথি সেবক সাজা যা'ক। (দারা ও সিপিয়ের প্রবেশ) আসুন যুবরাজ! কুমার, আসুন! আমি একজন সামান্য পার্ব্বত্য সর্দ্দার—এই ক্ষুদ্র প্রাসাদ আপনাদের উপযুক্ত নয়—তা' বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি—তা' কি করবো উপায় তো নেই। তবে কষ্ট করে' কয়েকটা দিন থাকুন—দেখা যা'ক খোদা কি করে—তবে আপনাদের যখন যা' দরকার হয়, জানাবেন—লজ্জা করবেন না—গোলামকে সব সময় হাজির পাবেন। আর আপনারা যে এখানে আছেন তা' ঘুণাক্ষরেও কেও জান্‌তে পারবে না। তা' আপনারা বোধ হয় এ দিকে একটু হাওয়া খেতে এসেছেন—তা' বেশ। কিন্তু প্রাসাদের বাহিরে যবেন না—কারণ শত্রুর তো আর অন্ত নেই। (স্বগতঃ) বোধ হয় পালাবার চেষ্টায়

আছে—তা এখনি শেষ করে দিচ্ছি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আমি একটু আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

সিপির—পিতঃ! মালিকজিয়নের গতিবিধি আমার নিকট তত ভাল বোধ হচ্ছে না। সে সর্ব্বদাই এসে আমাদের আদর আপ্যায়িত কর্‌ছে বটে, কিন্তু তার চক্ষু দেখলেই মনে হয় তার অন্তরে কুটিলতা লুক্কায়িত রয়েছে।

দারা—হা! আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি। আমার বোধ হচ্ছে—সে যেন দিল্লীতে সংবাদ পাঠিয়েছে এবং দিল্লীর সংবাদ প্রতীক্ষায় আমাদিগকে খাতির তোয়াজ করে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে।

সিপির—তা' হ'লে চলুন—এইতো বেশ একটু অন্ধকার হয়েছে—এখনি চলুন—আমরা পালিয়ে পারশ্য মুখে চলে যাই।

দারা—যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন আর বিলম্ব করা উচিত নয়—চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

(পারশ্য মুখে পলায়নের পথে দারা ও সিপিরের প্রবেশ। পরে মালিকজিয়ন ও তদীয় সৈন্যগণের উভয়দিক্‌ দিয়া প্রবেশ এবং দারা ও সিপিরকে বন্দিকরণ।)

সিপির—হা রে! কৃতঘ্ন কুক্কুর!
এই বুঝি তোর অতিথি সৎকার!
হস্তি-পদতল হ'তে যেই মহাজন
রক্ষা তোর করিল জীবন,
আজো তুই যার করুণায়
ধরাবক্ষে বিচরণ করিতে সক্ষম,
হেন মহাজন-করে দানিতে শৃঙ্খল
বিভু-ভয়ে অন্তরাত্মা তোর
বিন্দুমাত্র উঠিল না কেঁপে?
লজ্জাভরে চক্ষু তোর
অধঃদৃষ্টি হ'লনা বারেক?
হারে অসভ্য, বর্ব্বর!
বল, বল শুনি—
তুচ্ছ পুরস্কার লোভে
হেন কৃতঘ্নতা বিষ্ঠা মাখিয়ে বদনে
নরলোকে মুখ তুই দেখাবি কেমনে?
মালিকজিয়ন—কুমার! সত্য বটে পিতা তব
প্রাণরক্ষা করি মোর
মহা উপকার মম করেছ সাধন;
কিন্তু আরো যদি কিছু হিত
তোমা হ'তে হয় মোর
সে হিত সাধিতে কেন হতেছ কাতর?

দারা—জগৎ ! চেয়ে দেখ একবার,
উপকারী জন প্রতি প্রতি-উপকার !
যেই করে প্রেম-ভরে, এনেছি টানিয়ে
হস্তি-পদতল হ'তে যা'রে
সেই জন সেই করে
অকাতরে দিল তুলি লোহার শৃঙ্খল !
এত পাপ অভিনয় গগনের তলে !
ধরণীর বুকে !!
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা হ'ক কক্ষচ্যুত !
শতধা বিচূর্ণ হ'য়ে বিশাল গগন
ধরা বক্ষে পড়ুক খসিয়ে !
সহস্র আগ্নেয়গিরি ভৈরব আরাবে
ধরা-বক্ষ করি বিদারণ
তরল অগ্নির স্রোতে
ধরণীর জীবকুলে
লয়ে যা'ক নরকে ভাসায়ে !
অযুত ভুজঙ্গ-বিষ করিয়া শোষণ
তুমি হে পবন !
সারা বিশ্বে কর বিতরণ ;
পলকে শ্মশান হ'ক পাপ বসুন্ধরা।
নারকীয় শকুনী গৃধিনী যত
ত্যজিয়ে নরক

আসুক অবনী তলে—
তীক্ষ্ণ নখাঘাতে
দীর্ণ করি নরদেহ
স্বার্থ-তৃষা মিটাক হরষে।
ভূত প্রেত পিশাচের তাণ্ডব নর্ত্তনে
পাপ-ধরা হয়ে যা'ক ভীষণ নরক।

মালিকজিয়ন—(সৈন্যগণে প্রতি ইঙ্গিতে)
যাও—টেনে নিয়ে যাও।

৬ষ্ঠ দৃশ্য।

(পার্ব্বত্য পথ)

রেণুকা।

গান

এমন করে' কেওকি কা'রো প্রাণে বধে বধে প্রাণে
বিষের কাটারী হেন কেওকি কা'রো বুকে হানে।
বিয়ের সাজ রৈল গায়ে
বিয়ের গন্ধ যায়নি বয়ে
(আমার) ফুল-শয্যা শূন্য করে' কেড়ে নিল পতিধনে।
কুলিশ পড়িতে শিরে
চমকে চপলা দূরে
বিষম কুলিশ এযে পড়িল চমক বিনে।
জীবন প্রভাত বেলা
বাধিল বিরহ-জ্বালা
কেমনে কাটাব বেলা চেয়ে কার মুখপানে।

রেণুকা—হৃদয়ের আলো হায় গিয়েছে নিবিয়া!
নয়ন ধাঁধিয়া
চমকি চপলা হায় নিমেষে লুকাল!
হিম অবসানে মলয়া-পরশে
মঞ্জুরিত নিকুঞ্জ কানন
সহসা আবার তুহিন-সম্পাতে
হল আচ্ছাদিত!
পূর্ণিমার শশী হাসিয়া উঠিতে
ডুবে গেল পূরব গগনে!
শূন্য ছিল হৃদি মোর অন্ধ ছিল আঁখি,
কাম্য কিবা জীবনের ছিল না কো জানা।
অজ্ঞানের যবনিকা
দৈব-চক্র দিল পালটিয়া;
পশিলাম মিলন-মালঞ্চে,—
প্রেম-পুষ্প থরে থরে উঠিল ফুটিয়া!
চিনিলাম কাম্য যাহা নারী জীবনের।
পূর্ণ হল শূন্য হৃদি—তৃপ্ত হল আঁখি।
আশা তৃষা মিটিল নিমেষে।
কিন্তু হায় পলকে আবার
কোথা হ'তে দুষ্টাসুর আসি'
উৎপাটিয়া মিলন-মালঞ্চ
বিরহ-খঞ্জর হায়

বক্ষে মোর গড়িল শ্মশান !
উষ্ণ রক্তে ভরিল হৃদয়,—
আশা তৃষ্ণা বাড়িল দ্বিগুণ !

গান

ফুটিল নয়ন বাড়িল পিয়াসা
হৃদয়ের আশা মিটিল না
জীবন উষায় ঘটিল বিরহ
প্রণয়-কলি ফুটিল না
প্রেম ভকতি আদর সোহাগ
অভাগীর কভু দেখিল না
স্বপনের সুখ স্বপনে ফুরাল
আশার নেশা কাটিল না।

নবম দৃশ্য

দিল্লীর শাহী দরবার গৃহ।

(ঔরংজেব, আশফ খাঁ, ফাজিল খাঁ, খলিল)

ফাজিল—জাহাঁপানা ! গুজরাটের কাজি, আলিনকী খাঁকে অন্যায়রূপে হত্যা করার অপরাধ সম্বন্ধে বিচার করে', কুমার মোরাদ বক্সের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। এই সে আদেশ।

আশফ—কিসের উপর বিচার হল ?

ফাজিল—আলিনকী খাঁর পুত্র বিচার প্রার্থী হয়েছিল— কাজির নিকট নালিশ করেছিল।

ঔরংজেব—কাজির বিচারের উপর আমার কোন হাত নেই। অবশ্য সম্রাট-নন্দন বলে' তা'কে প্রাণভিক্ষা দেওয়া যেতে পার্‌ত। কিন্তু সে যখন পলায়ন করে' বিদ্রোহ কর্‌বার চেষ্টা করেছে তখন তার প্রাণভিক্ষা দিলে ভবিষ্যতে একের জন্য শত শত প্রাণ নাশ হবে। সুতরাং আমি তার প্রাণ-দণ্ডাদেশ মঞ্জুর কর্‌লেম।

(বন্দি অবস্থায় দারাসেকো, সিপির, সোলেমান এবং মহাম্মদ সোলতানকে পরিবেষ্টিত করে' সৈনিকগণের প্রবেশ)

ঔরংজেব—মহাম্মদ সোলতান! তুমি যুদ্ধকালে গোপনে শত্রু-শিবিরে গিয়েছিলে—যুদ্ধকালে শত্রু-কন্যাকে বিবাহ করেছ। এ দু'টাই সামরিক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধ—এবং তজ্জন্য তুমি দণ্ডনীয়—তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

মহাম্মদ সোলতান—দু'টাই সত্য। আমার কিছু বল্‌বার নেই।

ঔরংজেব—তবে শোন, একদিন হয়ত তুমি এই সিংহাসনে উপবেশন কর্‌তে পার্‌তে, কিন্তু তুমি নিজ কর্ম্ম-দোষে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাক্‌বে। সোলেমান! তুমি জান, ইছ্‌লাম ধর্ম্ম-বিধান অনুসারে সিংহাসনে কারো জন্মগত অধিকার নেই। সিংহাসন যোগ্যতম ব্যক্তির জন্য। আমি ন্যায়

যুদ্ধে সিংহাসন অধিকার করেছি। তুমি পার্ব্বত্য অঞ্চলে সেনা সংগ্রহ করে' বিদ্রোহ কর্‌বার চেষ্টা করেছ। সুতরাং তুমি রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী। তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

সোলেমান—তাতঃ! বল্‌বার অনেক ছিল, কিন্তু বল্‌লে কোন ফল হবে না দেখ্‌তে পাচ্ছি। তবে মাত্র এই টুকু বল্‌তে চাই—আপনি যেমন ন্যায় যুদ্ধে আমার পিতাকে পরাজিত করে' সিংহাসন অধিকার করেছেন আমিও তেম্‌নি সৈন্য সংগ্রহ করে ন্যায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে চেষ্টা করে-ছিলেম—আমি বিশেষ অপরাধ করেছি বলে' মনে হয় না।

ঔরংজেব—বালক! মান্‌লেম তুমি ন্যায় যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছিলে, কিন্তু তুমি যখন পরাজিত হয়েছ তখন তুমি দণ্ড ভোগ কর্‌তে বাধ্য।

সোলেমান—তাতঃ! আমার মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করুন—দুঃখ নেই কিন্তু আমাকে "পরাজিত" বলে' অপমানিত কর্‌বেন না। তাতঃ! তোমার অপার সৌভাগ্য তাই আমি কুক্ষণে আগ্রা পরিত্যাগ করে বঙ্গে গিয়েছিলেম। আমার পিতাকে নিঃসহায় পেয়ে তাঁকে পরাজিত করে তাঁর সিংহাসন

কেড়ে নিয়েছ! হায়! এই যে এত বড় একটা উলট পালট হয়ে গেল, আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য আমি একবার সম্মুখ সমরে উপস্থিত হ'তে পার্‌লেম না। আমি ছলনায় ভুলে তোমার বন্দি হয়েছি—বন্দি হয়ে এসে পিতার লজ্জাবনত মস্তক সিপিরের শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহু দেখ্‌তে হলো! তাতঃ! তাতঃ! আমায় সরিয়ে দাও; পিতৃ-অপমান আর সহ্য কর্‌তে পাচ্ছিনে! এই দেখ তাতঃ! আমার বাহুদ্বয়ের শিরাপুঞ্জ স্ফীত হয়ে' উঠ্‌ছে—হৃদয়ে দাউ দাউ করে' রোষাগ্নি জ্বলে' উঠ্‌ছে—তোমার লোহার শৃঙ্খল মুহূর্ত্ত মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে—তোমার লোহার বাঁধন জলের ন্যায় তরল হয়ে' ঝরে পড়ে যাবে! সোলেমান একবার মুক্ত হতে পার্‌লে তোমার সিংহাসন কম্পিত হয়ে উঠ্‌বে! আমায় সরিয়ে দাও—আমায় সরিয়ে দাও!!

ঔরংজেব—মন্ত্রি! সোলেমানকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা গেল। তা'কে গোয়ালিয় দুর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেনাগণ! এদের সবকেই এখান থেকে নিয়ে যাও—আপাততঃ দিল্লীর দুর্গে রুদ্ধ করে রাখ—পরে অন্য ব্যবস্থা করা হবে।

(সোলেমান মহাম্মদ সোলতান ও সিপিরকে
লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান)

দারা—(যাইতে যাইতে স্বগতঃ) হায়! এই কি সেই প্রাসাদ! এই কি সেই সিংহাসন!! আমার ছায়া স্পর্শে যেখানে প্রাসাদের স্তম্ভগুলি পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ত—আজ আমি সেইখানে সশরীরে দণ্ডায়মান—একটী প্রাণীও আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে না—বুঝলেম ছুনিয়ায় সকলিই পশুবলের উপাসক—সকলি সময়ের দাস!!

(দারাকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান)

ঔরংজেব—সভাসদগণ! আমি জানতে চাই দারার সম্বন্ধে তোমাদের মত কি ?.

আশফ—জাহাঁপানা! যুবরাজ দারাসেকো বৃদ্ধ সম্রাটের অতি আদরের পুত্র— তাঁর মৃত্যুদণ্ড বৃদ্ধ সম্রাটের পক্ষে বড়ই মর্ম্মান্তিক হবে।

খলিল—(চিন্তার পর) কিন্তু সবদিক দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা করতে হবে। অবস্থা যেরূপ দাড়িয়েছে তা'তে কোনরূপে দারাসেকো কারামুক্ত হলে মহাপ্রলয় সঙ্ঘটিত হবে। বর্ত্তমানে হিন্দুদিগকে দমিয়ে রাখা দুরূহ হয়ে উঠেছে তার উপর কোন প্রকার ষড়যন্ত্র মূলে দারাসেকো যদি কারামুক্ত হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে অচিরে

ভারতে মোগলশক্তি লোপ পাবে, ইছ্লামের সমূহ ক্ষতি হবে। তাই আমি বিশেষ বিবেচনা করে' দেখ্লেম—ইছ্লামের এবং ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হেতু তাঁর মৃত্যু দণ্ড হওয়াই সমীচীন।

ফাজিল—আমি ইছলাম ধর্ম্মানুযায়ী এই "ফতোয়া" এনেছি। দারাসেকো নাস্তিক মত প্রচার করে সমাজে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা সৃজন করেছেন এবং মোছলমান বাদশাহ হয়ে ইছ্লামের বিশেষ ক্ষতি করেছেন। ধর্ম্মমতে মৃত্যু দণ্ডই তাঁর প্রতি ব্যবস্থা।

খলিল—আমারও ঐ মত।

ঔরংজেব—(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) তার মৃত্যু দণ্ডই মঞ্জুর করলেম। (প্রস্থান)

খলিল—(জনান্তিকে) ফাজিল চল, দারা একবার ছুটতে পার্লে প্রথমে আমার পরে তোমার গর্দ্দান যাবে। চল, যখন আদেশ হয়েছে তখন কাজটা শীঘ্রই শেষ করা উচিত।

(আশফ ব্যতীত সকলে প্রস্থান)

আশফ—ধন্য সিংহাসন! ধন্য তোমার মহিমা! তোমার মোহে পার্লে মানুষ সব কর্তে পারে।

(প্রস্থান)

১০ম দৃশ্য

ঔরংজেবের কক্ষ।

(ঔরংজেব)

ঔরংজেব—হৃদয়! দৃঢ় হ'তে হও দৃঢ়তর।
কর্ত্তব্যের পথে
দুর্ব্বলতা যেন নাহি পায় স্থান।
দারা মোরাদেরে
ধরা হ'তে না দিলে বিদায়।
ইস্‌লাম সেবায়
নিয়োজিতে সর্ব্বশক্তি নারিব কদাচ।

জাহানারা—(বেগে প্রবেশ)
ঔরংজেব! ওরংজেব!
রক্ষা কর, রক্ষা কর
দারা মোরাদের প্রাণ।
পদানত তারা এবে তব ;—
পরাজিত শত্রু প্রতি কৃপা প্রদর্শনে
বিজেতৃ-মহত্ত্ব মাত্র হয় প্রকটিত।
বিশেষতঃ ভ্রাতা তারা তব,
এবে শক্তিহীন শশক সমান

রুদ্ধ আছে পিঞ্জরে তোমার।
অহিত আশঙ্কা তব
নাহিক এখন আর তাহাদের হ'তে ;
তবে কেন তাহাদেরে বধিবে জীবনে ?
কঠোর দণ্ডাজ্ঞা তব করিয়ে শ্রবণ
বৃদ্ধ পিতা তব করে হাহাকার !
ক্ষণেক হারায় জ্ঞান,
ক্ষণেক উন্মাদ সম
কহে কত প্রলাপ বচন।
ভ্রাতঃ ! হওনা নিষ্ঠুর এত !
ভ্রাতৃ-স্নেহে দিয়ে বিসর্জ্জন
বীরত্ব গৌরবে তব
কলঙ্ক-কালিমা কভু কর'না লেপন।

ঔরংজেব—ভগিনি !
নহি আর ঔরংজেব।
ইস্‌লামের দাস আমি।
ইস্‌লাম সেবায়,
ইস্‌লামেরে দৃঢ়তর করিতে ভারতে,
ভারতের প্রতিকেন্দ্রে ইস্‌লাম বিস্তারে,
ভ্রাতা তো দূরের কথা,
দারা সুত সুতা করিতে "কোর্ব্বান"
কিবা নিজ প্রাণ করিতে প্রদান

হব না কুণ্ঠিত কভু।
সুরা-ঘোরে উন্মাদ মোরাদ
ধর্ম্ম-ভীরু নকি খাঁরে
অবিচারে করিয়াছে বধ;
ইস্লামের ঘোর শত্রু দারা
নাস্তিকতা রাজ্য মধ্যে করেছে প্রচার।
'শরা' মতে বধ্য তারা।
কোরানের বিধি-বিপরীত
কোন কার্য্য আমা হ'তে হবে না সম্ভব।

জাহানারা—মানিলাম বিধি মতে
দণ্ডাদেশ করেছ মঞ্জুর।
কিন্তু সম্রাট-নন্দন তারা,—
অগ্রজ অনুজ তব;
প্রাণ দান যদি তুমি কর তাহাদের
মহত্ত্ব তোমার বাড়িবে অশেষ,
উদারতাগীতি তব গাহিবে জগৎ।
ভ্রাতঃ! জান তুমি,—
সম্রাটের স্নেহের দুহিতা আমি,
জীবনে হইনি নত কভু কারো পাশে।
প্রার্থনা পূরণ বিনা,
প্রার্থনা করিনি কভু।
আজ মান অপমান ত্যজি' অকাতরে,

ভ্রাতৃ-স্নেহে উন্মাদিনী সম,
তব পাশে এসেছি ছুটিয়ে,
কর জোরে হয়ে নত জানু
ক্ষুধাতুরা ভিক্ষারিণী পারা
প্রাণ ভিক্ষা দারা মোরাদের
মাগি সকাতরে।
ভ্রাতঃ! হ'য়ো না নির্দয়,
কর মোর প্রার্থনা পূরণ।

ঔরংজেব—অসম্ভব প্রার্থনা তোমার।
তোমরা আমার শত্রু অন্তঃপুরে—
সহস্র অরাতি মম ঘুরিছে বাহিরে
যতই প্রহরী রাখি সতর্ক কঠোর,
শত্রুর কৌশলে,
কারা হ'তে মুক্ত তারা হইবে অচিরে,
হতেছিল মোরাদ যেমন।
একবার যদি তারা করে পলায়ন,
অর্দ্ধেক মোস্লেম আর হিন্দু সমুদয়
সম্মিলিত হয়ে
উড়াইবে বিদ্রোহ কেতন।
সে বিদ্রোহ করিতে দমন
লক্ষ লক্ষ প্রাণ হবে দিতে বিসর্জ্জন।
পরিণাম ফল তার—

ভাবতে মোগল শক্তি হইবে বিলোপ ;
ইস্‌লামের ভিত্তি হেথা হইবে শিথিল।
বৃথা অনুরোধ তাই করো'না আমায় ;
প্রাণদণ্ড তাহাদের হবেনা রহিত।

জাহানারা—ঔরংজেব ! বুঝিলাম,
চণ্ডালের ব্রত তুমি করেছ গ্রহণ !
পিশাচের বৃত্তি এবে আশ্রয় তোমাতে !
নহে কেন ভ্রাতৃ-রক্তে করি' স্নান
সিংহাসন তব
দৃঢ়তর চাহ করিবারে !
পশু বলে দৃপ্ত তুমি আজ,
কর, কর যত পার পৈশাচিক লীলা !
কিন্তু মনে রেখো'
খোদা আছে মস্তক উপরে।
ভ্রাতৃ-হত্যা মহা পাপ
ঊর্দ্ধে উঠি' ধূম্ররাশি সম,—
ভারত ব্যাপিয়া—
কাল মেঘ করিবে সৃজন ;
সহস্র অশনি তাহে উঠিবে গর্জ্জিয়া—
পিতৃ-মর্ম্ম ছোঁয়া দীর্ঘ-শ্বাসে,
বিশ্ব-বুকে কাল-ঝঞ্ঝা ছুটিবে হুঙ্কারি'।
তব সিংহাসন তাহে হবে চূরমার।
আশার বর্ত্তিকা তব নিভিবে নিশ্চয় !

ঔরংজেব—কাহারে দেখাও ভয় ?

বিভুপদে মতি যার—মস্তকে কোরান,
ইস্লাম পতাকা করে
সে কি কভু ডরে—
ধরণীর অসার তাণ্ডবে ?
কোরানের পুণ্য জ্যোতি
যেই পন্থা করিবে নির্দ্দেশ,
ছুটে যাব সেই পথে
উপেক্ষিয়া জগতের সহস্র ভ্রূকুটি।
পুনঃ কহি ভাই,
জানিও নিশ্চয়,—
ফিরিবে না 'শরার' আদেশ।

(প্রস্থান)

জাহানারা—হায়! হায়! শাজাহানের—সুখের স্বপ্ন যে আজ ভেঙ্গে যায়! ভারতবর্ষ যে তার পক্ষে শ্মশানে পরিণত হ'তে চল্লো! আমি বড় আশায় বুক বেঁধে এখানে এসেছিলাম। এখন কোন্ প্রাণে পিতার নিকট ফিরে যাব! কেমন করে' এই নিদারুণ সংবাদ তাঁ'কে দেবো। না! যাই—আরও চেষ্টা করবো—যতক্ষণ তাদের প্রাণ আছে ততক্ষণ চেষ্টা করবো। (প্রস্থান)

১১শ দৃশ্য

দিল্লীর রাজপথ।

(দুইজন নাগরিক)

১ম নাগরিক—হাঁরে! বাদশা না কি দারা ও মোরাদ দু'টোকে কতল্ কর'বার হুকুম দিয়েছে?

২য় নাগঃ—দিয়েছে কি? এতক্ষণ বোধ হয় তা'দের গর্দ্দান দেহ থেকে নেমে গিয়েছে।

১ম নাগঃ—বলিস্ কি? আচ্ছা বাদশা হলে কি তা'দের আর মানুষের আত্মা থাকে না?

২য় নাগঃ—আরে ওসব বাদ্‌শাহী কাণ্ড তুই বুঝ্‌বি কি? দেখ্‌ছিস্ নে— ওই যে কতকগুলো আমির ওমরা এদিকে ওদিকে কাণা কাণি ফুসা ফুসি কর্‌ছে এরা সব দারা আর মোরাদকে ছুটিয়ে নেবার চেষ্টা কর্‌ছে। যদি একবার তা'দের ছুটিয়ে নিতে পারে তবেই আবার তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে; আবার সেই কাটাকাটি লেগে' রক্তের নদী ছুট্‌বে। তার চেয়ে ওদু'টোকে সারিয়ে দিবার ব্যবস্থা করে' বাদ্‌শা ভালই— করেছে।

১ম নাগঃ—কবে কাটা কাটি বেধে যাবে সেই আশঙ্কায় আগে থেকে দুই দু'টো ভাইকে বলিদান! তুই

যতই বলিস্ নে কেন আমি কিন্তু তোর কথায় সায় দিতে পার্‌ছি নে।

২য় নাগঃ—আরে, ভাই এর ভাব্‌না আমার আব তোর জন্য। বাদ্‌শা যদি কেবল ভাই এর ভাব্‌না ভেবে কাজ করে তবে আর বাদ্‌শাই করা চলে না। আগে বাদ্‌শাই, তারপর ভাই। যার হাতে আমাদের ধর্ম্মরক্ষার ভার, মোগল জাতটাকে ভারতে টিকিয়ে রাখবার ভার, কোটী কোটী লোকের ভালমন্দ ধন প্রাণ বক্ষার ভার সে যদি কেবল ভাইএর মমতায় মজে' থাকে তবে চল্‌বে কেন ?

১ম নাগঃ—আচ্ছা ওদু'টোকে কতল্ না করে' খুব কড়া পাহাড়ার অধীনে রাখ্‌তে পার তো।

২য় নাগঃ—হাজার কড়া পাহ্‌রা দিয়েও তা'দের কারাগারে চিরদিন রাখ্‌বার উপায় নেই। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে—ঔরংজেবের ভিতরে বাহিরে শত্রু। অন্তঃ-পুরে বুড়ো বাদ্‌শা রয়েছে,—জাহানারা রয়েছে। এরা ত সব দারার হাতে ধরা—এদের তো আর মণিমাণিক্যের অভাব নেই—দু'টো চারটো ফেলে দিলে, পাহারা তো পাহারা,—পাহারার বাবা এসেও কারাগারের দুয়ার খুলে দিয়ে দারা মোরাদকে ফুস্ করে রাহির করে দেবে।

১ম নাগঃ—তা' হলে এতদিনে ঔরংজেব নিশ্চিন্ত হল। এখন থেকে রঙ্গমহলে তা'হলে বেশ ফূর্ত্তি চল্‌বে।

২য় নাগঃ—কি ফূর্ত্তি? তুই তো দেখ্‌ছি ঔরংজেব সম্বন্ধে কোনই খবর রাখিস্‌ নে। এই যে বাজারে বাজারে টুপিগুলি বিকাচ্ছে তা' কার জানিস্‌? বাদ্‌শা নিজে ওগুলি তৈয়ার করে—আর ঐগুলি বিক্রি করে' বাদ্‌শা আপন খোরাকী চালায়। রাজকোষের একটী পয়সাও বাদ্‌শা নিজের জন্য ব্যয় করে না।

তারপর মদ? জীবনে সে কোন দিন মদ ছোঁয় নি। অন্য অন্য বাদ্‌শাদের শতে শতে বাঁদী অর্থাৎ উপপত্নী থাকে—ঔরংজেবের মোটেই সেদিকে খেয়াল নেই।

১ম নাগঃ—তবে তো দেখ্‌ছি—এই ফূর্ত্তির মজ্‌লিসের মোসাহেবগুলোর মাথায় হাত!

২য় নাগঃ—মাথায় বল্‌তে মাথায় হাত! যতদিন ঔরংজেব বাদ্‌সা আছে ততদিন আর তা'দের মুখে হাত যাচ্ছে না। এরই মধ্যে সব নর্ত্তকীর দল আর তা'দের মোসাহেবগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর ঔরংজেবের যত নিন্দাচর্চ্চা চারিদিকে বিস্তার করে বেড়াচ্ছে।

১ম নাগঃ—ও—তাই বুঝি এরই মধ্যে ঔরংজেবের এতটা নিন্দা দেশের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে। এত দিনে বুঝলেম্।

২য় নাগঃ—তুই আর কি বুঝ্‌বি—এই নর্ত্তকীর দল আর তা'দের মোসাহেবগুলো, দিল্লী আগ্রায় ভাত জুট্‌ছে না দেখে, দেশের বড় বড় আমির ওম্‌রার আশ্রয় নিচ্ছে আর ঔরংজেবের এবং তার গুষ্টির যত সব বদ্‌নাম রটাচ্ছে। এমনি ভাবে মিথ্যা বদ্‌নাম রটাচ্ছে যে ভাবীকালে তা' ইতিহাসে স্থান পেয়ে যাবে।

১ম নাগঃ—তা' হ'লে হিন্দুগুলো ঔরংজেবকে পছন্দ করে না কেন বল্ দেখি?

২য় নাগঃ—ঔরংজেব জিজিয়া কর পুনঃ স্থাপন করেছে বলে হিন্দুরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে—কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সময়ের স্রোত। ঔরং-জেব জিজিয়া কর স্থাপন করেছে সত্য কিন্তু কোরানের বহির্ভূত যে সমস্ত বাজে কর প্রচলিত ছিল তা' যে সে রহিত করে' দিয়েছে—তা' কেও একবারও মুখে আন্‌ছে না। ঔরংজেব বাজে অনেক কর রহিত করে' দেওয়ায়, জিজিয়া কর স্থাপন করা স্বত্বেও রাজকীয় রাজস্বে ঘাটতি

পরেছে--তা' একবারও কেও হিসাব জমিয়ে দেখ্‌ছে না।

১ম নাগঃ—একটু একটু শুন্‌ছি—ঔরংজেবের আদেশে হিন্দু-দের বিশ্বেশ্বর মন্দির ভেঙ্গে ফেলান হ'য়েছে—তাই হিন্দুরা চটে গিয়েছে।

২য় নাগঃ—মন্দিরটা ভেঙ্গে দিয়েছে সত্য—কিন্তু সেটা যে মন্দির থেকে রাজনৈতিক আড্ডায় পরিণত হয়েছিল—সেটা যে কেবল ইছলাম আর ঔরং-জেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্‌বার প্রকাণ্ড একটা কেন্দ্র হয়েছিল—তা' কেও তলিয়ে দেখ্‌বে না। শুধু একটা দিক দেখ্‌লে তো হয় না—সবদিকই দেখ্‌তে হয়। ঔরংজেব যত ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর প্রদান করেছে এত তো আর কোন বাদশা দেয়নি, কিন্তু তবুও হিন্দুরা সন্তুষ্ট হচ্ছে না। এর আসল কারণ হচ্ছে সময়ের স্রোত—কালের গতি। এখন আর হিন্দুরা মুসলমানদের অধীনে থাক্‌তে চায় না—তারা এখন আবার স্বাধীন হ'তে চায়। ঔরংজেব তো আর দারা মোরাদের মত বোকা নয়---সে সব বোঝে। তাই সে আর এখন হিন্দুদের বিশ্বাস কর্‌ছে না—একটু কড়া হাতে তা'দের দমিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করছে।

১ম নাগঃ—আচ্ছা মিরজুম্‌লা তো ফিরে এসেছে ;—সুজার কি হল খবর রাখিস্ ?

২য় নাগঃ—তা' কিছু রাখি বই কি। সুজাকে দৌড়িতে দৌড়িতে আরাকান মঘরাজ্যে পার করে দিয়েছিল। মঘরাজাও তা'কে প্রথমে আশ্রয় দিয়েছিল। শেষে বেটা তার দু'টো মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায়।

১ম নাগঃ—তারপর কি হল ?

২য় নাগঃ—সুজা মঘের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে রাজি হ'ল না—তখন লড়াই বেধে গেল। লড়াইয়ে সুজা আর তার ছেলেগুলো কাটা গিয়েছে।

১ম নাগঃ—মেয়ে দু'টোর কি হ'ল ?

২য় নাগঃ—বেগতিক দেখে সুজার বেগম আর মেয়ে দু'টো নদীতে ঝাঁপিয়ে পরে' মর্‌তে চেষ্টা ক'রছিল—

১ম নাগঃ—মরেছে তা' হলে ?

২য় নাগঃ—বেগম সাহেবা আর একটী মেয়ে মরেছে সত্য—আর একটা মেয়েকে জল থেকে তুলে তাকে বাঁচিয়েছিল।

১ম নাগঃ—তা' হলে সেটা এখনও আছে ?

২য় নাগঃ—কোথায় ? শেষে মঘরাজা জোর করে তা'কে বিয়ে কর্‌তে চেষ্টা করেছিল। তাতে কেও বলে যে সে আত্মহত্যা করেছে—আবার কেও বলে

সে ঘৃণায় লজ্জায়—এম্‌নি দু'চার দিনের মধ্যে মরে গিয়েছে।

১ম নাগঃ—তা'হলে তো সুজার বংশ একেবারে শেষ হয়েছে।

২য় নাগঃ—একেবারে সমূলে শেষ হয়েছে।

১ম নাগঃ—তা' যা' বলিস্‌ ভাই—শা'জাহানের এই ছেলেগুলোর জন্য আমার বড্ড দুঃখ হচ্ছে। খোদার কাছে হাজার "শোকোর" যে আমার বাদ্‌শার ঘরে জন্ম হয়নি।

(প্রস্থান উদ্যত)

২য় নাগঃ—একেবারে চল্‌লি যে—আরে বাদ্‌সার ঘরে জন্ম না হলেও যে অনেকে বাদ্‌শা হয়। তুইও তো বাদ্‌শা হতে পারিস্‌।

১ম নাগঃ—না, বাবা ; ছালাম ! বাদ্‌শাগিরিতে ছালাম !!

(প্রস্থান)

২য় নাগঃ—আরে তো'কে কি আর, কেও হাতে ধরে বাদ্‌শই তখ্‌তে বসিয়ে দিচ্ছে। পালাস্‌ কেন ? পালাস্‌ কেন ?

(প্রস্থান)

১২শ দৃশ্য

কারাগার

(মোরাদ)

মোরাদ—এইতো সংসার ! এইতো দুনিয়া !! সব ছায়া-বাজি—সব ছায়াবাজি ! আজ রাজা—রাজ্যেশ্বর ; কাল পথের ভিখারী—আশ্রয় কাঙ্গাল ! আজ শাসক—কাল শাসিত ! আজ দণ্ডমুণ্ড-বিধায়ক মুক্ত, স্বাধীন ; কাল বন্দি পরাধীন ! এত দিন ক্ষমতার, ঐশ্বর্য্যের, সম্পদের মদগর্ব্বে অন্ধ হয়ে দুনিয়ার স্বরূপ দেখ্‌তে পাইনি। এই নির্জ্জন কারাগার আজ আমার শিক্ষা দাতা—এই গাঢ় অন্ধকার আজ আমার চক্ষু খুলে দিয়েছে। আজ আমি সব দেখ্‌তে পাচ্ছি—সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি ! ওঃ মানুষের কি ভ্রম ! মানুষ বলে অন্ধকারে কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যায় না ; কিন্তু বাস্তব দেখ্‌তে হ'লে—সত্যিকার দেখ্‌তে হ'লে এম্‌নি গাঢ়তম অন্ধকারেরই দরকার। নইলে, আলোকে দেখ্‌তে গেলে কত অন্তরায় ঘটে। আলোকে দেখ্‌তে গেলে পুত্রকন্যার মায়া-মূর্ত্তি কামিনীর মোহন কান্তি কাঞ্চনের তৃষা, ক্ষমতা-প্রিয়তার লালসা, বিলাস-ব্যসনের আকিঞ্চন—

কামনা ইত্যাদি কত কি দৃষ্টিপথে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি-শক্তির সীমা কত সঙ্কীর্ণ করে' দেয় তার ঠিকানা নেই। আর এই অন্ধকারে! এই অন্ধকারে ঊর্দ্ধে, অধঃ, পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে দৃষ্টি চালিয়ে দাও,—দৃষ্টি চল্‌তে থাক্‌বে—কেবলই চল্‌তে থাক্‌বে, আর অনুভব কর্‌তে থাক্‌বে—কেবল অনন্ত, কেবল অসীম, কেবল অখণ্ড—কেবল এক! কেবল এক! কেবল এক! ঔরংজেব! ধন্য তুমি, তুমি ধন্য, তুমিই আমার চক্ষু খুলে দিয়েছ! এই নির্জ্জন কারাগারে আমায় আবদ্ধ রেখে তুমিই আমার চক্ষু খুলে দিয়েছ! আমার আশা আকাঙ্ক্ষা, বাসনা কামনা সব মিটে গিয়েছে। আর আমি সাম্রাজ্য চাইনে—সিংহাসন চাইনে! তাতে সুখ নেই তাতে শান্তি নেই; তা'তে আছে শুধু অশান্তি, দুর্ভাবনা, অত্যাচার, অনাচার, ছুটাছুটি, কাটাকাটি! আমি চাই শুধু ডুবে থাক্‌তে এই অন্ধকারের অনন্তে, অসীমে, অখণ্ডে।

(দুইজন জল্লাদের প্রবেশ)

কে তোরা?

১ম জল্লাদ—এই আম্‌রা—

মোরাদ—তোমরা কে, জল্লাদ? আমায় হত্যা কর্‌তে এসেছ? তা' বেশ এস, আমিও প্রস্তুত আছি। তা' বল দেখি আমায় কেমন করে' হত্যা কর্‌বে?

২য় জল্লাদ—তা'—যখন হত্যা কর্‌বো—এক রকম করে' কর্‌লেই হল।

মোরাদ—একটু জানা দরকার—তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। কারণ যদি অসির আঘাতে আমার গর্দ্দানটা দু' ভাগ করে' দিতে চাও তবে আমি জোড়াসন হয়ে ঠিক হয়ে বসি। যদি জবাই করে' দিতে চাও তবে আমি চিৎ হয়ে শুই। আর যদি আমার বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে চাও তবে আমি বুক পেতে বসি।

১ম জল্লাদ—শেষটায় যা' বল্লে—সেই টেই বোধ হয় ভাল হয়।

মোরাদ—তা' বেশ, এই আমি বস্‌লেম। (উপবেশন—১ম জল্লাদের তার সম্মুখে অগ্রগমন এবং বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছোরা বাহির করিতে উদ্যত) আচ্ছা একটু ছবুর কর। আমি রুমালটা দিয়ে চক্ষু দু'টো বেঁধে নি—তোমার ছোরা খানা দেখ্‌লে বুক্‌টা একটু কেঁপে উঠ্‌তে পারে।

(রুমাল দ্বারা চক্ষু বন্ধন)

(১ম জল্লাদ কর্ত্তৃক ছোরা আঘাত করণ এবং মোরাদের গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে পতন কম্পন—মৃত্যু)

১ন জল্লাদ—সাবাস! বীর পুরুষ বটে। এই হাতে কত মানুষ কাটলেম তার হিসেব নেই; বোধ হয় আজরাইলের থেকে বড় বেশী কম হবে না—কিন্তু এমন নির্ভীক ভাবে কাওকেও মর্‌তে দেখ্‌লেম না।

২য় জল্লাদ—বুঝ্‌তে পার্‌লিনে? তাব একান্ত আশা ছিল সে দিল্লীর বাদ্‌শা হবে। কোথায় সেই ময়ুর-সিংহাসন আর কোথায় এ নির্জ্জন কারাগার! তাই নিতান্ত হতাশ হয়ে সে জীবনের মায়া একদম ছেড়ে দিয়েছিল।

১ম জল্লাদ—তা চল্‌ একবার দারাকে পরীক্ষা করে' আসা যা'ক—

২য় জল্লাদ—চল—

(উভয়ের প্রস্থান)

১৩শ দৃশ্য

কারাগার

দারা ও সিপির

সিপিব—বাবা! বাবা! ঐ ছাখ—এদিকে কে যেন ছুটো লোক আস্‌ছে—পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পনে আস্‌ছে! আঁধারের মধ্যেও তা'দের চোকগুলো আগুণের মত জ্বল্‌ছে! বাবা! বাবা! আমার বড্ড ভয় পাচ্ছে! (দারার বক্ষে মুখ লুকাইয়া দারাকে বেষ্টন করিয়া ধারণ এবং দুইজন জল্লাদেব প্রবেশ)

দারা—কে তোম্‌বা? এই গভীর রজনীতে তোম্‌বা চুপে চুপে কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?

১ম জল্লাদ—এই আমবা এলেম, শাহাজাদা কেমন আছেন তার একটু খবব নিতে।

দাবা—আমি বেশ আছি—তোম্‌বা যাও—আমাব কোন অভাব নেই, আমার কোন কষ্ট নেই—আমার কোন খবরদারি কর্‌তে হবে না—তোম্‌বা—তোম্‌রা যাও।

২য় জল্লাদ—শাহাজাদা! বাদ্‌শার হুকুম সিপিরকে পৃথক কারাগারে রাখ্‌তে হবে—তাই আম্‌বা এসেছি।

সিপিব—বাবা! বাবা! আমি যাব না; আমি তোমায় ছেড়ে যাব না। বাবা! বাবা! আমায় জড়িয়ে

ধর আমার বড্ড ভয় হচ্ছে—আমায় জড়িয়ে ধর—আমি যাব না।

১ম জল্লাদ—বাদ্‌সার হুকুম—তোমাকে যেতেই হবে।

সিপির—বাবা! বাবা! তারা জল্লাদ—তারা তোমাকে—আমাকে কাট্‌তে এসেছে। বাবা! আমায় রক্ষা কর—আমাকে নিয়ে গিয়ে তারা আমায় কেটে ফেল্‌বে। বাবা! আমায় রক্ষা কর!

২য় জল্লাদ—(সিপিরের হাত ধরিয়া আকর্ষণ) চল—বাদ্‌শাব হুকুম—তোমাকে যেতেই হবে।

সিপির—জল্লাদ! জল্লাদ! তোমাদের পায়ে ধরি—আমি মা হারিয়েছি—আমি পিতার বুকে আছি—আমার পিতার বুক থেকে আমায় ছিনিয়ে নিও না। আমায় কাট্‌তে হয়—এই আমি পিতাব বুকের উপর মাথা রাখ্‌লেম্—যদি কাট্‌তে হয়—এইখানেই কেটে ফেল—আমি ভয় পাব না। আমায় নির্জ্জনে নিয়ে কেট না—আমি ভয় পাব—জল্লাদ! তোমাদের পায়ে ধরি—

২য় জল্লাদ—বালক! তোমায় কাট্‌ব না বল্‌ছি—তোমাকে পৃথক কারাগারে রাখ্‌বো তোমাকে যেতেই হবে—চল (বল পূর্ব্বক দারার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া জল্লাদ দ্বয়ের প্রস্থান)

নেপথ্যে সিপির—বাবা ! বাবা ! আমায় কাট্‌তে নিয়ে যায়—
বাবা ! আমায় রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর।

দারা—একি ! প্রাণাধিক পুত্রকে আমার বুক থেকে জল্লাদে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তার প্রাণেব আতঙ্কে আকুল চিৎকার আমার কর্ণে প্রবেশ কর্‌ছে—অথচ হৃদয়ে প্রবেশ কর্‌ছে না ! একি ! পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী সরে' যাচ্ছে—কেন ? নিঃশ্বাস গ্রহণ কর্‌তে কাবাগার বায়ুশূন্য বোধ হচ্ছে কেন ? হৃদপিণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে বক্ষ পঞ্জর ভেঙ্গে যেতে চায় কেন ? আকাশেব সমুদয় ভার আমার মাথার উপর চেপে পড়ছে কেন ? ঐ সুন্দর আলো জ্বল্‌ছে, তবু চক্ষে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি নে কেন ? বুঝেছি ! বুঝেছি ! আজ আমার মর্ত্তবাস অবসান হবে ! আজ জল্লাদ আমার প্রাণ হরণ করবে ! এত দিন যে মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন কর্‌তে আকুল আহ্বান করেছি—আজ সে মৃত্যুব আশঙ্কায় এত অধীব হতেছি কেন ? না ! না ! আমি মর্‌বো না ! আমি মর্‌তে পার্‌বো না ! আমি বাঁচবো—আমি পালিয়ে প্রাণ রক্ষা কর্‌বো !! (পলায়নের চেষ্টা) না ! উপায় নেই ! পালাবার উপায় নেই ! এই যে আবার

জল্লাদ আস্‌ছে (জল্লাদদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)
জল্লাদ! আবার কেন এলে? সিপিরকে তো
নিয়ে গিয়েছ—আবার কেন এলে? জল্লাদ!
জল্লাদ! (নত জানু হইয়া) তোমাদের মিনতি
করে বলছি—তোম্‌রা আমায় হত্যা করবার
পূর্ব্বে একবার যাও, একবার যেয়ে ঔরংজেবকে—
তোমাদের বাদ্‌শাকে বল আমি আর দিল্লীর সিং-
হাসন চাইনে। আমি আব তাব প্রতিদ্বন্দ্বী নই।
আমাব প্রাণ ভিক্ষা দিতে বল, আমি আর কিছু
চাই নে! আমি কারাগারে সর্ব্ব প্রকার দুঃখ
কষ্টেব মধ্যে সর্ব্ব প্রকার নির্যাতন নিপীড়নেব
মধ্যে আজীবন মনেব আনন্দে বাস করবো।
আমাকে ছেড়ে দিলেও আর কারাগারেব
বাহিরে পা দেবো না। আমি শুধু প্রাণ ভিক্ষা
চাই—আর কিছু চাই নে। (উঠিয়া) ঐ যে
তবুও খঞ্জর বাহিব কর্‌ছে!! (ছুটিয়া পলায়নের
চেষ্টা এবং প্রথম জল্লাদের ছোরা হস্তে অগ্রসব)
জল্লাদ! জল্লাদ! তবুও আমায় হত্যা করবে!
(জল্লাদ ছোরা উঠাইতে দারা পকেট হইতে ছুরি
লইয়া জল্লাদের বাহুতে প্রবিষ্ট করন)

১ম জল্লাদ—আরে! আরে! মেরে ফেল্‌লো—মেরে ফেল্লো!
মার্‌ মাব! (দ্বিতীয় জল্লাদ কর্ত্তৃক দারার বক্ষে
ছুরিকাঘাত ও দারার পতন।)

দারা—পিতা! পিতা! পিতা! কেন আমায় সিংহাসন দিয়েছিলে! পিতা! পিতা! (মৃত্যু)

১ম জল্লাদ—উঃ আজ তো আমায় সেরেছিল! (নিজ বাহুতে ক্ষত দেখিতে দেখিতে) উঃ বড্ড লেগেছে।

২য় জল্লাদ—আঃ দারার বুকের মধ্যে ছোরা সবটা ঢুকিয়ে দিলেম তা' সে ব্যথা পেল না-আর তোর একটু লেগেছে আর বেদনা! এখন চল্—মাথাটা কেটে নিয়ে বাদ্‌শার কাছে হাজির হই। পুরস্কার! যথেষ্ট পুরস্কার পাব চল—(দারার মাথা কাটিয়া লইয়া) চল্, চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ফকির—(প্রবেশ) গান।

কে গো তুমি মহাঘুমে আছ নিমগন।
কোথা খট্টা কোথায় শয্যা ধূলিতে শয়ন॥
তুমি কি গো দিল্লীশ্বর
মহাতেজা নর বর
ভুবন বিদিত সেই শা'জাহাঁ নন্দন।
কোথা শিখি-সিংহাসন
কোহিনূর অতুলন
অগনিত সেনা কোথা পাত্র মিত্রগণ।

অহঙ্কার দম্ভ গর্ব্ব—
সকলি হইল খর্ব্ব—
অন্তিমে ধরিলে হায় জল্লাদ চরণ।
দেখ ওহে বিশ্বজন
দেখ কিবা অঘটন
নিষ্ঠুর কঠোর কত নিয়তি শাসন।
এ যদি জীবন হায়
অভিমান কেন তায়—
হিংসা দ্বেষ কেন তবে দুর্ব্বল পীড়ন॥

৯ম দৃশ্য

দিল্লী—শাহী দরবার গৃহ।

(আওরংজেব, মিরজুম্‌লা, আসফ খান এবং অন্যান্য সভাসদগণ)।

আওরংজেব—সভাসদগণ! আপনাদের বাহু বলে এবং মন্ত্রনা-কৌশলে আমি এই মহাসমরে বিজয়ী হয়ে শিখি সিংহাসনের সমীপে উপনীত হয়েছি—যদি আপনা'রা সকলে অনুমোদন করেন তবে শিখি সিংহাসনে অধিবেশন কর্‌তে পারি।

জাহানারা—(প্রবেশ)

সকলে অনুমোদন করুক—এই সকল নিমক হারাম—সময়ের দাস গুলো অনুমোদন করুক কিন্তু আমি অনুমোদন কর্‌ছিনে। ঔরংজেব! তুমি আগে কৈফিয়ত দাও—কোন্ ধর্ম্মের কোন্ বিধি মতে বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ ক'রে, তুমি তাঁর সিংহাসনে আরোহন কর্‌ছো।

আরওংজেব—ভগ্নি! যদি তুমি বাস্তবিকই আমার কার্য্যাবলির বিচার প্রার্থিণী হতে চাও তবে ক্রোধ সম্বরণ ক'রে বিচারকের ন্যায় পক্ষপাত শূন্য চিত্তে কৈফিয়ত কর আমি তার উত্তর দেই—তুমিই বিচার কর, আমি তোমার বিচারই মেনে নেবো। তোমার প্রথম কৈফিয়ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি আমি আমার পিতাকে কারারুদ্ধ ক'রে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ কর্‌ছি। কিন্তু তোমার কৈফিয়ত তো ঠিক নয়' ভগ্নি। পিতা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়ে সিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন—আমি আমার ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছি তাই সিংহাসনে ন্যায়তঃ আমারই দাবী।

জাহানারা—পিতা সিংহাসন ত্যাগ করেছেন সত্য কিন্তু তিনি সিংহাসন দারাকে দিয়েছিলেন—সিংহাসনে—

আওরংজেব—সিংহাসনে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন ইস্‌লামের

নীতি-বিরুদ্ধ। মহামানব হজরত মহাম্মদের জীবনেব কার্য্যাবলীই আমাদের জীবনের আদর্শ —তিনি যখন তাঁর জীবনেব ব্রত উদ্যাপন ক'রে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন—তিনি তো কোন উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করে যাননি—উত্তরাধিকাবী হিসাবে হজরত আলিরই সর্ব্বপ্রথম খলিফা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হজবত মহাম্মদের অন্তর্ধানের পর প্রকাশ্য সভায় খলিফা নির্ব্বাচিত হয়—ফলে অন্য বংশের হজরত আবুবকরকে উপযুক্ত জ্ঞানে খলিফা পদে বৃত করা হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রমাণ অসিতে অসিতে হয়ে গিয়েছে—তবুও আমি এই প্রকাশ্য সভা অহ্বান করেছি।

জাহানারা—তা' হ'লে তুমি বল্‌তে চাও—পিতাকে কারারুদ্ধ করাও তোমার পক্ষে সঙ্গত হয়েছে।

আওরংজেব—পিতা যদি পুত্রকে হত্যা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে পারে তবে আত্মরক্ষা—যা প্রত্যেক মানুষেব পক্ষে সর্ব্ব প্রথম ফরজ—আত্মরক্ষা কর্‌তে পুত্রও পিতাকে কারারুদ্ধ কর্‌তে পারে! বল তো, ভগ্নি, আগরা দুর্গ হস্তগত ক'রে, যখন আমি পিতার চরণ চুম্বন কর্‌তে আগ্‌রা প্রাসাদে চলেছিলেন, তখন একশত তাতারী

রমনীকে খঞ্জর দিয়ে প্রাসাদে সাজিয়ে রেখেছিলে কেন? যা'ক;— আরও বল্‌বার ছিল কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু বল্‌তে চাই—আমি পিতাকে কারারুদ্ধ করিনি; আমি তাঁকে তাঁর প্রিয় প্রাসাদে অন্তরীণ করে রেখেছি মাত্র। তাঁর আহার বিহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা' কিছু দরকার আমি তার সব বন্দবস্তই করেছি। পিতাকে কারারুদ্ধ করেছি ব'লে আমার মিথ্যা বদনাম রটিওনা, ভগ্নি!

জাহানারা—তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পেরে উঠবো না তা' আমি জানি। ভ্রাতাদিগকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করাও তুমি ন্যায় সঙ্গত প্রমাণ করবে তা'ও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি।

আওরংজেব—ভ্রাতৃহত্যা! বিচার করে হত্যা করা হয়েছে— বিনা বিচারে হত্যা করা হয়নি। ভ্রাতৃহত্যায় আমাকে সম্রাট হিসাবে ভারতীয় মুসলমানদের নেতা হিসাবে দোষ দিতে পার না; তবে মানুষ হিসাবে আমায় দোষ দিতে পার বটে।

জাহানারা—যা'ক—তবুও সন্তুষ্ট হলেম। তুমি যে দারা, মোরাদের হত্যা ব্যাপারে মানুষ হিসাবে নিজকে দোষী বলে স্বীকার করছো—তবুও সন্তুষ্ট

হলেম। আর আমি আপত্তি কচ্ছিনে—তুমি সিংহাসনে আরোহন কব। তবে একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই।

আওরংজেব—কর, ভগ্নি!

জাহানারা—তুমি যে ইস্‌লামের নামে এই মহাপ্রলয় কাণ্ড করলে সে ইস্‌লামের কি কবেছ বল দেখি।

আওরংজেব—ভগ্নি! এ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও আমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত নই। তবে তোমায় একটু বিস্তৃতভাবে বল্‌তে হচ্ছে। ভগ্নি! এ দেশটা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাঠানদেব হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। এদেশে ইস্‌লামের যা' কিছু করবার পাঠানেরাই করে গিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা মোগল—আমবা আব কিছুই কবিনি। তবে আমাদেব শাসনকালে ইস্‌লাম তাব নিজের সৌন্দর্য্যে—নিজের উদারতায় যা কিছু আত্ম-প্রতিষ্টা করেছে মাত্র। আমাদের প্রপিতামহ মহামতি আকবর দীনে এলাহি প্রচার করে পক্ষান্তরে ইস্‌লামের উপর গুরুতব আঘাতই করে' গিয়েছেন। তারপর আমাদের পিতামহ জাহাঙ্গীব বাদ্‌শা পিতামহী নূবজাহানে তন্ময় হয়ে জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। তারপর আমাদের পিতা;—তিনি অবশ্য মস্‌-

জেদাদি অনেকই নির্ম্মাণ করেছেন সত্য কিন্তু এদেশে ইস্‌লামের প্রকৃত উন্নতির দিকে বিশেষ কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। পরন্তু ভারতে মোগল শাসনের সূত্রপাত হতে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সব সম্রাটগণই শাসন কার্য্যে ইস্‌-লামের নীতি-পদ্ধতি উপেক্ষা ক'রে' জাতি বিশেষের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত অথবা আপন আপন ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে স্বেচ্ছাধীন শাসন নীতি অবলম্বন ক'রে গিয়েছেন। ফলে ইস্‌-লামের বর্ত্তমানে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে এক-বার চারিদিকে চেয়ে দেখ। তার আইন কানুন রীতি-পদ্ধতি কেউ কিছুই জানে না—যার যা খুসি সে তাই ক'রে চলেছে—কি সামাজিক, কি ধর্ম্ম বিষয় কোন দিকেই মুসল-মানগণ একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন ক'রে চল্‌ছে না। তাই আমি বর্ত্তমান জামানার আরব ও আজোমের শ্রেষ্ঠ আলেমবৃন্দের সম-বায়ে ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক একটা সুবৃহৎ কেতাব তৈয়ারী করেছি এবং "ফতো-য়ায়ে আলমগিরি" নাম দিয়েছি। এই কেতাবই ভারতে ইস্‌লামের ঐক্য কেন্দ্রিক ভিত্তি স্থাপন কর্‌বে এবং ভারতীয় মুসলমানদের জন্য

মোগলের ইহাই সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্ব প্রধান দান। আমি চলে যাব—কিন্তু যতদিন ভারত-বর্ষ থাক্‌বে ততদিন ভারতে ইস্‌লাম থাক্‌বে আর আমার এই দান থাক্‌বে। লও, ভগ্নি! এই দান তোমার হাতেই সর্ব্বপ্রথম অর্পণ কর্‌ছি।

(একখানি পুস্তক প্রদান এবং জাহানারা কর্ত্তৃক তাহা গ্রহন)

জাহানারা—আশীর্ব্বাদ করি—খোদা তোমায় ক্ষমা করুক তোমার মঙ্গল করুক।

বেণুকা—(প্রবেশ)

জাহাঁপানা! আমার একটা নালিশ আছে।

আওরংজেব—তুমি কে, রমণি?

বেণুকা—আগে বলুন—বিচার কর্‌বেন।

আওরংজেব—হাঁ, আমি অঙ্গীকার কর্‌ছি—আমি ন্যায় বিচার করবো!

রেণুকা—আমি একটী রমণীর বিরুদ্ধে নালিশ কর্‌ছি। সে আপনার একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আশ্রয় দিয়ে সৈন্য সামন্ত দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার সাহায্য করেছিল।

আওরংজেব—কে সে রমনী?

রেণুকা—সে এখনো আপনার একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কারাগার থেকে মুক্তকরে নেবার চেষ্টা কর্‌ছে। এবং সুযোগ পেলে সে রমণী তাকে মুক্ত করে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর্‌তে তাকে সাহায্য করবে।

আওরংজেব—রমণি! তুমি সত্য বল্‌ছ।

রেণুকা—হাঁ! আমি সত্য বল্‌ছি।

আওরংজেব—কে সে রমণী?

রেণুকা—আগে বলুন—আপনি তা'কে কি শাস্তি দিবেন—আমি তা'কে ধরিয়ে দেবো।

আওরংজেব—আমি তা'কে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করে রাখ্‌বো।

রেণুকা—অঙ্গীকার করুন— আপ্‌নি তা'কে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করে রাখ্‌বেন।

আওরংজেব—আমি অঙ্গীকার কর্‌ছি—তুমি বল কে সে রমণী!

রেণুকা—আমিই সে রমণী।

আওরংজেব—তুমি!

রেণুকা—হাঁ, জাহাপানা, আমি।

আওরংজেব—তুমি কে, রমণী!

রেণুকা—আমি পর্ব্বত্য-সামন্তরাজ রাজা পৃথ্বীর কন্যা আমিই সোলেমানকে আশ্রয় দিয়েছিলেম।

এবং সুযোগ পেলে তা'কে মুক্ত করে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর্‌তে সাহায্য কর্‌বো।

আও:--তুমি রাজা পৃথ্বীর কন্যা ?

রেণুকা— হাঁ, জাহাঁপানা।

আও— তোমাকে কারারুদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল না— তবে আমি অঙ্গীকার করেছি। আচ্ছা, তুমি স্বেচ্ছায় এসে দোষ স্বীকার কর্‌লে কেন ?

রেণুকা-- সত্য বলেই স্বীকার কর্‌লেম।

আওরংজেব--তবে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর্‌তে তোমাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ কর্‌লেম।

রেণুকা— ধন্য, জাহাঁপানা! তবে, জাহাঁপানা! আমি নিজ মুখে আমার দোষ স্বীকার কর্‌লেম— আমি জাহাঁপানার নিকট একটা আব্দার কর্‌তে পারি।

আওরংজেব--কর্‌তে পার—সম্ভব হলে পূর্ণ কর্‌বো।

রেণুকা— তবে, জাহাঁপানা! সোলেমান যে কারাগারে রুদ্ধ আছে অনুগ্রহ করে আমাকে সেই কারাগারে পাঠিয়ে দিন।

আওরংজেব--কেন ?

রেণুকা— আমি সোলেমানের বিবাহিতা পত্নী

আওরংজেব--তুমি তা'র বিবাহিতা পত্নী!

'রেণুকা— হাঁ, জাহাঁপানা!—আমার পিতা তাঁর হাতেই আমাকে সম্প্রদান করেছেন।

আওরংজেব—তা' হলে আমার কোন আপত্তি নেই। ভগ্নি! (জাহানারার প্রতি) আমি এই রমণীকে তোমার হাতে সমর্পণ করলেম—তুমি তাকে সোলে-মানের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

বেণুকা—আমাব আর একটি অভিযোগ আছে, জাহাপানা।

ঔবং— বেশ—বল।

রণুকা— আপনি সম্রাট; ভারতের হিন্দু মুসলমান উভয়েই আপনাব প্রজা। আপনি মুসলমানকে বাদ দিয়া কেবল হিন্দুদেব উপব জিজিয়া কব স্থাপন করেছেন এটা কি সম্রাটের পক্ষে অন্যায় এবং হিন্দুদের পক্ষে অপমানজনক নহে।

ঔরং— সম্রাটের পক্ষেও অন্যায় হয় নি এবং হিন্দুদেব পক্ষেও অপমানজনক নহে—আমি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। মুসলমানগণ হিন্দুবাজ শক্তি ধ্বংশ করে ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এখন ভারতেব আভ্যন্তরীণ শাসন শৃঙ্খলা,—এবং বহিঃশত্রু হতে ভারত-বর্ষকে, রক্ষা করতে মুসলমান ন্যায়তঃ বাধ্য—। আমি সম্রাট স্বরূপে এই সকল কার্য্যের জন্য মুসলমানদিগকে বাধ্য করতে পারি কিন্তু হিন্দু-

দিগকে পারি না তাই এটা যুদ্ধ কর। জজা শব্দ হইতে জিজিয়া শব্দ, জজা মানে বিনিময়—যুদ্ধ কর্‌বার বিনিময়ে যে কর সেইটেই হচ্ছে জিজিয়া কর। এটা হিন্দুদের সব্‌বাইকে দিতে হবে না—যারা যুদ্ধ কর্‌বার উপযুক্ত অথচ যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি নহে—ত'াদেরই এই কর দিতে হবে মাত্র।

রেণুকা—হিন্দুরা মনে কর্‌ছে করভারে প্রপীড়িত. হলে হিন্দুদের মধ্যে অনেকে মুসলমান হয়ে যাবে—এই উদ্দেশ্যে জিজিয়া কর স্থাপন করা হয়েছে।

ঔরং—মুসলমান হ'লে তো তাকে আরো উচ্চহারে কর দিতে হইবে—মুসলমান হলে হাজার করা ২৫৲ টাকা হারে তাকে জকাত দিতে হবে—এটা খোদার আইন।

জাহানারা—এস, রমণী!

(জাহানারা ও রেণুকার প্রস্থান)

সভাসদগণ—আম্‌রা এক বাক্যে জাহাঁপানাকে দিল্লীর সিংহাসনে বরণ করলেম।

আওরংজেব—তবে আমিও সিংহাসন আরোহণ করবার পূর্ব্বে অঙ্গীকার করছি—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণ ভারত শাসন ব্যাপারে যে সকল ইস্‌লামিক নীতি পরিত্যাগ করেছেন আমি সেই নীতি পুনঃ

প্রচলন কর্‌বো—রাজকোষ কেবল রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হইবে। রাজকোষ আমার ব্যক্তিগত ধন ভাণ্ডার নহে—আমি আমার নিজ ভরণ-পোষণের জন্যও রাজকোষ হ'তে কপর্দ্দক গ্রহণ করবো না। আমি স্বোপার্জ্জিত অর্থে আমার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌বো। শাসন ব্যাপারে কোরান আমার পন্থা নির্দ্দেশ কর্‌বে।

(শিখি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সিংহাসনোপরে নত জানু হইয়া)

প্রভোঃ! সকলি তোমার!
ঊর্দ্ধে অই অনন্তগগন—গ্রহ তারাময়,
নিম্নে এই সাগর-অম্বরা—শ্যামা বসুন্ধরা,
স্বর্গ মর্ত্ত সকলি তোমার!
অন্তর্য্যামী তুমি—
জান তুমি অন্তর আমার;
জান তুমি
ব্যক্ত লুপ্ত যা' কিছু সকলি—
সাধ্য নাই কিছু মোর রাখিতে গোপন।
করিবে গ্রহণ
সকল হিসাব তুমি—
সদসৎ কর্ম্ম কি কল্পনা।
আছে শুধু সুদৃঢ় বিশ্বাস—

ক্ষমাময় তুমি সর্ব্ব শক্তিমান।
বিপুল কর্ত্তব্য-ভার
শিরোপরে লইনু টানিয়া
শক্তি হীন আমি—
নাহি জানি কিবা হবে পরিনাম তার।
এক মাত্র ভরসা আমার
করিবে না দায়ী মোরে
শক্তির অতীত কোন কার্য্য হেতু ;—
(শুধু)কর্ম্মফল হবে মোর করিতে বহন।
তোমারি ইঙ্গিত প্রভোঃ '
ইস্‌লাম রহিবে সদা মুক্ত ও স্বাধীন ;
তাই এ সাধনা মোর ওহে বন্ধন-বিহীন !
তোমারে স্মরিয়া প্রভো !
দাঁড়াইনু সাধনার পথে ,
ভুল-ভ্রান্তি হবে পদে পদে ;
শুধু রব চেয়ে
তব প্রেম তোমার করুণা পানে।
ওহে শক্তি মূলাধার !
মিনতি আমার—
প্রত্যাখ্যান যারা করেছে তোমায়,
ঢাকিয়াছে যারা—
সত্ত্বা তব ভ্রান্তি আবরণে

যুঝিতে তা'দের সনে
সহায়তা পাই যেন তোমার শক্তির
ওহে শক্তিময় ! ওহে শায়েন কাদির ! (১)

উপ-সংহার ।

(কারাগারে সোলেমান ও বেণুকার মিলন) ।

ভৈরবী

বেণুকা— গান ।

বহিয়ে রজনী—জীবন ব্যাপিনী
পেয়েছি সাথীটি চেয়েছি যারে ।
(আমি) বাঁধিয়াছি দ্বার খুলিব না আর
কি জানি আবার হারাব তারে ।
উষা যেন আর হাসিটি লইয়ে
আসে নাকো মোর সতীন সাজিয়ে
শশী যেন আর নাহি দেয় উঁকি
মোর এ গেহের রুদ্ধ দ্বারে ।
যায় ফিরে যা'ক মলয় পবন
নিভে গেছে যা'ক রবির কিরণ
মুক্ত গগনে নাহি প্রয়োজন
নাহি প্রয়োজন কুসুম হারে ।

সমাপ্ত

---

(১) কোরানের দুইটা আযতের ভাবার্থ ।